শঙ্কর। যথার্থই কি এলি মা! দুর্ব্বলপীড়ন-দর্শন-কাতর, সহস্রধা-ভিন্ন অন্তর এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাতরকণ্ঠ তবে কি তোর কর্ণে পৌঁছেছে মা!

বিজয়া। এই দেখ শঙ্কর, হতভাগ্য পক্ষীর মস্তক ভিন্ন। এই দেখ প্রতাপ, পক্ষ ছিন্ন। আর এই দেখ মহারাজ, পক্ষীহৃদয়ে কি গভীর শরাঘাত! কিন্তু জান্‌তে পারি কি ব্রাহ্মণ! কেন তুমি এই শ্যেনপক্ষীর উপর অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেছিলে?

শঙ্কর। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্ব্বল করে লক্ষ্য-ভেদের শক্তি আছে কি না পরীক্ষা ক'রেছিলুম।

প্রতাপ। আর আমি দে'খ্‌লুম মা! হিন্দুস্থানের এ সীমান্ত-প্রদেশের বনভূমির একটা ক্ষুদ্র নগর হ'তে নিক্ষিপ্ত বাণ কখনও কোনও কালে আগ্রার সিংহাসনে পঁহুছিতে পারে কি না।

বিজয়া। আর আমি দেখ্‌লুম, মহারাজের প্রাসাদশিরে অগণ্য শ্বেত পারাবত মনের সাধে বিচরণ ক'র্‌ছে। তাদের সেই আনন্দের সংসার ছারখার কর্‌বার জন্য, একটা ভীষণ মাংসাশী পক্ষী অলক্ষ্যে আকাশপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহারাজ! বিশ বৎসর পূর্ব্বে এমনি একটী সুখের সংসার যবনের অত্যাচারে ছারখার হ'য়েছিল। তা'র ফলে একটী ব্রাহ্মণকন্যা শিশুকাল হ'তে ভীষণ অরণ্যবাসিনী—কুমারী—কপালিনী। কল্পনায় সে স্মৃতি জেগে উঠ্‌লো। প্রতিশোধ-বাসনায় কম্পিত কর হ'তে আপনা আপনি শর ছুটে গেল। পাখীর হৃদয় বিদ্ধ হ'ল। এই নাও প্রতাপ, পক্ষী নাও। এই ত্রিধা-বিভিন্ন বিহঙ্গম তোমার বিজয়পতাকার চিহ্ন হো'ক।

[প্রস্থান ;

বঙ্গের

প্রতাপ-আদিত্য।

(ঐতিহাসিক নাটক।)

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, প্রণীত।

৪র্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভাদ্র, ১৩১৬ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

উপহার

পরম সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্,

মহাশয়ের

কর-কমলে।

ভূমিকা।

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায়, নাহি মানে পাতসায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

কবিদের মধুময়ী লেখনীমুখে সুধা ক্ষরে, সে সুধা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই অমরত্ব প্রদান করে। বাস্তবিক চিরমধুর ভারত চন্দ্রের উপর্য্যুক্ত পংক্তি কয়টি বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিতে যে পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কিছুতে করে নাই। কিন্তু কেবল স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াই কবি ক্ষান্ত—প্রতাপ-আদিত্যের বিশেষ পরিচয় অন্নদামঙ্গলে পাওয়া যায় না। অধুনা কতিপয় স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মহাত্মার চেষ্টায় ও অনুসন্ধানে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ প্রতাপ-আদিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক বাকি। সত্য কথা বলিতে গেলে, ভিত্তি মাত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহাও আবার সম্পূর্ণ নহে—তাহা হইতেই সমগ্র অট্টা-লিকার আকৃতি ও গঠন প্রণালী অনুমান করিয়া লইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিকের ক্লেশ, কিন্তু কবির বিলক্ষণ

আমোদ। মূল সত্যের ফলকে কল্পনা প্রভাবে মনোহর চিত্র অঙ্কিত করাই কবির ব্যবসায়। কাব্য ইতিহাস নহে, আদর্শ গঠনই কবির উদ্দেশ্য, তাঁহার প্রধান লক্ষ্য চিত্রের ও চরিত্রের উৎকর্ষের দিকে। আশা করি, পাঠক "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকখানি পড়িবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কিরূপ ছিলেন, তাহা জানি না—ইতিহাস তাহা বলিয়া দেয় নাই—কিন্তু তাহাতে কবির কি আসিয়া যায়? তিনি স্বচ্ছন্দ মনে তেজমাধুর্য্যময়ী কল্যাণীকে আনিয়া দর্শকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, সাধ্বী ব্রাহ্মণীর দিগন্ত প্রসারিণী প্রভায় তাঁহার চিত্র খানি কত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিম্বদন্তী বলে, মা যশোরেশ্বরীর কৃপাই প্রতাপ-আদিত্যের সৌভাগ্যের কারণ, ভারতচন্দ্র লিখিলেন "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" আর কবিকে পায় কে? তিনি মহিমান্বিতা মাতৃরূপিনী কপালিনী বিজয়ামূর্ত্তি গড়িয়া নিজে ধন্য হইলেন, দর্শকবৃন্দকেও ধন্য করিলেন। চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ, ঘটনা সম্বন্ধেও সেইরূপ। এস্থলেও কবি-কল্পনা সকল সময়ে ইতিহাসের সঙ্কীর্ণ প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। কোথাও বা নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া, কোথাও বা কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া, আবার কোথাও বা ঐতিহাসিক ঘটনাকে কিঞ্চিৎ নোয়াইয়া বাঁকাইয়া কবি তাঁহার সাধের চিত্রখানিকে নির্দ্দোষ ও পূর্ণাবয়ব করিতে প্রয়াস পান। সুতরাং "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকে উল্লিখিত ঘটনানিচয়ের সহিত যদি ইতিহাসের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য লক্ষিত না হয় ত তাহাতে বিচিত্রতা কি? এরূপ অসামঞ্জস্য সত্বেও "প্রতাপ-আদিত্য"কে স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার মূল ভিত্তি ইতিহাস। নাটককার কোথাও কোন মুখ্য ঘটনা বা চরিত্রের বিকৃতি করিয়াছেন বলিয়া

বোধ হয় না, বরং তাঁহার কৌশলময়ী লেখনীর গুণে সেগুলি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শিব শিবই আছেন, বানর বানরই আছে; তবে হয়ত কোন কোন চিত্র রঞ্জিত করিবার সময় কবি (বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই) রংটা একটু গাঢ় করিয়া ফেলিয়াছেন।

আর একটি কথা। "প্রতাপ-আদিত্য" নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস। বাঙ্গালীর শক্তি জগতে দুর্লভ, আবার বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্যও চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী না পারে এমন কার্য্যই নাই, অথচ বাঙ্গালীর প্রবর্ত্তিত কোন মহাকার্য্যেরই শেষ রক্ষা হয় না, কোথা হইতে চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া সমস্তই পণ্ড করিয়া দেয়। এদেশের উপর যেমন জগজ্জননীর কৃপা, এমন বুঝি আর কোথাও নাই; কিন্তু অভাগ্য আমাদের দোষে মাকে পদে পদে মুখ ফিরাইতে হয়। বাঙ্গালী জীবনের এই হর্ষ-বিষাদ-ভরা ইতিহাস, এই আলো ও ছায়ার অদ্ভুত সংমিশ্রণ, "প্রতাপ-আদিত্যে" অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার কি দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার ফল ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নাটককার যথাসম্ভব চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। "একা বাঙ্গালী মহাশক্তি; জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান্ সম্রাটেরও পূজনীয়; কিন্তু একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ, হীন হ'তেও হীন; অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।"—সেলিমের এই উক্তিতে সার সত্য নিহিত আছে। বাঙ্গালীর সকলেই কর্ত্তা হইতে চান; সুতরাং দশ জন বাঙ্গালী একত্রিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ। "গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ ক'র্‌তে চান না, রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক"—তা

তাতে দেশ উৎসন্ন যায় যাক্। ইহার উপর ক্ষুদ্রপ্রাণসুলভ ঈর্ষা, স্বার্থান্ধতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং সর্ব্বোপরি জাতি-বিরোধ আছে। আর কি চাই? কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকারময় নহে। "বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বুঝে।" বুঝে বলিয়াই এই দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য বাঙ্গালীর প্রাণে আজ ব্যাকুলতা দেখিতে পাইতেছি। তাই "প্রতাপ-আদিত্যে"র আজ এত আদর। এই ব্যাকুলতাই আশা—এই ব্যাকুলতাই সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বজাতির মধ্যে উন্নতির সোপান প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই ব্যাকুলতা ছিল বলিয়াই যুগযুগান্তর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ এক দিন সপ্তসিন্ধুতটে বসিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥"

শ্রীমন্মথমোহন বসু।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বিক্রমাদিত্য	... ...	যশোহরাধিপতি।
বসন্ত রায়	... ...	বিক্রমের ভ্রাতা।
প্রতাপাদিত্য	... ...	ঐ পুত্র।
উদয়াদিত্য	... ...	ঐ ঐ পুত্র।
গোবিন্দ রায়, রাঘব রায়	... ...	বসন্ত রায়ের পুত্র।
গোবিন্দদাস	... ...	বৈষ্ণব।
ভবানন্দ	... ...	দেওয়ান।
শঙ্কর	... ...	প্রতাপের সখা।
সূর্য্যকান্ত, সুখময়	... ...	শঙ্করের শিষ্য।
আকবর	... ...	দিল্লীশ্বর।
সেলিম	... ...	সাহজাদা।
মানসিংহ	... ...	আকবরের সেনাপতি।
ইশাখাঁ মসনদ্ আলি	...	হিজলীর নবাব।
রডা	... ...	পর্টুগীজ জলদস্যু।

স্ত্রীগণ।

কাত্যায়নী	... ...	প্রতাপের স্ত্রী।
ছোটরাণী	... ...	বসন্ত রায়ের স্ত্রী।
বিন্দুমতী	... ...	প্রতাপের কন্যা।
কল্যাণী	... ...	শঙ্করের স্ত্রী।
বিজয়া	... ...	যশোরেশ্বরীর সেবিকা।

মদন, মামুদ, সুন্দর, কমল, চণ্ডীবর, সেরখাঁ ও অনুচরগণ, আজিমখাঁ, দূতগণ, প্রহরীগণ, সৈন্যগণ, মাঝিগণ, প্রজাগণ, ভৃত্য, পথিক, গয়লাবৌ ও পুরবাসিনীগণ ইত্যাদি।

প্রতাপ-আদিত্য।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রসাদপুর।

শঙ্করের বাটীর সম্মুখ।

শঙ্কর, মামুদ, মদনমাল।

মামুদ। হাঁ দাদাঠাকুর! দেশে ট্যাকা যে ক্রমে দায় হ'য়ে প'ড়ল!

শঙ্কর। কেন, আবার তোমাদের হ'ল কি?

মদন। হবে আবার কি? রোজ রোজ যা হয়ে আস্‌ছে তাই।

মামুদ। হবে আবার কি? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়। দায়ুদখাঁর সঙ্গে হ'ল মোগলের লড়াই। দায়ুদখাঁ হেরে গেল না ত, আমাদের মেরে গেল।

মদন। দিন নেই, ক্ষণ নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, কেবল পেয়াদার তাড়া। তাতে ঘরে বাস করি কি ক'রে!

মামুদ। কোন দিন হয়ত বাড়ীতে রইলুম না—খেটে খেতে হবে ত—যদি সে সময় এসে মেয়ে ছেলেদের বে-ইজ্জত করে!

শঙ্কর। তোমাদের উপরই বা এত অত্যাচার কেন? অন্য স্থানেও জুলুম জবরদস্তি আছে বটে, কিন্তু তোমাদের ওপর যেমন, এমন ত আর কোথাও নেই, তোমাদের অপরাধ কি?

মামুদ। অপরাধ, আমরা পাঠান। এখন বাঙ্গালা মোগলের মুলুক; আগেকার নবাব দায়ুদখাঁ ছেলেন পাঠান- আমাদের স্বজাত। এইমাত্র আমাদের অপরাধ।

শঙ্কর। তা হ'লে এত বড়ই দুঃখের কথা হ'য়ে পড়্ল মামুদ!

মামুদ। তা হ'লে বলদিকি দাদাঠাকুর, কেমন ক'রে দেশে বাস করি!

মদন। এই সেদিন হাল গরু বেচে নতুন নবাবকে সেলামী দিয়েছি, দেনা ক'রে খাজনা—হাল বকেয়া—কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি। আবওয়াবের পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত বাকি রাখিনি।

মামুদ। তবু শালার নায়েবের বকেয়া বাকি শোধ হ'ল না।

মদন। আরে শালা। কাল তোর মনিব নবাব হ'ল, তখন বকেয়া পেলি কোথায়? কোনও রকমে আমাদের উদ্বাস্ত করা।

মামুদ। আমাদের আত্মীয় স্বজন সবাই চ'লে গেছে। আমরা কেবল দেশের মায়া ত্যাগ করতে পারিনি।

মদন। বিশেষতঃ তোমার আশ্রয়ে এতকাল র'য়েছি দাদাঠাকুর, তোমার মায়া ছাড়ি কেমন ক'রে।

শঙ্কর। তাইত মদন! তোমরা ত আমাকে বড়ই ভাবিত ক'রে তুল্লে।

মামুদ। দোহাই দাদাঠাকুর, তুমি যা হোক একটা বিহিত না ক'র্‌লেত আমরা আর বাঁচিনি।

শঙ্কর। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমি কি বিহিত ক'র্‌বো? নবাব বাদসার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ ক'রে তোমাদের কি উপকার ক'র্‌বো?

মামুদ। তাত বুঝ্‌তেই পা'র্‌ছি। তোমাকেই বা রোজ রোজ এমন ক'রে কাঁহাতক জ্বালাতন করি।

মদন। অর্থে বল, সামর্থ্যে বল, তুমি এতকাল আমাদের রেখে আস্‌ছ ব'লেই আমরা বেঁচে আছি। এখন তুমি হা'ল ছেড়ে দিলে আমরা যে ডুবে মরি দাদাঠাকুর! নিত্যি নিত্যি জবরদস্তি ক'র্‌লে, আমরা আর কেমন ক'রে দেশে বাস করি।

শঙ্কর। আমিই বা কোন্ সাহসে তোমাদের দেশে বাস ক'র্‌তে বলি।

মদন। তা হ'লে কি এ স্থান ত্যাগ করাই তোমার পরামর্শ?

শঙ্কর। স্থান ত্যাগ করাই যুক্তিসিদ্ধ। কেন না দায়ুদখাঁর সঙ্গে এ রাজ্যের স্বাধীনতা এক রকম লোপ পেয়েছে। সে রাম-রাজত্ব আর নেই। এখন বাঙ্গালা এক রকম অরাজক। রাজা থাকেন আগ্রায়, বাঙ্গালার সুবেদার তাঁর এক জন চাকর বই ত নয়। রাজমহলের নবাব সেরখাঁ আবার চাকরের চাকর—একটা বড় গোছের তসিলদার। বৎসর বৎসর আগ্রার খাজাঞ্চীখানায় টাকা আমানত করাই তার কাজ। সুতরাং টাকা নিয়েই তার প্রজার সঙ্গে সম্বন্ধ। খাজনার তাগাদায় টাকা জোগান দিতে পার, থাক। না পার, পথ দেখ।

মামুদ। যখন তখন তাগাদায় টাকা জোগান, কোন প্রজায় কখন কি পেরে থাকে দাদাঠাকুর?

শঙ্কর। পারে না তাত জা'ন্‌ছি। কিন্তু রাজাত সেটা বু'ঝ্‌ছে না।

মামুদ। তা হ'লে অনুমতি কর, জন্মস্থানকে সেলাম ঠকে বিদায় হই।

শঙ্কর। তা ক্সিন্ন আর উপায় কি ?

মদন। কোথায় যাব ? যেখানে যাব, সেই খানেই ত এই রকম অত্যাচার।

শঙ্কর। রাজা বসন্ত রায় যশোর নগর প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। সেই খানে গেলে বোধ হয় ভাল থা'ক্‌তে পার। কেন না, শুনেছি রাজা নাকি বড় দয়ালু ; নদে জেলার অনেক লোক সেখানে গিয়ে বাস ক'রেছে।

(গ্রামবাসিগণের প্রবেশ।)

১ম। (সরোদনে) ও খুড়োঠাকুর !

শঙ্কর। কি, ব্যাপার কি ?

১ম। বাবাকে কাছারীতে ধ'রে নিয়ে গেল। বক্‌রিদের জন্যে একটা খাসী মানত ছিল, সেইটে গোমস্তা চেয়েছিল। বাবা সেটা দিতে চায়নি। তার বদলে আর দুটো খাসী দিতে চেয়েছিল ; গোমস্তা নেয়নি। এখন পঞ্চাশ ষাট জন পাক সঙ্গে ক'রে এসে বাবাকে বেঁধে নিয়ে গেল।

সকলে। দোহাই বাবাঠাকুর রক্ষে কর।

মামুদ। তাইত দাদাঠাকুর ! এমন অত্যাচার ক'দিন সহ্য করা যায় ?

মদন। তাইত, রক্ত মাংসের শরীর—

১ম। কি হবে খুড়োঠাকুর!

মদন। দাদাঠাকুর প্রতীকার কর।

সকলে। প্রতীকার কর, প্রতীকার কর।

শঙ্কর। প্রতীকারের একমাত্র উপায় আছে।

সকলে। কি উপায় দাদাঠাকুর?

শঙ্কর। প্রতীকারের একমাত্র উপায়—আর সে উপায় তোমাদেরই কাছে আছে।

মদন। কি উপায় বল।

শঙ্কর। তোমরা পাঠান। আমাদের মতন ভীরু কাপুরুষ বাঙ্গালীত নও, বাঙ্গালী অত্যাচার সহ্য ক'র্‌তে জন্মগ্রহণ ক'রেছে। তোমরা কি তাই?

সকলে। কখন নয়। আমরা পাঠান—অত্যাচার সইতে জানি না।

শঙ্কর। অত্যাচার সইতে জান না, অত্যাচার দমনের উপায়ও ত জান না।

মদন। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

সকলে। হুকুম কর, লাঠি ধরি।

শঙ্কর। শক্তিমান্ পাঠান! ঢুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে বাঙ্গালা মুলুকে এসে শুধু বাহুবলে এখানে আপনাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছ। বলি ভাই সব! পিতৃপিতামহদের সেই রক্ত—সেই চির-উষ্ণ বীর-শোণিত পিতৃপিতামহের দেশেই কি রেখে এসেছো? ধমনীতে প্রবাহিত হবার জন্যে এক বিন্দুও তার অবশিষ্ট নেই? এক কণামাত্রও কি সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পারনি?

সকলে। আল্‌বৎ এনেছি, খুব এনেছি। হুকুম কর, লাঠি ধরি। অত্যাচারের শোধ নিই।

শঙ্কর। না না—এ আমি কি ব'লছি! আত্মহারা হ'য়ে এ আমি কি ব'লছি! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নেওয়া যে অসম্ভব। অগণ্য অসংখ্য অত্যাচার যদি হয়, তাহ'লে কত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে? বাদসার প্রবল শক্তি—নিত্য নূতন লোকের উৎপীড়ন। এ দিকে তোমরা মুষ্টিমেয় দরিদ্র প্রজা। স্ত্রী পুত্র মা বাপ নিয়ে সংসারী। প্রতিশোধ নিতে যাওয়া বাতুলতা!

মদন। সেই বুঝেইত গায়ের ঝাল গায়ে মেরে চুপ ক'রে থাকি। তাইত প্রাণের দুঃখ তোমার কাছে জানাতে আসি।

শঙ্কর। আমি কি ক'র্‌তে পারি? আমি দীন, অতিদীন, তুচ্ছ, পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুক। আমি কি ক'র্‌তে পারি?

মামুদ। তুমি আমাদের কি কর্‌তে পার, না পার, খোদা জানে। কিন্তু তোমাকে দুঃখু না জানালে যেন আমাদের প্রাণের জ্বালা জুড়োয় না।

শঙ্কর। দেখ, আপাততঃ তোমাদের যা ব'ল্লুম তাই কর। যে যার স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে রাজা বসন্ত রায়ের আশ্রয়ে চ'লে যাও। আর দেখ, তুমি সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে ক'রে নায়েবের কাছে নিয়ে যাও। আমার বিশ্বাস, জরিমানা-স্বরূপ কিছু টাকা দিলেই তোমার বাপকে ছেড়ে দেবে।

১ম। যো হুকুম।

[শঙ্কর, মামুদ ও মদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মামুদ। আমরা রাজার কাছে পৌঁছিতে পা'র্‌বো কেন দাদাঠাকুর! কে আমাদের দুঃখের কথা রাজার কাণে তু'ল্‌বে?

শঙ্কর। বেশ, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

মদন। সাধে কি আর তোমার কাছে আসি দেবতা! আমাদের এ দুঃখের মর্ম্ম তুমি না হ'লে বুঝ্‌বে কে?

শঙ্কর। যাও, উদ্যোগ আয়োজন করগে। কে কে যেতে চায়, খবর নাও। (উভয়ের অভিবাদন)

মদন। এখনই যদি দেশ ছাড়্‌তে হয় মিয়া, তা' হ'লে শালার নায়েবকে জানিয়ে যাব না?

মামুদ। চুপ চুপ—দাদাঠাকুর শুন্‌তে পাবে। সে কথা আর ব'ল্‌ছিস্‌ কেন? অমনি যাব? আগে মেয়ে ছেলে গুলোকে সরিয়ে, শালার নায়েবকে জাহান্নমে পাঠিয়ে তবে আর্‌ কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্কর। তা ওরা আমার কাছে আসে কেন? আমি ওদের কি ক'র্‌তে পারি? পারি না? যথার্থই কি আমি কিছু ক'র্‌তে পারি না? তবে ভগবান প্রতীকারের জন্যে ওদের আমার কাছেই বা পাঠান কেন? আমি কি কিছু ক'র্‌তে পারি না? ভীরু, পর-পদলেহী, পরান্নভোজী, সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভর বাঙ্গালী কি মনুষ্য-যোগ্য কোন কাজই ক'র্‌তে পারে না! স্তন্যপায়ী শিশুর মতন মাতৃভূমির গলগ্রহস্বরূপ হ'য়ে শুধু কি উদরপূরণের জন্যেই বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ ক'রেছে! কি করি—কি করি! এক দিকে মোগল সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি সমস্ত বাঙ্গালার অধীশ্বর! অন্যদিকে পর্ণকুটীর-বাসী এক ভিখারী ব্রাহ্মণ। অসাধ্যসাধন! আমা হ'তে রাজার অনিষ্ট চিন্তার কথা মনে আন্‌তে নিজেকেই নিজের উন্মাদ ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে। কিন্তু মা অসাধ্যসাধিকে শঙ্করী! হতভাগ্য ব্রাহ্মণের মনের অবস্থা—প্রতিবাসী দরিদ্রের উপর অযথা উৎপীড়নে এ হৃদয়ে কি যন্ত্রণা, তুমিত সব বুঝ্‌তে পার্‌ছ মা! দোহাই মা, তুমিই আমাকে

এ যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পাবার উপায় ব'লে দাও। উদ্ধার কর মা--উদ্ধার কর--এ উন্মাদচিন্তার দায় থেকে আমাকে রক্ষা কর।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

সূর্য্য। কেও দাদা!

শঙ্কর। হাঁ! হানিফ্‌খাঁর ছেলেকে যে তোমার কাছে পাঠালুম!

সূর্য্য। আমি আগে থাকতেই তাকে খালাস ক'রে এনেছি।

শঙ্কর। কি ক'রে আন্‌লে?

সূর্য্য। কিছু ঘুষ দিয়ে আন্‌লুম, আর কি ক'র্‌ব!

শঙ্কর। বেশ ক'রেছ। তার পর তোমাকে কি ব'ল্‌তে চাই শোন। আমি কোন প্রয়োজন বশে বিদেশে যাব।

সূর্য্য। সেকি! কোথায় যাবে?

শঙ্কর। যথাসময়ে জান্‌তে পার্‌বে। এখন প্রশ্ন ক'রো না।

সূর্য্য। তোমার কথা শুনে আমার প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল! তোমার এরূপ মূর্ত্তি ত কখনও দেখিনি। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি দাদা! আমি ভয় পাচ্ছি।

শঙ্কর। বীর তুমি। হৃদয়ও বীরযোগ্য কর।

সূর্য্য। তুমি যাবে, মাকে আমার কোথায় রেখে যাবে?

শঙ্কর। তুমি আছ। কল্যাণীকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলুম।

সূর্য্য। আস্‌বে কবে?

শঙ্কর। তা ব'ল্‌তে পারি না।

সূর্য্য। ফির্‌বে ত?

শঙ্কর। তাই বা কেমন ক'রে বলি।

সূর্য্য। তবে এতদিন শিখিয়ে পড়িয়ে আমাকে কি নারী আগলাতে রেখে গেলে!

শঙ্কর। অসহ্য বোধ কর, ভার পরিত্যাগ ক'র্বে।

সূর্য্য। আমাকে কি এমনই নরাধম পেলে দাদা, যে মায়ের ভার ফেলে পালিয়ে যা'ব।

শঙ্কর। বেশ, তবে সময়ের অপেক্ষা কর। যথাসময়ে তোমাকে সংবাদ দেব।

সূর্য্য। দিয়ো, যেন ভু'লে থেক না। দেখো দাদা! ভাই বল—শিষ্য বল—সব আমি। আমার শিক্ষা যেন নিষ্ফল ক'রোনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শঙ্করের অন্তঃপুর।

কল্যাণী।

কল্যাণী। এমন জ্বালাতন কখন দেখিনি! মানুষ নিশ্চিন্ত হ'য়ে চারটী র'াধা ভাত খা'বে, এ পোড়া দেশের লোক কি না তাও সুশৃঙ্খলে খেতে দেবে না! ঠাঁইটী ক'রে, আসনটী পেতে, মানুষকে বসিয়ে রান্নাঘরে ভাত বাড়্‌তে গে'ছি, থালা হাতে ক'রে ফিরে এসে দেখি—ওমা এ মানুষ আর নেই! অবাক্ ক'রেছে! এ দেশের পায়ে দণ্ডবৎ। আর নয়। তল্পীতল্পা আর মিন্‌সেকে নিয়ে এ দেশ ত্যাগ করাই

দেখ্‌ছি এখন যুক্তি। পালার ভাত আবার হাঁড়ীতে পূরে, এই আসে এই আসে ক'রে, হাপিত্যেশ হ'য়ে ব'সে আছি - তিন পহর বেলা হ'ল, তবু কিনা মানুষের দেখা নেই!—গেল কোথায়? খাবার সময় ব্রাহ্মণকে ধ'রে নিয়ে এরা গেল কোথা? কেনই বা আসে, তাওত বুঝ্‌তে পারি না। দেশে এত মাতব্বরের বাড়ী থাকতে, পোড়া লোক আমার স্বামীর কাছেই বা আসে কেন?

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। বলত কল্যাণী! আমার কাছেই বা আসে কেন? আমি দুর্ব্বল, নিঃসম্বল, নিঃসহায়, নিজেই নিজের সাহায্যে অক্ষম্, বেছে বেছে আমার কাছেই বা আসে কেন?

কল্যাণী। তাদের হ'য়েছে কি?

শঙ্কর। তারা সব সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে।

কল্যাণী। ওমা সে কি!

শঙ্কর। ডাকাতে তাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে।

কল্যাণী। ডাকাতে লুট ক'রেছে!—হাঁগা, কখন ক'র্‌লে

শঙ্কর। দিনে, দ্বিপ্রহরে, সমস্ত লোকের সাক্ষাতে।

কল্যাণী। দিনে ডাকাতি!—ওমা সেকি কথা! এত লোক্ থাক্‌তে কেউ তাদের রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না!

শঙ্কর। কেউ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে, আমার কাছে আস্‌বে কেন?

কল্যাণী। তা হ'লেত দেখ্‌ছি, এদেশে বাস করা সুকঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল!

শঙ্কর। নরাধমেরা গরীব চাষাদের স্ত্রীপুত্রকে পথে বসিয়ে গে'ছে। কাউকে বা বেঁধে নিয়ে গে'ছে। অত্যাচার—চারিদিকে অত্যাচার। প্রতীকার করে এমন লোক কেউ নেই। কোনও স্থানে আশ্রয় না পেয়ে তারা দলবদ্ধ হ'য়ে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু আমি কি ক'রতে পারি কল্যাণী!

কল্যাণী। ডাকাতে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেল, কেউ বাধা দিতে পারলে না?

শঙ্কর। বাধা কে দেবে! কোন্ সাহসে দেবে! যে রক্ষা-কর্ত্তা, সেই ডাকাত। সর্ব্বস্ব লুটে, সকল লোকের সামনে গ্রামের বুকের ওপর তারা আসন পেতে ব'সেছে। বাধা কে দেবে কল্যাণী!

কল্যাণী। ওমা, রাজা ডাকাত! তা হ'লে নিরুপায়। রাজার কাজে বাধা দেয় এমন সাহস কার?

শঙ্কর। বল ত কল্যাণী! কার ঘাড়ে দশ মাথা যে এমন কাজে হাত দেয়—রাজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এ সমস্ত জেনে শুনেও হতভাগ্য মূর্খ প্রজা আমার কাছে আসে কেন?

কল্যাণী। তারা মনে করে, তুমি বুঝি এ অত্যাচারের প্রতীকার ক'রতে পার।

শঙ্কর। কিন্তু আমি কি পারি কল্যাণী?

কল্যাণী। সে তুমি নিজে ব'লতে পার। আমি স্ত্রীলোক—অল্পবুদ্ধি, আমি কেমন ক'রে ব'লব!

শঙ্কর। শৈশবকাল থেকে তোমাতে আমাতে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে আবদ্ধ। বিবাহের দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত তোমার কাছ থেকে একদণ্ডও ছাড়া হইনি। তুমিও পিতৃমাতৃহীনা, আমিও পিতৃমাতৃহীন। এত কাল আমার সংসারে তুমি স্ত্রী পুত্র, ভাই ভগিনী, গুরু শিষ্য—

পক্ষ ক'রে বল্‌বার যত প্রকার সম্পর্ক আছে, সমস্ত অধিকার ক'রে ব'সে আছ। আদরে, পালনে, তিরস্কারে, অভিমানে আমিই তোমার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। এতেও তুমি কি ব'ল্‌তে পার না, আমি প্রতীকার ক'র্‌তে পারি কি না?

কল্যাণী। আমি যে চিরকাল তোমার মধুর সৌম্য মূর্ত্তিই দেখে আসছি প্রভু! যে রুদ্রমূর্ত্তিতে এ অত্যাচারের প্রতীকার হয়, তাত কখন দেখিনি!

শঙ্কর। মূর্ত্তিতে আমি যাই হই, কিন্তু এটা ঠিক ব'ল্‌তে পারি, যে মন্দিরে তুমি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সে মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণের যোগ্য নয়। এ কথা আমি জানি, তুমি জান। কিন্তু প্রসাদ-পুরের হতভাগা প্রজারাত তা জান্‌লে না। তারা প্রতীকার ভিক্ষা ক'র্‌তে উন্মাদের মতন আমার কাছে ছুটে এল।

কল্যাণী। কে বুঝি তাদের বুঝিয়েছে যে, তোমার কাছেই প্রতীকার আছে।

শঙ্কর। কে সে কল্যাণী?

কল্যাণী। আমার স্বামীর নামে যাঁর নাম, বুঝি তিনি। সেই সৌম্য প্রশান্তমূর্ত্তি যোগিরাজ যদি ব্রহ্মাণ্ডনাশিনী শক্তির ঈশ্বর হন, তখন আমার ঘরের যোগিরাজ হ'তেই বা শত্রুধ্বংস হ'বে না কেন? তারা ঠিক বুঝেছে—মূর্খ প্রজা ঈশ্বরপরিচালিত হ'য়ে তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছে। তুমি তার প্রতীকার কর।

শঙ্কর। কিন্তু ক'নে বউ!

কল্যাণী। কল্যাণী বল! অত আদর দেখিও না, ভয় করে।

শঙ্কর। কিন্তু কল্যাণী! আমার হস্ত পদ যে শৃঙ্খলাবদ্ধ।

কল্যাণী। তাতে কি? শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল।

শঙ্কর। তারপর ?

কল্যাণী। তারপর আবার কি ? যদি কোথাও যাবার মানস ক'রে থাক, যাও। এতগুলো নিরীহ দরিদ্র প্রজা এক দিকে, আর একটা তুচ্ছ নারী এক দিকে। তুমি কি আমায় এতই পাগল পেয়েছ যে শৃঙ্খল হ'য়ে তোমার গতিরোধ ক'রব ? এখনি কি যেতে চাও ?

শঙ্কর। বিলম্ব ক'র্‌লে কি যেতে পারব ! অস্ফুট কণ্ঠস্বরে যে তোমার সঙ্গে প্রেমসম্ভাষণ ক'রেছি কল্যাণী !

কল্যাণী। সত্যি কথা ! আমারও ত তাই। রমণীর স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হৃদয়। আবার কি করতে কি ক'রে ব'স্‌বো ! এস তবে কুলদেবতার আশীর্ব্বাদী ফুল তোমার হাতে বেঁধে দিইগে।

শঙ্কর। আমি কি পারব ক'নে বউ ?

কল্যাণী। আবার ক'নে বউ ! তাহ'লে পার্‌বে না। প্রথম থেকে এত আত্মহারা হ'লে, না পার্‌বারই ত সম্ভাবনা। পার্‌বে না কেন ? পার্‌তেই হ'বে। শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ক'রে, পরশুরামের বিক্রমে বহুলায়াসে যে জানকীরত্ন লাভ ক'রেছিলেন, প্রজার জন্য যদি অম্লান বদনে গর্ভাবস্থায় তাঁকে বনবাসে দিতে পারেন, বিনাক্লেশে নিজের অজ্ঞাতসারে আমাকে লাভ ক'রে তোমার নিজের ঘরে ফেলে রেখে যেতে পার্‌বে না ! মন ক'রেছ, যত শীঘ্র পার, যাত্রা কর। তুমি আমার পানে চেয়োনা—কিন্তু দোহাই, তোমার মুখের অন্ন ফেলে উঠে গেছ।

শঙ্কর। বেশ—চল।

তৃতীয় দৃশ্য।

যশোহর।

গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণ।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত।

বিক্রম। হাহে ভায়া, মালখাজনা সমস্ত আগ্রায় রওনা ক'রে দিয়েছ ত?

বসন্ত। তা না ক'রে কি আপনার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথা কইতে পাচ্ছি! সে সমস্ত—পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিয়েছি।

বিক্রম। বেশ ক'রেছ ভাই! ওইটেই হ'চ্ছে আসল কাজ। সদর মালগুজারী খাজাঞ্চীখানায় আগে আন্‌জাম ক'রে, তার পরে যা খুসী তাই কর। সখের কাজই বল, আর দেবতা-অর্চ্চনাই বল,—দোল-দুর্গোৎসব, শ্রাদ্ধশান্তি, ক্রিয়া-কলাপ এ সব পরের কথা। জমিদারী বজায় থাক্‌লে ত এসব।

বসন্ত। তা আর ব'ল্‌তে। তার ওপর চারিধারে শত্রু।

বিক্রম। চারিধারে শত্রু। এই সোণার রাজ্যটা প্রতিষ্ঠা ক'রেছ, বন কেটে নগর বসিয়েছ। এ পাকা আমটীর ওপর অনেক কাঠ-বিড়ালীর নজর আছে।

বসন্ত। তবে আমরা খাড়া থাক্‌লে কারে ভয়?

বিক্রম। বস্, বস্! খাড়া থাক্‌লে কাকে ভয়? তুমি বুদ্ধিমান্, তোমাকে আর বুঝাব কি? দায়ুদখাঁর সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমাদের বাপ পিতামহের পুণ্যবলে ক্ষতি না হ'য়ে উল্‌টে

লাভ হ'য়ে গেছে। আজ আমরা বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া। এখন এমন রাজ্যটী যাতে বজায় রাখ্‌তে পার, কেবল সেই চেষ্টা কর। মাটিত নয়, যেন সোণা। ভাল রকম আবাদ ক'র্‌তে পার্‌লে সোণা ফলান যায়। কিন্তু হ'লে কি হ'বে ভাই! তুমি আমি যত দিন আছি, তত দিন বিপদের কোনও ভয় দেখি না। একটু নরম মেজাজে নবাবদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা ক'রে চলা—সেটা তুমি আমি যত দিন আছি তত দিন। ছেলেপিলেগুলো কি তেমন মিলে মিশে চ'ল্‌তে পার্‌বে! আমার বাপধন যেরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি, তাকেত একটুও বিশ্বাস করা যায় না।

বসন্ত। সে কি মহারাজ! প্রতাপকে উদ্ধতপ্রকৃতি দেখ্‌লেন কখন?

বিক্রম। না, না—তা এখনও দেখিনি বটে। তবে কি জান, কিছু চঞ্চল।

বসন্ত। চঞ্চল, না শান্ত?

বিক্রম। হাঁ হাঁ—এখনও শান্ত আছে বটে—এখনও চঞ্চলটা নয় বটে!

বসন্ত। চঞ্চল বটে আমার ছেলেরা। বিশ্বাস নেই বরং তাদের। প্রতাপ চঞ্চল! প্রতাপের মত ছেলে কি আর দেখ্‌তে পাওয়া যায়!

বিক্রম। হাঁ হাঁ—এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে—তবে কি না, তবে কি না—যতটা ব'ল্‌ছ, ততটা যে ঠিক বুঝেছ বসন্ত! একেবারে বাবাজীকে তুমি যে—বুঝেছ, ভাই—

বসন্ত। আপনি কি প্রতাপকে সন্দেহ করেন নাকি?

বিক্রম। হা-হা! একেবারে যে সন্দেহ—হা-হা—তবে কি না,—

বসন্ত। কেন দাদা! প্রতাপের ওপর আপনি অন্যায় সন্দেহ ক'র্‌লেন? এ রাজ্যের যদি কেউ মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে ত সে এক প্রতাপ।

বিক্রম। যাক্—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—ও কথা ছাড়ান দাও। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুখ্ হরে। যাক্—যাক্—বিক্রমপুর বাক্‌লা থেকে তুমি যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ সব আনাবে ব'লেছিলে, তার কর্‌লে কি?

বসন্ত। আনাতে লোক ত পাঠিয়েছি।

বিক্রম। বেশ বেশ। গোবিন্দদেববিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যশোরে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরও প্রতিষ্ঠা কর। বস্—তা হ'লেই ঠিক হ'বে। দেবতা ব্রাহ্মণ-কুটুম্ব নারায়ণ আনাও, প্রতিষ্ঠা করাও, তা হ'লেই মঙ্গল হ'বে। দুর্গা দুর্গম হরে—তা হ'লে যাও ভাই—প্রাতঃকৃত্য সারগে।

বসন্ত। আপনি কেবল তাঁদের বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন।

বিক্রম। বেশ, বেশ—দু'জনে পরামর্শ ক'রে, যা কর্ত্তব্য হয় করা যাবে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

বিক্রম। এমন ভাই পেলে, বাদসাগিরি পেয়েও তার হাতে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারি। কিন্তু ছেলেকেই আমার বিষম ভয়। প্রতাপের কোষ্ঠীর যে রকম ফল শুনেছি, তা'তে পুত্রলাভ ক'রেও আমার হর্ষে বিষাদ। ঠিকুজীতে যখন ব'লেছে—প্রতাপ পিতৃদ্রোহী হ'বে, তখন কি সে কথা আর মিথ্যে হবার যো আছে? যাক্, আর ভেবেই বা কি ক'র্‌ব। ছ'দিনের দিন বিধাতা সূতিকা-ঘরে ব'সে

কপালে যা আঁক কেটে গেছে, সেত ঝামা দিয়ে ঘস্‌লেও আর উঠ্‌বে না। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুঃখ হরে। তবে কিনা—তবে কিনা—পিতৃদ্রোহী সন্তান—জেনে শুনে ঘরে রাখা—দুধ কলা দিয়ে কালসর্প পোষা। দুর্গা—বসন্তকে যে, ছাই একথা ব'ল্‌তেই পার্‌ছি না! আর ব'ল্লেই বা কি হ'বে, বসন্ত ত বুঝ্‌বে না। যাক্‌—তারা শিবসুন্দরী! ভেবে আর কি ক'র্‌ব? কালী কালভয়বারিণী মা!—তবে একটা সুবিধে হ'য়েছে। বসন্ত পরমবৈষ্ণব। স্বয়ং বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দদাস তার সহায়। ছেলেটাকেও কৌশল ক'রে তার দলে ভিড়িয়ে দিয়েছি। ছায়া আমার তাকে নিরামিষ ধরিয়েছে,—গলায় তুলসীর মালা পরিয়েছে। কাজটা অনেকটা এগিয়েছি। এখন মা কালীর ইচ্ছায়, ছেলেটাকে একেবারে নিরেট বৈষ্ণব ক'র্‌তে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত।—ভবানন্দ!

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। মহারাজ!

বিক্রম। দেখে এস ত প্রতাপ কোথায়।

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, তিনি তুলসীমঞ্চে ব'সে মালাজপ ক'র্‌ছেন।

বিক্রম। বেশ বেশ! আচ্ছা ভবানন্দ, প্রতাপের ভক্তিটে কেমন দেখ্‌ছ বল দেখি?

ভবা। ওঃ! কি ভক্তি! তা আর আপনাকে পাপমুখে কি ব'ল্‌ব মহারাজ! হাতের মালা ঘুর্‌তে না ঘুর্‌তেই দু'চক্ষু দিয়ে দর দর ক'রে জল। যেন ইচ্ছামতী নদীতে বাণ ডেকে গেল!

বিক্রম। বেশ, বেশ।

ভবা। হয়ত ব'ল্লে বিশ্বাস ক'র্বেন না, গোবিন্দদাস বাবাজীরও বুঝি এত ভক্তি দেখিনি।

বিক্রম। বেশ, বেশ—আচ্ছা তুমি এক কাজ কর দেখি, গোবিন্দদাস বাবাজীকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও দেখি। (ভবানন্দের প্রস্থান) বেশ হ'য়েছে। বসন্ত প্রতাপকে ঠিক বাগিয়ে এনেছে। তুলসীতলায় যখন ব'সিয়েছে, তখন আর ভাবনা কি! তুলসীর গন্ধ দু'দিন নাকে ঢুক্লে, বাপধনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে নিরিমিষ হ'য়ে যা'বে। বস্—বস্—আর ভয় কি! দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুষ্খ হরে। তবু রঙ্গের ওপর একটু রসান চড়িয়ে দিই। প্রতাপকে আনিয়ে গোবিন্দদাস বাবাজীর দু'টো গান শুনিয়ে দিই।—ওরে! (ভৃত্যের প্রবেশ) যা ত, রাজকুমারকে একবার আমার কাছে আস্তে বল্‌ত।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(গোবিন্দদাসের প্রবেশ)

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ! অধীনকে স্মরণ ক'রেছেন কেন মহারাজ?

বিক্রম। এস বাবাজী এস—এই অনেকদিন তোমার মুখে মধুর হরিনাম শুনিনি—তাই—বুঝেছো বাবাজী! সংসার চক্র—ঘুরে ঘুরেই মর্‌ছি। কাছে সুধার সাগর থাক্‌তেও, একটু যে চাক্‌বো, তাও পার্‌ছিনি। বাবাজী ক্ষণেকের জন্য একটু কৃষ্ণনাম শুনিয়ে দাও।

গোবিন্দ। শ্রীগোবিন্দ! মহারাজ, নরাধম আমি। আজও পর্য্যন্ত অভিমান নিয়ে ঘুরে ম'র্‌ছি। আমি যে মহারাজকে আনন্দ দিতে

পারি, সে ভরসা আমার কই ? তবে দয়া ক'রে অধীনের মুখে কৃষ্ণ-নাম শুন্‌তে চেয়েছেন, এই আমার বহু ভাগ্য।

বিক্রম। বাবাজী! যে ব্যক্তি সাধু, তার কি আর অহঙ্কার থাকে! যাক্—বাবাজী একটা গেয়ে ফেল।

গোবিন্দ। কি গাইব অনুমতি করুন।

বিক্রম। যা হোক একটা—ভাল কথা, সেই যে সেদিন বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন গেয়েছিলে, সেটা আমার কাণে বড়ই মধুর লেগেছিল।

গোবিন্দ। যে আজ্ঞে—

গীত।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
স্থত মিত রমণী সমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়
অতএ তোঁহারি বিশোয়াসা॥

বিক্রম। বা! বা! কি মধুর! কি ভাব!—তাতল সৈকতে—তাতে আবার বারিবিন্দু সম—যেন তপ্তখোলার বালি—পড়্‌লুম মটর—হলুম ফুটকড়াই—বা বা! কি সুন্দর উপমা! তার ওপর আবার বারি-বিন্দুটী প'ড়েছে কি—অমনি চড়াঙ্‌—খোলা একেবারে চৌচাক্‌লা। মহাজন না হ'লে এ কথা বলে কে? সুত—মিত—রমণীসমাজে! বা! বা! কি চমৎকার!—তবে রমণীসমাজে যত জ্বালা হোক্ আর না

হোক্ বাবাজী! মাঝখান থেকে এক সুতোর জ্বালায় অস্থির হয়ে প'ড়েছি। বাবাজী! সুতো এখন কাছি হ'য়ে কোন্ দিন গলায় ফাঁস না লাগায়।—ওরে! প্রতাপকে ডেকে আন্‌তে ব'ল্‌লুম, তার ক'র্‌লি কি?—

গোবিন্দ। তবে কিনা তিনি দয়াময়!

বিক্রম। ওই!—যা ব'লেছো বাবাজী! তবে কিনা তিনি দয়াময়!—সেই সাহসেই বেঁচে আছি!—ওরে! দেরি ক'র্‌ছিস্ কেন? প্রতাপকে আন্‌তে দেরি ক'র্‌ছিস কেন? (সম্মুখে বাণবিদ্ধ পক্ষীর পতন)

গোবিন্দ। হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ!—কি ক'র্‌লে!

বিক্রম। ওরে! এ কিরে! ওরে এ কাজ কে ক'র্‌লেরে! ওরে এ জীবহত্যা কে ক'র্‌লেরে! দোহাই বাবাজী—যেয়োনা!

গোবিন্দ। ক্ষমা করুন মহারাজ! অধীন আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বে না। যে স্থানে জীবহত্যা হয়, বৈষ্ণবের সে স্থানে থাকা উচিত নয়। হা গোবিন্দ! কি ক'র্‌লে! (প্রস্থান)

বিক্রম। ওরে এ জীবহত্যা কে ক'র্‌লে রে!—(প্রতাপের প্রবেশ) প্রতাপ! একি প্রতাপ! এ অকারণ প্রাণীহত্যা কে ক'র্‌লে? নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্জ্জনে ব'সে ভগবানের নাম শুন্‌ছিলুম—তাতে বাধা দিলে কে প্রতাপ?

প্রতাপ। ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি ক'রেছি।

বিক্রম। না—না। তুমি কেন এ কাজ ক'র্‌বে! এই শুন্‌লুম তুমি তুলসীমঞ্চে ব'সে হরিনাম জপ ক'র্‌ছিলে! এ নিষ্ঠুর কার্য্য তুমি ক'র্‌বে কেন!

প্রতাপ। কিছুক্ষণ জপে নিযুক্ত হ'য়ে বুঝ্‌লুম—আমি হরিনাম-

জপের যোগ্য নই। অসংখ্য প্রজাশাসনের জন্য দু'দিন পরে যাকে রাজদণ্ড হাতে ক'র্‌তে হ'বে, পররাজ্য-লোলুপ দুর্দ্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয়-ভিখারী দুর্ব্বলকে রক্ষা ক'র্‌তে কথায় কথায় যা'কে অস্ত্র ধ'র্‌তে হ'বে, অহিংসাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম তার নয়। শক্তি-অভিমানী যশোররাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়। তাঁর কাছে কর্ত্তব্যানুরোধে জীবহিংসা, তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য অঞ্জলিপূর্ণ শত্রু-শোণিতে মহাকালীর তর্পণ। পিতা! তাই আমি এই শোণিতপিপাসু বাজপক্ষীকে শরাঘাতে সংহার ক'রেছি।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মিথ্যা কথা, এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

বিক্রম। তাইত বলি—তাও কি কখন হয়। ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখ্‌তে প্রতাপ আমার, পিতৃসম্মুখে মিথ্যা কথা ক'য়েছে। এই শুনলুম তুমি পরম বৈষ্ণব হয়েছো। তুমি এমন কাজ ক'র্‌বে কেন?

প্রতাপ। না পিতা! মিথ্যা নয়। এ ব্রাহ্মণকে এর পূর্ব্বে আমি আর কখন দেখিনি। আমারই শরাঘাতে এই পক্ষী নিহত হ'য়েছে।

শঙ্কর। না মহারাজ! মিথ্যা কথা। এই উড্ডীয়মান বাজপক্ষী আমার শরাঘাতেই নিহত হ'য়েছে।

প্রতাপ। সাবধান ব্রাহ্মণ! রাজার সম্মুখে মিথ্যা কথা কয়ো না।

শঙ্কর। সাবধান রাজকুমার! বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌তে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ক'রো না। এ কার্য্য আমি ক'রেছি।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা, আমি ক'রেছি।

শঙ্কর। ভাল, বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি। সম্মুখেই পাখী

প'ড়ে আছে। পরীক্ষা কর। কার শরাঘাতে এ পক্ষী নিহত হ'য়েছে, এখনি বুঝ্‌তে পারা যা'বে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে আর আপত্তি কি!

শঙ্কর। ধর্ম্মাবতার যশোরেশ্বর সম্মুখে—তাঁর সম্মুখে পরীক্ষা, সুবিচারেরই প্রত্যাশা করি। কিন্তু রাজকুমার, পরীক্ষার আগে একটা প্রতিজ্ঞা কর। যদি তোমার বাণে এ পক্ষী বিদ্ধ হয়, তা হ'লে ব্রাহ্মণ হ'য়েও আমি কায়স্থকুলতিলক বিক্রমাদিত্য-নন্দনের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বো। আর আমা হ'তে যদি এ কার্য্য সাধিত হয়, তা হ'লে প্রতিশ্রুত হও রাজকুমার, তুমি অবনত মস্তকে এই ভিখারী ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার ক'র্‌বে!

প্রতাপ। বেশ, প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লুম।—কিন্তু ব্রাহ্মণ! পরীক্ষায় মীমাংসা হ'বে কি ক'রে!

শঙ্কর। তুমি কোন্ স্থান লক্ষ্যে শরসন্ধান ক'রেছ?

প্রতাপ। আমি পাখীর পক্ষভেদ ক'রেছি।

শঙ্কর। আর আমি মস্তক চূর্ণ ক'রেছি।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। আর আমি হৃদয় বিদ্ধ ক'রেছি।

বিক্রম। একি! একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! একি হেঁয়ালি! কে তুমি? এ সমস্ত কি প্রতাপ!

প্রতাপ। তাইত! একি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! কিছুত জানিনা মহারাজ! এ প্রদীপ্ত অনলোল্লাস, এ মত্তমাতঙ্গলাঞ্ছন পাদক্ষেপ, এ অপূর্ব্ব রণোন্মাদন বেশ আর কখনত দেখিনি মহারাজ! কে তুমি মা? কোথা থেকে এলে? কেন এলে?

শঙ্কর। এ কি মা! দেখা দিয়ে যাও কোথায়! সর্ব্বনাশী! আশ্রয় দিয়ে আবার আমাদের আশ্রয়হীন ক'রিস্ কেন?

প্রতাপ। এ কি মা বিজয়লক্ষ্মী! হতভাগ্য সন্তানের চক্ষে একটা নূতন জীবনের আভাস দিয়ে, আবার তাকে অন্ধকারে ফেলে যাস্ কোথা?

শঙ্কর। রাজকুমার! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রাহ্মণ আজ থেকে তোমার ভৃত্য।

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতাপ আজ থেকে তোমার দাসানুদাস।

[পরস্পরের আলিঙ্গন ও প্রস্থান।

বিক্রম। ওরে ওরে—কে কোথা রে! ও বসন্ত—বসন্ত—কোথা রে! কি হ'ল রে!

চতুর্থ দৃশ্য।

যশোহর—পথ।

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দ। এ আমাকে কি দেখালে দয়াময়! শান্তির ভিখারী আমি, কাতরকণ্ঠে তোমার কাছে আত্মনিবেদন ক'র্‌লুম, তা'র ফলে কি ঠাকুর আমাকে এই দেখতে হ'ল! না, না—প্রভু যে আমার শুধু প্রেমময় নন, তিনি যে আবার দর্পহারী। এ মধুর কৃষ্ণনাম আমি দীন দরিদ্রে বিলাই না কেন; কেন আমি ঐশ্বর্য্যময়, তমোময় রাজার কাছে?—সে ত দীন নয়, সে ত কৃষ্ণনামের ভিখারী নয়। সে যে

মান যশের কাঙ্গাল – কামিনী-কাঞ্চনে চির আশক্ত। আমি কি তবে নামের জন্য নাম করি, না রাজসংসারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য? নইলে দয়াময়ের নাম স্মরণে এমন শোণিতময় ফল দেখ্‌লুম কেন? রক্তাক্ত কলেবরে গতাসু পক্ষী আমার চরণপ্রান্তে নিপতিত হ'ল!—প্রভু! এ মর্ম্মবেদনা যে আর আমি সহ্য ক'র্‌তে পারি না। দয়াময়! এ দাসের প্রতি করুণা কর চরণে আশ্রয় দাও—চরণে আশ্রয় দাও।

(পশ্চাদ্দিক হইতে বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। (গোবিন্দের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) গোবিন্দ!

গোবিন্দ। য়্যাঁ—য়্যাঁ—একি দেখি! একি দেখি! কথা কি কাণে বেজেছে জননী! সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিতে কি আজ তার কাছে এসেছিস্ মা!

বিজয়া। দুঃখ কেন গোবিন্দ!—তোমার ঠাকুর কি শুধু বাঁশীর ঠাকুর,—অসির নয়? একুশ দিনের ঠাকুর আমার স্তনপানে পূতনা নিধন ক'রেছেন—দুই বৎসরের শিশু মৃণালবাহু-বেষ্টনে তৃণাবর্ত্ত সংহার ক'রেছেন—ষষ্ঠবর্ষীয় বালক নৃত্যের ছল ক'রে প্রতি পদক্ষেপে কালিয়ের এক এক ফণা চূর্ণ ক'রেছেন। গোবিন্দ! দেখ, দেখ—চেয়ে দেখ—কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে অর্জ্জুন-সারথির মূর্ত্তি দেখ। যেখানে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, সেখানে মা আমার অত্যাচারীর দলনে সংহার-মূর্ত্তিময়ী! বৃন্দারণ্যে ব্রজেশ্বরীর সহবাসেই তিনি রাসবিহারী। গোবিন্দ, গোবিন্দ! এখানে তুমি নিজে কেঁদে থাকে আমার কাঁদিও না—বৈষ্ণবী আনন্দময়ীকে দু'টী দিনের জন্য সংহারিণী মূর্ত্তি ধ'র্‌তে দাও। বড় অত্যাচার—উঃ! বড় অত্যাচার!—গোবিন্দ! বাপ

বৃন্দাবনে যাও। এই দেখ বক্ষ বিদ্ধ—শতধা ছিন্ন—বড় যাতনা। আমার অনুরোধ—বৃন্দাবনে যাও।

গোবিন্দ। যথা আজ্ঞা জননী! অজ্ঞান আমি প্রভুর লীলা না বুঝ্‌তে পেরে সন্দেহ করি। অধম সন্তানের প্রতি কৃপা কর মা—কৃপা কর।

বিজয়া। - আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হো'ক্।

[প্রস্থান।

(প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ)

প্রতাপ। কি হ'ল ভাই শঙ্কর! মা যে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল!

শঙ্কর। ভয় কি ভাই!—মায়ের পূজার ফলে যদি কিছু জ্ঞান জন্মে থাকে, তা'তে এই বু'ঝেছি যে, মা যখন একবার কৃপা ক'রেছেন, তখন সে কৃপা থেকে আর আমরা বঞ্চিত হ'চ্ছি না।

প্রতাপ। তাই যদি, তবে মা কোথায় গেল—একবার দেখা দিলে—ভাই—শুধু একটীবার মাত্র যে অলক্তকরাগ-রঞ্জিত, শত্রুহৃদয়-শোণিত-নিষিক্ত সে চরণকমল—শুধু যে একবার দেখ্‌লুম। আর দেখ্‌তে পেলুম না কেন? শঙ্কর, শঙ্কর—তোমায় পেলুম, তোমার মাকে আর পেলুম না কেন? মা, মা! কই মা—কোথা মা!

শঙ্কর। ভাই ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর—এই যে, এই যে—বাবাজী! বাবাজী! ধনুর্দ্ধরা, বরাভয়করা একটী বালিকাকে এ পথে যেতে দে'খেছো?

গোবিন্দ। মাকে খুঁজ্‌ছ—তোমরা কি আমার মাকে খুঁজ্‌ছ?

গীত।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মূরছা পায়॥
মালতী ফুলের মালাটী গলে
হিয়ার মাঝারে দুলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতোল ভ্রমর
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গে দোলাইয়া
মরাল-গমনে চলে।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম
দাস গোবিন্দ বলে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

বিক্রম ও বসন্ত।

বসন্ত। কি দেখ্‌লেন, কি শুন্‌লেন? প্রতাপ কি আপনার অমর্য্যাদা ক'রেছে?

বিক্রম। আরে মন্দভাগ্য, বুঝেও বুঝ্‌তে পার্‌ছ না! যা ব'ল্‌ছি, ইচ্ছাপূর্ব্বক কাণে তুল্‌ছ না!

বসন্ত। আপনি কি ব'ল্‌ছেন, আমি যে তার এক বর্ণও বুঝ্‌তে পারছি না!

বিক্রম। আর বুঝ্‌বে কি? বোঝ্‌বার কি আর কিছু রেখেছে। শাস্ত্রবাক্য বিশেষতঃ জ্যোতিষবাক্য—ওকি আর মিথ্যে হবার যো আছে? কোষ্ঠীর ফল—বিধাতার লিখন—খণ্ডায় কে?

বসন্ত। শাস্ত্রবাক্য—জ্যোতিষবাক্য কি? এ সব আপনি কি ব'ল্‌ছেন?

বিক্রম। আর ব'ল্‌ব কি—তোমার শেষ বয়সের বুদ্ধি বিবেচনা দেখে, একেবারে বাক্য-রোধ। যাক্—যা হ'বার তা হ'বেই—নইলে বসন্তের বুদ্ধি লোপ পা'বে কেন? ওরে ভাই! তোকে যে আমি শুধু ভাইটী দেখি না। বল বুদ্ধি, আশা ভরসা—সমস্ত যে তুই। তোর জন্যেই যে আমার যত ভাবনা। বন কেটে নগর বসালি—রাশি রাশি অর্থ ব্যয় ক'রে বড় বড় অট্টালিকা, বড় বড় দিঘী সরোবর, সুন্দর সুন্দর বাগান—সব রচনা ক'র্‌লি, কিন্তু বুদ্ধির দোষে ভোগ ক'র্‌তে পেলিনি। কানুনগোগিরি কাজ ক'রেছিলুম—দাউদখাঁর পয়সায় ঐশ্বর্য্য লাভ ক'র্‌লুম—এখন দেখ্‌ছি ত দাউদের সঙ্গে সব যায়! যাক্—তারা শিবসুন্দরী! কলম পিস্‌তে এসেছিলি—কলম পিসেই চ'লে গেলি!

বসন্ত। প্রতাপ কি আমাকে হত্যা কর্‌বার সংকল্প ক'রেছে?

বিক্রম। তুমি প্রতাপকে মনে কর কি?

বসন্ত। আমি ত তাকে শিষ্ট, শান্ত, ধর্ম্মভীরু, বংশোজ্জ্বল সন্তান ব'লেই জানি।

বিক্রম। বস্, তবে আর কি তবে আমারই বা এত হাঁক পাঁক কর্‌বার দায়টা কি প'ড়ে গেছে! কালী করুণাময়ী!—ওরে আমার জপের মালাটা দিয়ে যা।

বসন্ত। আমি ত জানি, গুরুজনে—বিশেষতঃ আমাকে তার যতটা

ভক্তি, এমন ভক্তির সিকিও যদি আমার সন্তানগণের থাকৃত, তা হ'লে আমার মতন সুখী আর জগতে থাক্‌ত না।

বিক্রম। বারে জ্যোতিষ—বারে তোর লেখা—যে ঘটনাটী ঘটাবে, আগে থাক্‌তে পাকচক্র ক'রে, ধীরে ধীরে তা'র আবছায়া টুকু জাগিয়ে তুল্‌ছ। হায় হায়! হ'ল কি! তারা শিবসুন্দরী!—ওরে! আরে ম'ল—ওরে—তবে আর আমি কেন সংসারচিন্তায় জর জর হ'য়ে ভেবে মরি। (ভৃত্যের মালা লইয়া প্রবেশ ও বিক্রমের হস্তে দিয়া প্রস্থান) আমার শেষাবস্থা। টানাটানি ক'রে বড় জোর না হয় দু'চার দিন বাঁচ্‌ব। আমার জন্যে ভাবনা কি! মর্‌তেই যখন হ'বে, তখন রোগে খাপি খেয়েই মরি, কি অপঘাতে টপ ক'রেই মরি—আমার দুইই সমান। তারা শিবসুন্দরী!—কি আশ্চর্য্য! হ'ল কি! কালে কালে এসব হ'ল কি! গাছের ফল গাছেই রইল—বোঁটা গেল খসে—মাঝখান থেকে বোঁটাটী গেল খ'সে! বসন্ত রইল, তার ছেলে রইল, মাঝখান থেকে পুত্রস্নেহ ভাইপোর ঘাড়ে প'ড়ে গেল! বিধাতার মার না হ'লে এসব অসম্ভব ব্যাপার ঘট্‌বে কেন? যাক্—এখন আমি নিশ্চিন্ত। দুর্গা দুর্গম হরে, দুর্গা দুখ্‌ হরে! আহা যশোর ত নয়—ইন্দ্রভুবন, মাটি ত নয়—যেন মণিকাঞ্চন, গাছ ত নয়—যেন হরিচন্দন। যাক্—তারা শিবসুন্দরী!

বসন্ত। বৃদ্ধবয়সে দাদার দেখ্‌ছি বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েছে। নইলে একমাত্র সন্তান—বংশের প্রদীপ—তার ওপর বিষদৃষ্টি হ'বে কেন?

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। মহারাজ! গোবিন্দদাস বাবাজী যশোর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন।

বসন্ত। সে কি!

বিক্রম। ওই!—সব যা'বে বসন্ত! সব যা'বে!—কেউ থাক্‌বে না। যাদের নিয়ে যশোর, তা'দের মধ্যে একটী প্রাণীও থাক্‌বে না। দুর্গ্যা!

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন!—কি অভিমানে তিনি আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলেন ভবানন্দ?

বিক্রম। অমর্য্যাদা, অমর্য্যাদা। সাধুপুরুষ—আমার সুমুখে—চোখের ওপরে, গাময় রক্তের ছিটে! হরিনাম ভেঙ্গে গেল—ভক্তি গেল, ভাব গেল! সাধুপুরুষের তা হ'লে আর রইল কি? কাজেই তাঁর যশোর-বাস আর সইল না। দুর্গা দুর্গম হরে!—

ভবা। না মহারাজ! কেউ তাঁর অমর্য্যাদা করেনি। তিনি দেবাদিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছেন।

বিক্রম। তা যাবেনই ত। দেবতারাও ক্রমে ক্রমে তল্‌পী-তল্‌পা নিয়ে যশোর থেকে সরে পড়েন আর কি!

ভবা। কে এক যশোরেশ্বরী তাঁকে বৃন্দাবনে যেতে আদেশ ক'রেছে।

বসন্ত। যশোরেশ্বরী!—সে কি! তিনি আবার কে?

বিক্রম। তিনি কে—(হাস্য) তিনি কে? দু'দিন পরেই জান্‌তে পার্‌বে ভায়া তিনি কে! তিনি সাধুপুরুষকে পাঠিয়ে দিলেন বৃন্দাবনে, আর আমাদের দু'ভাইকে পাঠাবেন সোঁদরবনে। বাঘের তাড়ায় কেওড়াগাছের ওপর ব'সে থাক, আর সুঁদরীগরাণের ফল খাও।—ভবানন্দ, তুমি এখন যেতে পারো (ভবানন্দের প্রস্থান) বসন্ত! প্রাণের ভাইটী আমার! এখনও ব'লছি, সময় থাক্‌তে থাক্‌তে প্রতীকার কর। নইলে কিছু থাক্‌বে না। কোষ্ঠীর ফল মিথ্যে হ'তেই পারে না। আগে থাক্‌তেই তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

বসন্ত ! পশ্চিমে কালবৈশাখীর কালো মেঘ ফুস ক'রে মাথা তু'লেছে—দেখ্‌তে পা'বে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভয়ঙ্কর ঝড়—আকাশ কড়কড়—রক্তবৃষ্টি—শিলাপাত—বজ্রাঘাত !—কালী কালভয়বারিণী মা !

বসন্ত। কোষ্ঠীতে ব'লেছে কি ?

বিক্রম। প্রতাপ পিতৃঘাতী হ'বে—তোমাকে মার্‌বে, আমাকে মার্‌বে। আমাকে মারে, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বড় দুঃখু বসন্ত ! তোমাকে সে রাখ্‌বে না। আজ তার প্রথম নিদর্শন। প্রতাপের বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ—আমার সুমুখে জীবনাশ, সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্ত পরেই রণরঙ্গিণী চণ্ডী ! বসন্ত—বসন্ত ! যা দেখেছি, তোমার সুমুখে ব'ল্‌তেও ভয় পাচ্ছি।

বসন্ত। গোবিন্দদাস বাবাজী চ'লে গেলেন !

বিক্রম। যাবেন না ত কি, বাণের খোঁচা খেয়ে প্রাণ দেবেন ! একি কানুনগোর কলম রে ভাইজী ! যে—এক খোঁচায় একেবারে চৌষট্টি পরগণা গেঁথে উঠ্‌লো ! হিসেব নিকেশ চোস্ত—একটু বেলে-মাটি পর্য্যন্ত ঝরে পড়্‌বার যো নেই। এ বাবা হাতের তীর—ছুঁড়লুম ত অমনি হাত এড়িয়ে বেরিয়ে গেল। তাগ ক'র্‌লুম হ'রেকে, লাগ্‌লো গিয়ে শঙ্করাকে। যেখানে এত তীর ছোঁড়াছুঁড়ি, সেখানে গোবিন্দদাস বাবাজী থাক্‌বেন কেমন ক'রে !—তারা শিবসুন্দরী !

বসন্ত। আপনার অভিপ্রায় কি ?

বিক্রম। প্রতীকার—সময় থাক্‌তে থাক্‌তে প্রতীকার। যদি রাজ্যের মুখ চাও—যদি নিজের বংশধরের মুখ চাও—যদি আমার মুখ চাও, তা' হ'লে আগে থাক্‌তেই প্রতীকার কর।

বসন্ত। প্রতীকার কেমন ক'রে ক'র্‌বো ?

বিক্রম। আর কাজ নেই—যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও—দুর্গা।

বসন্ত। প্রতাপকে কি বন্দী ক'রে রাখ্‌তে বলেন?

বিক্রম। আর কেন ভাই—ছাড় না। ও কথার আর দরকার কি? শিবে শঙ্করী! আমি যেন বন্দী ক'র্‌তেই ব'লছি—বন্দী ক'রে ফল কি? বন্দী ক'র্‌লে উল্টো বিপত্তি।—তারা শিবসুন্দরী! আর বন্দী ক'রেই বা ক'দিন রাখ্‌বে?

বসন্ত। তবে কি আপনার অভিপ্রায়, বাবাজীকে হত্যা করা?

বিক্রম। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুখ্‌ হরে—

বসন্ত। বলেন কি মহারাজ!

বিক্রম। যাক্—যাক্—তুমি বাক্‌লা থেকে আত্মীয় বন্ধুগুলোকে আনাবার ব্যবস্থা কর। বাগুটের ঘোষেদের আনাও, গোবরগঞ্জের বোসেদের আনাও—আটাকাটির গুহদের আনাও—আর ভাল ভাল বংশের যে কেউ আস্‌তে চায়, সম্মানের সহিত এনে যশোরে প্রতিষ্ঠা কর।

বসন্ত। যাগ যজ্ঞ ক'রে—কত দেবতার কাছে মানত ক'রে যে সন্তান লাভ ক'র্‌লেন, তাকে আপনি হত্যা ক'র্‌তে চান?

বিক্রম। আরে ভাই যেতে দাও—যেতে দাও। শিবে শঙ্করী—ভাল আর এক কাজ ক'র্‌লে ক্ষতি কি? আমরা বুড়ো হ'য়েছি—দু'দিন বাদে প্রতাপেরই ঘাড়ে রাজ্যভার প'ড়বে। তা হ'লে কিছু দিনের জন্যে তাকে আগ্রায় পাঠাও না কেন? আগ্রায় গিয়ে বাদশার পরিচিত হ'লে লাভ ভিন্ন ত ক্ষতি নেই। পাঁচজন বড় লোকের সঙ্গে দেখা শোনা ক'র্‌লে কিছু জ্ঞান লাভও ক'র্‌তে পার্‌বে, সেই সঙ্গে দিন কয়েক আমাদের না দেখ্‌লে আমাদের প্রতি বাবাজীর একটু মায়াও প'ড়বে—মনটাও সেই সঙ্গে একটু নরম হ'বে। কেমন, এ প্রস্তাবে তোমার মন আছে ত?

বসন্ত। না থাক্‌লেও, কাঁহাতক আপনার কথার প্রতিবাদ করি। এ প্রস্তাব মন্দের ভাল।

বিক্রম। বস্, তাই কর—বসন্ত! আমার জন্যে নয়—শুধু তোমার জন্যে—তুমি যে আমার লক্ষ্মণ ভাই! তারা শিবসুন্দরী! বস্—তাই কর—প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাও—ভালরকম নজর সঙ্গে দিয়ে দাও—যাতে বাদশার নজরে পড়ে।

বসন্ত। যথা আজ্ঞা—

বিক্রম। বস্—বস্—কালী কালভয়বারিণী মা! করুণাময়ী ভক্তসুন্দরী—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অলিন্দ।

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়।

গোবিন্দ। দেখ্‌লে ভাই বাবার আক্কেল!

ভব। আমিত ব'লেছি রাজকুমার, ছোটরাজার ঘাড়ে ভূত চেপে আছে; কিম্বা বড় রাজকুমার তাঁ'কে গুণ ক'রেছে। বড় রাজা নিজে বুঝেছেন, ছোট রাজাকে বোঝাবার এত চেষ্টা ক'র্‌ছেন, তবু উনি বুঝ্‌বেন না। প্রতাপের মত ছেলে তিনি আর পৃথিবীতে দেখ্‌তে পান না!

গোবিন্দ। না! বাবা হ'তেই দেখ্‌ছি সব যায়।

ভবা। তার ওপর প্রসাদপুর থেকে একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক এসে বড় রাজকুমারের সঙ্গী হ'য়েছে। সে লোকটা অতি বদ-মতলবী।

দেশের লোক সব এক জোট হ'য়ে তাকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে হ'ল ইয়ার। তাইতেই বুঝুন, প্রতাপের মতলবটা কি!

গোবিন্দ। মতলব আর কি? কোন্ দিন দেখ না আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে বসে!

ভবা। ছোট রাজাই ত এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, বড় রাজাকে চিন্‌ত কে?

গোবিন্দ। এখনই বা চেনে কে? বাবাইত এ রাজ্যের ধর্ম্মতঃ রাজা। বড় রাজা, অস্ত্র কোন্ ধারে ধর্‌তে হয়, এখনও জানেন না। চিরকাল কানুনগোগিরি কাজ ক'রে এসেছেন। এখনও লোক তাঁকে কানুনগো ব'লেই জানে। রাজা বলি তুমি আর আমি।

ভবা। ছোট রাজা এক দিন যদি না থাকেন, তা হ'লে কি এ রাজ্য চলে!

গোবিন্দ। এক দিন!—এক দণ্ড না থাক্‌লে চলে! প্রকৃত রাজাই তিনি—প্রকৃত রাজ্যই তাঁর।

ভবা। বড় রাজা যা টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমাদের দেশে বড় জোর একটা পরগণা কেনা যায়।

গোবিন্দ। টাকাই বা পাঠিয়েছেন কার? দাউদ খাঁ গৌড় থেকে পালাবার সময় বাবার হাতেই ত হীরে জহরাৎগুলো দিয়ে যায়। ব'লে যায়—"দেখ ভাই! যদি বাঁচি, তা হ'লে আমার সম্পত্তি আমায় ফিরিয়ে দিও। যদি মরি, তা হ'লে এ সম্পত্তি তোমার।

ভবা। উঃ! কি বিশ্বাস!

গোবিন্দ। দেখ দেখি ভাই ভবানন্দ! প্রাপ্তধন এমন ক'রে কি কেউ পরহস্তগত ক'রে! বাবা যে কি বুঝেছেন, তা ঈশ্বরই জানেন। নিজে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। আর সব রাজা রাজড়ারা বাবাকেই

চেনে, বাবাকেই ভয় করে। নিজে মহাবীর—গঙ্গাজল অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়ালে যম পর্য্যন্ত বাবার কাছে আস্‌তে সাহস করে না। সেই বাবা কি'না বুড়ো রাজার কাছে কেঁচো! বাবার এ মতিচ্ছন্ন কেন হ'ল ভাই?

ভবা। অত ধার্ম্মিকের সংসার করা উচিত নয়।

গোবিন্দ। ধর্ম্মই বা এতে তুমি দেখ্‌লে কোথায়? নিজের ছেলেপুলের স্বার্থে যিনি আঘাত করেন, তাঁ'কে তুমি ধার্ম্মিক কেমন ক'রে বল বুঝ্‌তে পারি না।

ভবা। কি জানেন রাজকুমার, বাল্যকাল থেকে দুই ভাইয়ে একত্র কি না—

গোবিন্দ। ভাই! কিসের ভাই! একি আপনার ভাই!

ভবা। য়্যাঁ! বলেন কি! দুই ভাইয়ে সহোদর ন'ন!

গোবিন্দ। তবে আর ব'ল্‌ছি কি! জাটতুতো ভাই।

ভবা। বলেন কি! এ ত আশ্চর্য্য ব্যাপার! কলিকালে এমন ত কখন দেখিনি! এতকাল চাক্‌রী ক'র্‌ছি, কই ঘুণাক্ষরেও ত তা জান্‌তে পারিনি!

গোবিন্দ। আমরাও কি জান্‌তুম! একবার বাবার অসুখ হয়, সেই সময় পিতামহের শ্রাদ্ধ—আমায় ক'র্‌তে হয়, তাইতে জান্‌তে পেরেছিলুম।

ভবা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

গোবিন্দ। বল দেখি ভাই ভবানন্দ! একে জাটতুতো ভাই, তার আবার ছেলে। রাঢ়দেশে পিণ্ডিতে বাধে না। বাবার কি না তারা হ'ল আপনার, আর নিজের ছেলে হ'ল পর!

ভবা। ছোটরাণীমাকে সব ব'লেছি, দেখুন না কতদূর কি হয়!

গোবিন্দ। অধর্ম্ম—অধর্ম্ম—বাপ চাচ্ছে ছেলেকে মার্‌তে, আমার বাবার মাঝখান থেকে স্নেহরস উথ্‌লে উ'ঠল! বাপের অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল না, অধর্ম্মজ্ঞান হ'ল খুড়তুতো খুড়োর!

ভবা। চুপ চুপ—বড় রাজকুমার আ'স্‌ছেন।

গোবিন্দ। তাই ত, তাই ত! এখানে, এমন সময়ে!

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ। গোবিন্দ! খুড়োমহাশয় কোথা?

গোবিন্দ। কোথায় তা ত ব'ল্‌তে পারি না। কেন, তাঁকে কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

প্রতাপ। তিনি আমাকে কি জন্য ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। তোমরা এখানে কতক্ষণ আছ?

ভবা। এই এসে দাঁড়িয়েছি, আর আপনিও এসে প'ড়েছেন।

প্রতাপ। এই এসেছো?

ভবা। এই—আপনার সঙ্গে ব'ল্লেও হয়।

প্রতাপ। তা হ'লে ছোট রাজা কোথা, তোমরা জান্‌বে কেমন ক'রে!

ভবা। এই দাঁড়িয়ে আপনার কথাই ব'ল্‌ছিলুম। আপনার কি হাতের তাগ! ওড়া পাখী বিঁধে কি না মাটিতে এসে লটপট।

প্রতাপ। তাতে আমার গৌরব নেই—

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত। কেও প্রতাপ এসেছ?

প্রতাপ। আজ্ঞে হাঁ। (অভিবাদন) এ দাসকে স্মরণ ক'রেছেন কেন?

বসন্ত। বিশেষ প্রয়োজন আছে। এস আমার সঙ্গে।

[বসন্ত ও প্রতাপের প্রস্থান।

গোবিন্দ। একবার ভক্তির ঘটাটা দেখ্‌লে!

ভবা। সে আমি অনেক দিন ধ'রে দে'খে আস্‌ছি, আপনি দেখুন।

গোবিন্দ। তা আমরা কি এতই পাপী যে দেবী-দর্শনটা আমাদের বরাতে ঘট্‌ল না!

ভবা। ভানুমতীর বাচ্ছা—ভানুমতীর বাচ্ছা! প্রসাদপুর থেকে যখন একটা দেবা এসেছে, তখন অমন কত দেবী আস্‌বে, তার একটা কি! তবে আমিও আত্মারাম সরকার, ছোটরাণীমাকে এক রকম বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রেছি। আমিও মামীমার খেল দেখিয়ে দেব।

(বেগে রাঘব রায়ের প্রবেশ)

রাঘব। দাদা! দাদা! আর শু'নেছেন?

গোবিন্দ। কি হে রাঘব! কি হে রাঘব!

রাঘব। বড় দাদা যে চ'ল্‌লো।

গোবিন্দ। চ'ল্‌লো? কোথায়?

রাঘব। বাবা তাঁকে আগ্রা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌ছেন।

গোবিন্দ। কে ব'ল্‌লে—কে ব'ল্‌লে?

ভবা। হে মা কালী—শিবদুর্গা—শিবদুর্গা।

গোবিন্দ। বল কি! সত্যি?

রাঘব। এই আমি আড়াল থেকে শুনে এলুম।

গোবিন্দ। ভবানন্দ!

ভবা। চলুন, চলুন। হে গোবিন্দ গদাধর, গণেশ, কার্ত্তিক, দোহাই বাবা—দোহাই বাবা!—খুড়ী—হে কালুরায়, দক্ষিণরায়, ভেড়া বাবা, মোস বাবা!

সপ্তম দৃশ্য।

বসন্ত রায়ের গৃহ।

বসন্ত ও ছোটরাণী।

ছোটরাণী। প্রতাপকে ভালবাস্‌তে অনিচ্ছা কা'র? তবে ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। এই যে আপনি প্রতাপকে নিজের ছেলেদের চেয়েও স্নেহ করেন, তাতেও আমি বরং সন্তুষ্ট। কেন না কথায় কথায় দেশে এই রাজার পরিবর্ত্তন। চারি দিকে শত্রু। তার ওপর মগ ও ফিরিঙ্গীদের উৎপাত। এরূপ সময়ে প্রতাপের ন্যায় বীর পুত্রের ওপর রাজ্যভার না দিয়ে কি আমার ছেলেদের ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব!

বসন্ত। বোঝ ছোটরাণী—বোঝ। সাধে কি আর প্রতাপকে প্রাণের অধিক ভাল বাস্‌তে হয়?

ছোটরাণী। ভালবাস্‌তে ত আর আমি নিষেধ ক'রছি না, কিন্তু ভালবাসার ত একটা সীমা আছে। কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে অধিক আদর করে, তাকে বলে ডা'ন। বড় রাজার চেয়ে এই যে আপনি ভাইপোর ওপর এই ভালবাসাটা দেখাচ্ছেন, মনে ক'রেছেন কি প্রতাপ এ ভালবাসার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারে? প্রতাপ যতই বুদ্ধিমান্‌

হ'ক, যতই জ্ঞানী হ'ক, সে যে বাপের চেয়ে আপনাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, এ ত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

বসন্ত। সে বিশ্বাস তোমাকে ক'র্‌তেই বা ব'লে কে? বাপের চেয়ে সে যে আমাকে অধিক শ্রদ্ধা ক'র্‌বে, সেটা আমারও ত অভিরুচি নয়। আমার যথাযোগ্য প্রাপ্য সম্মান সে যদি আমাকে দেয়, তা হ'লেই যথেষ্ট। আমি তার অধিক চাই না। যদি না দেয়, যদি সে আমার চরিত্রে সন্দেহ করে, তাতেই কি? আমার কর্ত্তব্য আমি ক'রে যাচ্ছি। ফলাফলের কর্ত্তা ত আমি নই।

ছোটরাণী। কর্ত্তব্য কর্‌লে আমি কোন কথাই কইতাম না। এ যে আপনি কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত ক'র্‌ছেন। বড়রাজা তা'কে আগ্রা পাঠাবার ইচ্ছা ক'রেছেন, প্রতাপও যেতে স্বীকৃত, মাঝখান থেকে আপনি অন্নজল ত্যাগ ক'রে ব'সে রইলেন। এটা দেখ্‌তে কেমন কেমন দেখায় না মহারাজ! লোকে দেখ্‌লে মনে ক'র্‌বে কি? প্রতাপই বা দেখ্‌লে ঠাওরাবে কি! অবশ্য বড় রাজার আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। এ রাজ্যের মধ্যে এক মাত্র তিনিই আপনার মহৎ চরিত্রে সন্দেহ না ক'র্‌তে পারেন। অপরে যদি সন্দেহ করে, প্রতাপ নিজে যদি সন্দেহ করে, তা হ'লেই বা তার অপরাধ কি! আমি ত মহারাজ আপনার হৃদয়গত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী— আপনার মহৎ-হৃদয়ের কোথায় কি রত্ন লুকান আছে, আমারত কিছুই অবিদিত নেই—তথাপি সময়ে সময়ে মনে হয়, মহারাজ বুঝি প্রতাপ সম্বন্ধে এতটুকু একটু অভিপ্রায় আমার কাছেও গোপন ক'রে রে'খেছেন!

বসন্ত। দেখ ছোটরাণী! তবে বলি শোন। এ ভালবাসায় আমার একটু স্বার্থ আছে। যথার্থই ছোটরাণী! এতকাল তোমারও

কাছে একটী কথা গোপন ক'রে আস্‌ছি। সেটী কি বলি শোন। আমরা বংশানুক্রমিক রাজা নই। আমাদের দুই ভাই হ'তেই এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তাই আবার শত্রু জয় ক'রে আমরা এ রাজ্য লাভ করিনি। পেয়েছি—নবাব-দপ্তরে চাকরী কর্‌বার পুরস্কার স্বরূপ।' অর্থে রাজ্যক্রয়, সামর্থ্যে নয়। আমায় সোণার রাজ্য—স্বর্গ-তুল্য যশোর। কিন্তু ছোটরাণী! এমন রাজ্য প্রাপ্ত হ'য়েও আমার মনে সুখ নেই। 'কি ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, কি ক'রে বংশানুক্রমিক এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি আমি অস্থির। রাজ্য উপার্জ্জন ক'রেছি, কিন্তু রক্ষা কর্‌বার উপায় জানি না। চিরকাল লেখাপড়া ক'রে কাল কাটিয়েছি; দপ্তরখানায় ব'সে কেবল হিসেব নিকেশ ক'রে এসেছি। শত্রু এসে রাজ্য আক্রমণ ক'র্‌লে, কি ক'রে তার গতি রোধ ক'র্‌তে হয়, তা ত জানি না। যে আমার যশোর রক্ষা ক'র্‌তে পারে, সে যদি এতটুকু বালকও হয় ছোটরাণী, সেও আমার দেবতা। এ মহৎ কার্য্য ক'র্‌তে পারে শুধু প্রতাপ। এখন বল দেখি ছোটরাণী, প্রতাপ আমার কে?

ছোটরাণী। যদি কোষ্ঠীর ফল মিথ্যা হয়?

বসন্ত। যদি মিথ্যা না হয়—যদি প্রতাপ পিতৃঘাতী হয়! যদিই প্রতাপ হ'তে মহারাজার অনিষ্ট হয়, আমার জীবননাশ হয়—এমন কি আমার বংশ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়, তথাপি প্রতাপ থাক্‌লে একটী সামগ্রী—আমার একটী গর্ব্বের সামগ্রী অটুট থা'ক্‌বে। সেটী এই বসন্ত রায়-প্রতিষ্ঠিত যশোর। সমস্ত ভোলবার জন্যে আমি বৈষ্ণব-চূড়ামণি গোবিন্দ দাসের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিলুম। সেই গোবিন্দ আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! কেন গেছেন? মহাপুরুষ বুঝ্‌লেন—বসন্ত রায় চেষ্টা ক'র্‌লে সব ভুল্‌তে পারে, তোমার মতন

স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য—সব ভুল্‌তে পারে, কিন্তু যশোরকে ভুল্‌তে পারে না। রাণী! ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পূর্ণ বিশাল অরণ্যের ভিতর থেকে গগনস্পর্শী অট্টালিকা সকল মাথায় ক'রে আমার সাধের অমরাবতী জেগে উঠেছে। স্বর্গ প্রলোভনেও আমি সে যশোরকে ভুল্‌তে পার্‌লুম না!

ছোটরাণী। তা আপনার কীর্ত্তি বজায় রাখ্‌তে একমাত্র যোগ্য প্রতাপ।

বসন্ত। একমাত্র প্রতাপ-আদিত্য। রাণী! সেই প্রতাপের মঙ্গল কামনা কর।

ছোটরাণী। তাকি না করি মহারাজ! মা হ'য়ে সন্তানেরই মুখ চাই, দুর্ব্বলহৃদয়া রমণী—মাঝে মাঝে স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, প্রতাপের অমঙ্গল কমনা একটী দিনের জন্যেও আমার মনে উদয় হয় নি।

বসন্ত। তাকি আমি বুঝ্‌তে পারি না ছোটরাণী! বসন্ত রায় কি একটা অযোগ্য আধারেই এ হৃদয় ন্যস্ত ক'রেছে!

ছোটরাণী। তবে কি জানেন মহারাজ! সন্তানগুলোর জন্যে একটু ভাবনা হয়। প্রতাপ কি তা'দের স্নেহচক্ষে দেখ্‌বে?

বসন্ত। নীচ ঈর্ষা-দ্বেষ প্রতাপ-হৃদয়ে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে না। মুখে ভালবাসা জানিয়ে প্রতাপ অন্তরে ঘৃণা পোষণ করে না। নইলে তা'কে এত ভালবাস্‌তেম না।

ছোটরাণী। তা হ'লেই হ'ল! কি জানেন মহারাজ! সন্তান ত! দশ মাস দশ দিন গর্ভে ত ধারণ ক'রেছি।

বসন্ত। কিছু ভয় নেই। যাক্, প্রতাপের যাত্রার আয়োজন এই বেলা থেকে ক'রে রাখ।

ছোটরাণী। আগ্রা যাত্রার দিনস্থির ক'র্‌লেন কবে?

বসন্ত। কবে আর কি! কালই শুভদিন। আজ রাত্রি প্রভাতেই কুমার আগ্রা যাত্রা ক'র্‌বে। আমার একান্তই ইচ্ছা নয়, তাকে এই অল্প বয়সে আগ্রায় পাঠাই। বাদশার সহর—নানা প্রলোভন। কি ক'রব—দাদার জেদ। আমিও এদিকে প্রতাপের হাতে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তমনে হরি-স্মরণে নিযুক্ত ছিলুম। দাদা তাতেও বাদ সাধ্‌লেন। আবার গঙ্গাজল কোষমুক্ত ক'রে দিন কতক রাজ্য পরিদর্শন ক'রে ঘুর্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি। যাক্—আর কি ক'র্‌ব? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মহারাজ, বড় রাজা আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন।

বসন্ত। চল যাচ্ছি। তা হ'লে রাণী! মাঙ্গলিক কর্ম্মের ব্যবস্থা কর। [প্রস্থান।

ছোটরাণী। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থানোদ্যোগ)

(ভবানন্দ ও গোবিন্দের প্রবেশ)

ভবা। (গোবিন্দকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। হাঁ মা! দাদার আগ্রা যাওয়া ঠিক হ'ল?

ছোটরাণী। হ'ল বই কি!

গোবিন্দ। কোন্ পথে যাবে?

ছোটরাণী। তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব?

গোবিন্দ। পথের মাঝখানে সে কাজটা—সেটাও ঠিক হ'য়ে গেল?

ছোটরাণী। কোন্ কাজ?

গোবিন্দ। আঃ! আশে পাশে শত্রুর লোক কাণ খাড়া ক'রে র'য়েছে। সে কথা কি আর পাড়া জানিয়ে ব'লব? যাক্—তা সে কাজে যাবে কে? ভাল রকম খেলোয়াড় না হ'লেত পারবে না। আর এক আধ জনের ত কর্ম্ম নয়।

ছোটরাণী। এ সব কি ব'লছ গোবিন্দ! মনে মনে দুরভিসন্ধি আঁটছ? মনে ক'রেছো তোমার বাপ মা তোমার মতন নীচাশয়?

গোবিন্দ। তা হ'লে দাদা বুঝি আগ্রা সহরে বেড়াতে যাচ্ছে?

ছোটরাণী। তা নয়ত কি?

গোবিন্দ। ও হরি! দাদা চ'ললো আমোদ ক'রতে!

ছোটরাণী। আমোদ ক'রতে নয় রে মূর্খ! বাদশার সঙ্গে পরিচিত হ'তে।

গোবিন্দ। তা হ'লেই হ'ল। দাদা আমোদ ক'রতে আগ্রা চ'ললো. আর আমরা মালা ঠুকতে ঘরে প'ড়ে রইলুম!

ছোটরাণী। যাবার যোগ্য হ'লে তুমিও যেতে পারবে।

গোবিন্দ। ও হরি! তাই এত ফিসির ফিসির! আমি মনে ক'রেছি, কাজ হাসিল করবার পরামর্শ হ'চ্ছে।

ছোটরাণী। ষাট - ষাট! ছি ছি—অমন পাপচিন্তা মনের কোণেও স্থান দিওনা। কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি তোমাকে এ পরামর্শ দিচ্ছে?

ভবা। দোহাই রাণীমা! আমি নই।

ছোটরাণী। ছি ব্রাহ্মণ! প্রতাপ না তোমায় ভালবাসে?

ভবা। বেঁচে আছি মা—তাঁর ভালবাসার জোরেই বেঁচে আছি।

ছোটরাণী। মনে কখনও এমন পাপচিন্তা স্থান দিও না।

ভবা। দোহাই রাণীমা! আপনাদের আশ্রয়ে এসে অবধি, আমি চিন্তা করাই ছেড়ে দিয়েছি, তা পাপই বা কি আর পুণ্যই বা কি?

নাও, রাজকুমার চ'লে আসুন। ছি! একি—কথা!—একি—কথা!— [সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

রাজবাটী।

বিক্রম ও শঙ্কর।

বিক্রম। হাঁ ঠাকুর! তোমার নাম কি?

শঙ্কর। শ্রীশঙ্কর দেবশর্ম্মা—উপাধি চক্রবর্ত্তী।

বিক্রম। বাড়ী কোথা?

শঙ্কর। প্রসাদপুর।

বিক্রম। কোন্ জেলা?

শঙ্কর। নদে।

বিক্রম। য়ঁ্যা! নদের লোক হ'য়ে তুমি কি না খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছ! যে দেশে রঘুনন্দনের জন্ম, চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম, সে দেশের লোক হ'য়ে কি না তুমি লেখা পড়া শিখ্‌লে না! ছ্যা ছ্যা! যে রকম চালাক্ চতুর দেখ্‌ছি, পড়া শুনো ক'র্‌লে এত দিনে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হ'য়ে প'ড়্‌তে।

শঙ্কর। ভাল পড়াশোনা কর্‌বার অবকাশ পাইনি।

বিক্রম। তা পাবে কখন! ও খোঁচা হাতে দেখ্‌লে মা সরস্বতী আস্‌বেন কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে, শুধু সন্ধ্যে আহ্নিক, পূজো আচ্ছা, শাস্ত্র চর্চ্চা ক'র্‌বে! লোকে দেখ্‌লে ভক্তি ক'র্‌বে! তোমাদের কি দানবী বিদ্যা শোভা পায়! ভাল, পারসী দপ্তরের লেখা পড়া জান?

শঙ্কর। সামান্য।

বিক্রম। বস্! তবে আর কি! ওই সামান্যতেই মেদিনী কেঁপে যাবে। ওই কলম আর মাথা—এই দুই নিয়েই বাঙ্গালীর গৌরব। কাগজে সামান্য গোটা দুই অাঁচড় টান্‌তে শিখেছিলুম, তার ফলে একটা রাজ্যকে রাজাই লাভ হ'য়ে গেল। তোমার খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখ্‌লে কি আর এ সব হ'ত? মোগলের কাছে মামদোবাজী কি ঢাল তলোয়ারে চলে? বাপ! এক একটার চেহারা কি! তা'দের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কি টিংটিঙে ভেতো বাঙ্গালীর কাজ!—ও সব দুর্ব্বুদ্ধি ছেড়ে দাও। দিয়ে কলম ধর। আজ কলম ধ'রে বাঙ্গালী এত বড়। দায়ুদ খাঁ লড়ায়ে হেরে গেল—মোগল এসে গৌড় দখল ক'রে ব'স্‌ল। যিনি যিনি তোমার মতন খোঁচাখুঁচি বিদ্যে শিখেছিলেন, সব একেবারে মোগল মিয়াদের হাতে খচাখচ। আর আমার কি হ'ল! আমি আপনার তেজে একটা জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে—সেখানে ব'সে, গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিলুম।

শঙ্কর। কাকে দেখছিলেন?

বিক্রম। মোগল মিয়াদের—আবার কাকে? সমস্ত মুল্লুকটাই দেখ ছিলুম। মিয়ারা বাঙ্গালা দখল ক'রে কি করে, তাই দেখ্‌ছিলুম। হীরে জহরাৎ, বাগান বাড়ীতে ত আর মুলুক হয় না। আর কতকগুলো সেপাই পল্টন চমকি মেরে ঘুরে ম'লেও মুলুক হয় না। মুলুক হয় এই কাগজে। দেশ লুটপাট করা হচ্ছে এক—আর রাজ্য জয় ক'রে ভোগ দখল, সে আর এক। তাতে কাগজ চাই—হিসেব নিকেশের মাথা চাই। বাঙ্গালা মুলুক রেখে আস্‌ছে বাঙ্গালী। এক দিন এক জোট হ'য়ে বাঙ্গালী কলম ছাড়ুক দেখি, অমনি মিয়া সাহেবদের বাঙ্গালা ভুস ক'রে দরিয়ায় বুড়ে যাবে। রাজা টোডরমল এক জন

হিসেব নিকেশি বুদ্ধিমান্ লোক। সে বাঙ্গালা দখল ক'রে দেখ্‌লে সব আছে, কেবল মুণ্ডুক নেই। কাগজপত্র সব আমার হাতে। তখন নিজে খুঁজে খুঁজে সেই জঙ্গলে এসে আমাকে খোসামোদ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল—বুঝেছ ? নিয়ে দেওয়ানীখানায় বসিয়ে খাতির দেখে কে ? তারপর দেখ কলমের খোঁচ মার্‌তে শিখে কি না পেয়েছি ! ও সব পাগ্‌লামী ছাড়। বাঙ্গালীর ছেলে, শুধু মাথা নিয়ে সংসারে এসেছ। খোঁচাখুঁচি ছেড়ে মাথা খেলাও।

শঙ্কর। যে আজ্ঞে, এবার থেকে মাথাই খেলাব।

বিক্রম। হাঁ মাথা খেলাও, তুমিও আমার মতন রাজ্য ক'র্‌তে পার্‌বে। আগ্রা যাও, দিল্লী যাও, জয়পুর, কাশ্মীর, নাগপুর যাও, গিয়ে দেখ—এক একটা রাজার সিংহাসনের পাশে এক একটা শিড়িঙ্গে বাঙ্গালী ব'সে আছে। খাতির কত ! রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে হাত ধ'রে বসায়। শুধু মাথা আর কলম। বাঙ্গালীর কলমের একটী খোঁচায় রাজ্যশুদ্ধ লোপাট। বাঙ্গালীশক্তি জগতে দুর্ল্লভ। কলম চালাও, মাথা খেলাও, এমন কত যশোর তোমার পায়ে গড়াগড়ি খাবে।

শঙ্কর। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য।

বিক্রম। তোমার বাপ-মা আছে ?

শঙ্কর। আজ্ঞে—না।

বিক্রম। স্ত্রী পুত্র ?

শঙ্কর। সংসারে একমাত্র স্ত্রী আছে।

বিক্রম। তাঁকে কার কাছে রেখে এসেছো ?

শঙ্কর। ভগবানের কাছে।

বিক্রম। আঃ ! দুর্ব্বুদ্ধি ! বৌমা ঠাক্‌রুণকে বাড়ীতে একলা ফেলে

পালিয়ে এসেছ! (বসন্তের প্রবেশ) ও বসন্ত! এ পাগলা ঠাকুরের ব্যাপার শুনেছ?

বসন্ত। কি ক'রেছেন ঠাকুর?

বিক্রম। ক'র্‌বেন আর কি! ব্রাহ্মণকন্যাকে একলা বাড়ীতে ফেলে উনি যশোরে পালিয়ে এসেছেন। বা! বা! ছেলে বুদ্ধি আর কাকে বলে! শিগ্‌গির লোক নাও, লস্কর নাও, মাকে আন্‌তে পাঠাও।

বসন্ত। তাইত! এমন কাজ ক'র্‌লেন কেন?

শঙ্কর। কি ব'লব মহারাজ,—অদৃষ্ট।

বিক্রম। বসন্ত! বুঝতে পার্‌ছি, এ ছোক্‌রা হ'তে হ'বে না। তুমি লোক পাঠাও। ঘর দাও, জমি দাও। আর দেখ, ঠাকুরকে দপ্তরখানায় একটা কাজ দাও। এখন না পারে, তুমি নিজে হাতে কলমে শিখিয়ে দাও। কেমন বাবাজী! বৌমাকে আন্‌তে লোক পাঠাই?

শঙ্কর। সে আস্‌বে না।

বসন্ত। বেশ—আপনি যান।

শঙ্কর। আমি যাব না।

বিক্রম। বস্! দুর্গা দুর্গম হরে!

বসন্ত। কেন—যাবেন না কেন?

বিক্রম। তাইত বলি, বাবাজীর আমার পাগল পাগল ভাব কেন! বাবাজী আমার বৌমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছেন। আঃ! ও ঝগড়া ঘর ক'র্‌তে গেলে হ'য়েই থাকে। কিন্তু সে কতক্ষণ? মাতে কি আর মা আছেন! এতদিন তোমার অদর্শনে তাঁর রাগ কোথায় গেছে তার কি আর ঠিক আছে! গিয়ে দেখগে, বাড়ীতে তাঁর এত দিনে নদী

হ'য়ে গেল। ভাল বসন্ত! তুমি নিজেই না হয় মা লক্ষ্মীকে আন্‌বার ব্যবস্থা কর।

শঙ্কর। মহরাজ! আপনারা যা'কেই পাঠান, আমি না গেলে সে আস্‌বে না।

বিক্রম। তা হ'লে তুমিই যাও। কিসের অভিমান? কার ওপর অভিমান? স্ত্রী—সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্মকর্ম্মে, যাগ-যজ্ঞে একমাত্র সঙ্গী—তার ওপর অভিমান ক'র্‌লে সংসার চ'ল্‌বে কেন? সুখ পাবে কেন? কাজে হাত আস্‌বে কেন? খেতে রুচি হবে কেন? কাছে ব'সে এটা নয় সেটা, সেটা নয় এটা, জেদ ক'রে খাওয়াবে কে? যাও বাবা! মাকে আমার নিয়ে এস। যশোর পবিত্র হোক।

শঙ্কর। মহারাজের অনুমতি, আমি আর না ব'ল্‌তে পারি না। তা হ'লে আগ্রা যাবার পথে হ'য়ে যাব। আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে অমনি রাজকুমারের সঙ্গে আগ্রা চ'লে যাব।

বিক্রম। উঁ! তুমিও আগ্রা যাবে?

বসন্ত। নইলে কার সঙ্গে প্রতাপকে আগ্রা পাঠাব! ভগবান্ তাকে সঙ্গী দিয়েছেন।

বিক্রম। বটে! তাই তুমি বৌমাকে আন্‌তে নারাজ!

শঙ্কর। মহারাজ! দশ বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ। এ বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন গ্রামের বাইরে পা দিইনি। বড় যাতনায় চ'লে এসেছি। মহারাজ! অত্যাচার দেখা সইতে না পেরে, স্ত্রীকে একলা ফেলে আপনাদের আশ্রয় ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছি। আশ্রয় পেয়েছি, আদর পেয়েছি। দোহাই মহারাজ! আর আপনারা আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না।

বিক্রম। বস্ বস্!—বসন্ত! মাকে আনাবার ব্যবস্থা কর।

(প্রতাপের প্রবেশ)

শঙ্কর! প্রতাপকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'র্‌লুম। সঙ্গে রেখে সুবুদ্ধি প্রদান কর—সুবুদ্ধি প্রদান কর। তারা শিবসুন্দরি!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশোহর—অলিন্দ।

কাত্যায়নী ও প্রতাপ।

কাত্যা। শুন্‌লুম, আপনি নাকি দাসীকে ফেলে আগ্রা যাচ্ছেন?

প্রতাপ। এইতেই বোঝ, কিরূপ প্রাণ নিয়ে আমি যশোর পরিত্যাগ ক'র্‌ছি।

কাত্যা। এমন অসময়ে দূর দেশে যাবার প্রয়োজন?

প্রতাপ। ছোটরাজার ইচ্ছা হ'য়েছে, আমায় যেতেই হ'বে, তাতে প্রয়োজন অপ্রয়োজন নেই?

কাত্যা। পিতারও কি মত?

প্রতাপ। পিতা ত ছোটরাজার হাতের খেলার পুতুল! তাঁর আবার মতামত কি?

কাত্যা। কবে যাওয়া হ'বে?

প্রতাপ। কবে কি! আজ—এখনি! বিদায় নিতে এসেছি।

কাত্যা। সত্যি কথা! না রহস্য?

প্রতাপ। এরূপ গুরুতর কথায় তোমার সঙ্গে রহস্যের প্রয়োজন!

কাত্যা। তবে শেষ মুহূর্ত্তে জানিয়ে, দেখা দিয়ে, এ অভাগিনীকে মর্ম্মবেদনা দেবার কি প্রয়োজন ছিল?

প্রতাপ। ব'ল্‌বার অবকাশ পেলেম কই!—কথা হ'য়েছে কাল, চ'লেছি আজ!—অন্য রমণীর মত স্বামী বিচ্ছেদে কাঁদ্‌তে তোমায় ঘরে আনিনি। এনেছি আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্থান অধিকার ক'রে কার্য্য ক'র্‌তে। এখন তোমাকে কি ব'ল্‌তে এসেছি শোন। তুমি সহধর্ম্মিণী, পরামর্শে মন্ত্রী, বিষাদে সান্ত্বনা, চিন্তায় অংশভাগিনী। তোমাকে কিছু গোপন করার আমার অধিকার নেই। আগ্রা আমাকে যেতেই হবে। শুন্‌লুম আমাকে জ্ঞানলাভের জন্যে কিছুকাল সেখানে থাক্‌তেও হবে। তবে সেখানে গিয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করি আর নাই করি, যাবার পূর্ব্বে এই যশোরেই আমি অনেক শিক্ষা লাভ ক'র্‌লুম। বুঝ্‌লুম কপট-ভালবাসায় গা ঢেলে এত কাল আমি নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝ্‌তে পারিনি। বুঝ্‌তে পারিনি—রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস ক'রেও আমি দীন হ'তে দীন। আজ আমি পিতৃসত্ত্বেও পিতৃ-হীন। মায়াময়ী প্রেমময়ী ভার্য্যা, পিতৃবৎসল পুত্র, স্নেহের পুতুলি কন্যা—এমন অপূর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হ'য়েও আমি উদাসী, গৃহশূন্য, আশ্রয়শূন্য, নিত্য পরনির্ভর সন্ন্যাসী—খুল্লতাতের এক কথায় আমি মাতৃভূমি পরিত্যাগ ক'রবো, তোমাদের ত্যাগ ক'র্‌বো—কোন অপরিচিত আকাশের তলদেশে, কোন অপরিচিত পরগৃহে নিজের অদৃষ্টকে রক্ষা ক'র্‌বো। শুধু চিন্তা—বিরহ-সহচরী চিন্তা। আমাকে আশ্বস্ত ক'র্‌তে আমি, পীড়ন ক'র্‌তে আমি—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঞ্চিত, দিনে দিনে পুঞ্জীকৃত, সাগরতুল্য গভীর, ধরণীতুল্য দুর্ভর চিন্তা—কেবল চিন্তা।

কাত্যা। আমি কেন ছোটরাজার পায়ে ধ'রে তোমাকে যশোরে রাখার অনুমতি ভিক্ষা করি না?

প্রতাপ। ভিক্ষা!—ছি!—প্রতাপের প্রাণময়ী তুমি—তার গর্ব্বিত হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। তোমার ভিক্ষা। সে যে আমার। ভিক্ষা কি আমিই ক'রতে পারতুম্ না?

কাত্যা। তা হ'লে কি হ'বে! কেমন ক'রে তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব! যখন বুঝ্‌তে পারছি—প্রভু আমার ছলে নির্ব্বাসিত, তখন এ কণ্টকময় স্থানে পুত্র-কন্যা ল'য়েই বা কেমন ক'রে বাস ক'র্‌ব?

প্রতাপ। যেমন ক'রে হ'ক থাক্‌তেই হ'বে। তুমি নিশ্চত জেনে রাখ, আমি আগ্রা থেকে ফির্‌ব। কিন্তু এমন মূর্ত্তিতে ফির্‌ব না। এই রাজপরিচ্ছদের আবরণে পরমুখাপেক্ষী দাসমূর্ত্তি ল'য়ে আমি আর যশোরে পদার্পণ ক'রব না। তুমি পুত্র কন্যা ল'য়ে অতি সাবধানে দিন যাপন ক'রো। যতদিন না ফিরি, ততদিন পর্য্যন্ত বিন্দুমতীকে শ্বশুরালয়ে পাঠিও না। উদয়াদিত্যকে একদণ্ডের জন্যেও কাছ ছাড়া ক'রো না। সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখবে। আমি বসন্ত রায়ের বংশের এক প্রাণীকেও আর বিশ্বাস করি না।

(উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

উদয়। বাবা! আপনি নাকি আগ্রা যাবেন?

প্রতাপ। কে তোমাকে ব'ল্‌লে?

উদয়। রাঘব কাকার কাছে শুন্‌লুম।

বিন্দু। আগ্রা যা'বে! আগ্রা কি বাবা?

প্রতাপ। আগ্রা একটা সহর।

বিন্দু। সহর! তা এওত আমাদের সহর। সহর ছেড়ে সহরে কেন যা'বে বাবা?

প্রতাপ। দরকারে যাব মা! যতদিন না ফিরি, ততদিন তোমরা সর্ব্বদা তোমাদের মায়ের কাছে থাক্‌বে। দেখ উদয়! তোমার কাকাদের সঙ্গে বড় বেশী মিশোনা। তোমার ছোট্টদাদার কাছেও ঘন ঘন যাবার প্রয়োজন নেই।

কাত্যা। ছোটরাজা কি বুঝেছেন যে, আপনি তাঁর ওপর সন্দেহ ক'রেছেন?

প্রতাপ। না, তা বুঝ্‌তে দিইনি। সহজে বুঝ্‌তে দেবও না। আমি আমার কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী ক'র্‌ব কেন?

উদয়। আমরা না'গেলে যদি আপনার ওপর সন্দেহ করেন?

প্রতাপ। কি ব'ল্‌লে উদয়াদিত্য? নিরুত্তর কেন? আবার বল। বুঝ্‌তে পেরেছ? বেশ—বড় সন্তুষ্ট হ'লুম। তা হ'লে তোমাকেই বলি। সন্দেহ করেন,—নিরুপায়। তথাপি তোমাদের ত জীবনরক্ষা হ'বে!

উদয়। আমার তুচ্ছ জীবনের জন্যে আপনার মহচ্চরিত্রে অন্যের সন্দেহ আস্‌বে!

প্রতাপ। তোমার কথায় আজ পরম পরিতুষ্ট হ'লুম। এমন হৃদয়বান্ পুত্র তুমি, তোমাকে আর আমি কি উপদেশ দেব। ভগবানের ওপর আত্মনির্ভর ক'রে কার্য্য ক'রো। —ঈশ্বর! আমার প্রাণের পুতুলি—আমার জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নের জ্যোতি—অঙ্গের প্রাণোন্মাদকর স্পর্শসুখ—হৃদয়ের আবেশময়ী তৃপ্তি—সমস্ত, সমস্ত, তোমার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম। বিদলিত করাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, নিজে ক'রো। তোমার রচিত এ উদ্যান-কুসুম তোমার চরণরেণু স্পর্শে চিরসৌরভময় হ'য়ে থাকুক। দেখো দয়াময়! যেন এ সোণার বর্ণে পিশাচহস্ত রঞ্জিত না হয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যশোহরের উপকণ্ঠ।

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দ। যাক্—আর কেন? প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। যশোর ত্যাগ ক'র্‌তে যখন আমি আদিষ্ট, তখন আর যশোরের মায়া কেন? যশোর! সুন্দর যশোর! যশোরে অবস্থান ক'রেই আমি শান্তি পেয়েছি। মা আমাকে গোবিন্দের কৃপালাভের আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন! আহা! কি দেখ্‌লুম, মায়ের সে মধুর মূর্ত্তির ছায়া, এখনও যে আমার সমস্ত হৃদয়টাকে আবৃত ক'রে রেখেছে! তার মায়া কেমন ক'রে ত্যাগ কবি! মায়া, মায়া—বিষম মায়া! জন্মভূমির প্রেমে আমি এমন আকৃষ্ট যে, প্রান্তদেশে এসেও যেতে যেতে, যেতে পাচ্ছি না। তবু চ'লে এসেছি. এক পা এক পা ক'রে এতদূর অগ্রসর হ'য়েছি। কিন্তু শেষে এসে আমার এত দুর্ব্বলতা কেন? আর আমার পা চ'ল্‌ছে না কেন? যশোরকে ফিরে দেখ্‌তে এত সাধ কেন? যাব বৃন্দাবনে, ব্রজের রজে গড়াগড়ি খাব, প্রভুর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মেখে জীবন সার্থক ক'র্‌ব—হা হতভাগ্য মন! এমন প্রলোভনেও তুমি আকৃষ্ট হ'চ্ছ না! কেন? এখানে কি আছে? যশোরের ভিক্ষালব্ধ অন্ন কি এতই মধুর! জন্মভূমির লবণাক্ত জলেও কি এত মাদকতা! জন্মভূমির শ্যামতরুছায়া কি এতই শীতল!

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। যথার্থ ব'লেছ গোবিন্দ! জন্মভূমির কি এতই মায়া! জন্মভূমির কোলে কি এত কোমলতা! কোন্ বৈকুণ্ঠের কোন্ শিরীষ

কুসুমে এ শয্যা বিরচিত গোবিন্দ! যে—কমলালয়ার হৃদয়-আসন ত্যাগ ক'রে, ঠাকুর আমার মাঝে মাঝে এই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে আসেন! ব'ল্‌তে পার গোবিন্দ? মায়ের বুকে একটা কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে, সে কুশাঙ্কুর শত বজ্রের বলে কেমন ক'রে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে! গোবিন্দ! গোবিন্দ! মায়ের নামে বুঝি ব্রজের বাঁশীর সকল সুরই মাখান আছে! নইলে, সংসারত্যাগী হরিপদাশ্রয়ী তোমার পর্য্যন্ত এমন চাঞ্চল্য কেন?

গোবিন্দ। আবার এলি মা! দেখা দিলি! এত করুণা!—কিন্তু করুণাময়ি! আর কেন আমাকে লজ্জা দাও! এই ত যশোর ছেড়ে চ'লেছি মা! এক পা এক পা ক'রে এই ত যশোরের শেষ সীমায় পা দিয়েছি। এখনও কি আমাকে অবিশ্বাস কর?

বিজয়া। তোমাকে নয় বাপ্! অবিশ্বাস করি আমাকে! সাধু-সঙ্গ—অমরাবতীর বিনিময়েও যা পাওয়া যায় না, এমন মহামূল্য ধনের প্রলোভন,—চোখের সামনে, হাতের সন্নিধানে, বহুক্ষণ কাছে থাক্‌লে কি ছাড়্‌তে পার্‌ব?

গোবিন্দ। এ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কি এতই তৃপ্তি পেলি মা!

বিজয়া। কি করি বাপ্! উপায়ান্তর নাই। পদে পদে যেখানে নারীর অমর্য্যাদা, যে দেশের কাপুরুষ সে অমর্য্যাদা দেখে শুধু চীৎকার ক'র্‌তে জানে, অন্য প্রতীকার জানে না, সেখানে অবলা মর্য্যাদা রক্ষার ভার নিজে না গ্রহণ ক'র্‌লে ক'র্‌বে কে?

গোবিন্দ। বেশ—তবে দাঁড়া। দেখ্‌তে বুঝি বড় সাধ হ'য়েছিল, তাই দেখা দিলি। কিন্তু তুই আজ রণরঙ্গিণী!—হাতের বাঁশী অসি ক'রে, বনমালায় মুণ্ডমালা প'রে মা আমার কপালিনী!

গীত।

যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করাল-বদনী শ্যামা॥
গগনে বেলা বাড়িত,
রাণী কেঁদে আকুল হ'ত,
একবার তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে নাচ দেখি মা॥
বাজে তাথেইয়া তাথেইয়া—
থিয়া থিয়া থিয়া বাজিত নূপুর ধ্বনি,
সে বেশ লুকালি কোথা করাল-বদনী।
শ্রীদামাদি সঙ্গে, নাচিতিস্ মা রঙ্গে,
চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
অসি ছেড়ে বাঁশী নিয়ে একবার নাচ দেখি মা;
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে একবার নাচ দেখি মা;
মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা গলায় দিয়ে,
একবার নাচ দেখি মা;
করাল-বদনী শ্যামা॥

[প্রস্থান।

বিজয়া। যাক্—এইবারে আমি নিশ্চিন্ত। গোবিন্দের হরি-সঙ্কীর্ত্তনে একবার গা ঢল্‌লে আর কি প্রতাপ হ'তে অত্যাচারের প্রতীকার হ'ত! শান্তিময় বৈষ্ণব-সঙ্গে প'ড়লে আর কি প্রতাপ রাজদণ্ড হাতে ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ত! প্রতাপ যদি না জাগ্রত হয়, তা হ'লে সতীর সতীত্ব কে রাখ্‌বে? ফিরিঙ্গীদের হাত থেকে অপহৃত বালিকাদের কে উদ্ধার ক'র্‌বে? দস্যুর আক্রমণ থেকে নিরীহ বালক প্রজাকে রক্ষা ক'রে, কে তাদের মুখের গ্রাস নিশ্চিন্ত মনে মুখে তুল্‌তে

দেবে? সে এক প্রতাপ। সে প্রতাপের হাতের অসির ঝঙ্কার—মহাকালীর মূলমন্ত্র—দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করুক। সে প্রতাপের মুখের অভয়বাণী বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হৃদয়ে মহাশক্তি সঞ্চার করুক। অসহ্য—অসহ্য!—আর দেখ্‌তে পারি না—জন্মভূমির শ্যামল বক্ষে দিন দিন গভীর শেলাঘাত আমি আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না। মা করাল-বদনে! দুর্ব্বল-রক্ষণে দানব-দলনে চিরপ্রসারিত দশহস্ত কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ মা! একবার দেখা। যে করে মহিষাসুরের প্রকাণ্ড মস্তক শৈলসম অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রেছিলি, সে বাহু একবার দেখা। প্রচণ্ড মাতৃপীড়ক যে বাহুর শেলাঘাতে নির্ভিন্নহৃদয় হ'য়ে রক্ত বমন ক'রেছে, সে বাহু একবার দেখা।—আয় মা! জটাজূটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দু-কৃতশেখরা লোচনত্রয়সংযুক্তা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা—আয় মা! প্রসন্নবদনা দৈত্যদানবদর্পহা, শত্রুক্ষয়করী সর্ব্বকামপ্রদায়িনী—আয় মা! উগ্রচণ্ডে প্রচণ্ডে প্রচণ্ডবলহারিণী নারায়ণী—একবার আয় মা!

গীত।

এস ফিরে এস ফিরে এস গো।
একবার পূর্ব্বাকাশে মধুর হাসি হাস গো॥
এসেছিলে শুনি কাণে,
কবে হায় কেবা জানে,
কদাচ কখন গানে ভাস গো।
বহু দিন গেছে প্রাণ,
বঙ্গে শক্তি অবসান,
কেমনে হ'বে মা তোর আবাহন গান;
তথাপি শঙ্করী এস,
ভয় হৃদয়ে বস,
তুমি যে শ্মশান ভালবাস গো॥

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। মা !—আরতির সময় উপস্থিত।

বিজয়া। সুন্দর !

সুন্দর। কেন মা !

বিজয়া। ওই দূরে একখানা ধবধবে পা'ল দেখা যাচ্ছে না ?

সুন্দর। হাঁ মা ! একখানা বজ্‌রা।

বিজয়া। বজ্‌রা ! কার বজ্‌রা ?

সুন্দর। রাজা বসন্ত রায়ের। একখানা বজ্‌রা নয় মা ! আরও অনেক বজ্‌রা ওই সঙ্গে ছিল। রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য আগ্রা যাচ্ছেন। রাজা তাঁকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। তেহাটার মোহনা পর্য্যন্ত এসে রাজা ফিরে যাচ্ছেন। রাজকুমারের বজ্‌রা ভৈরব ছেড়ে খোড়েয় প'ড়েছে।

বিজয়া। আগ্রা যাবে, তা চূর্ণী দে না গিয়ে খোড়েয় প'ড়ল কেন ? একেবারে দু'দিনের ফের ! এমনটা ক'র্‌লে কেন ?

সুন্দর। কেন, তাত ব'ল্‌তে পার্‌লুম না মা !

বিজয়া। হুঁ !—তুমি প্রতাপকে দেখেছ ?

সুন্দর। আজ্ঞে মা !—দেখেছি।

বিজয়া। সঙ্গে কেউ আছে দেখেছ ?

সুন্দর। সঙ্গে অনেক লোক।

বিজয়া। তা নয়—সঙ্গী ?

সুন্দর। এক ব্রাহ্মণ।

বিজয়া। ভাল, সুন্দর ! চাকরী ক'র্‌বে ?

সুন্দর। এই ত মায়ের চাক্‌রী ক'র্‌ছি। আবার কার চাক্‌রী ক'র্‌ব মা!

বিজয়া। সেও মায়ের চাক্‌রী। সুন্দর! আমার ইচ্ছা—তুমি রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্যের কার্য্য কর। তা হ'লে আমারই কার্য্য করা হ'বে। যাও—যত শীঘ্র পার রাজকুমারের কাছে উপস্থিত হও।

সুন্দর। এখনি?

বিজয়া। শুভকার্য্যে বিলম্ব কর্‌বার প্রয়োজন কি?

সুন্দর। আমি গরীব, রাজার কাছে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব কেন মা!

বিজয়া। মায়ের নাম ক'রে শুভযাত্রা কর। মা-ই সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

সুন্দর। আমিত শুধু ছিপের হা'ল ধর্‌তে জানি। আর ত কোন কাজ জানি না মা!

বিজয়া। ছিপের হা'ল ধর্‌বে। যশোরের রাজকুমার—তার ঘরে কি একখানাও ছিপ নেই!"

সুন্দর। বেশ—তা হ'লে চ'ল্লুম। পায়ের ধূলা দাও।

বিজয়া। তোমার মঙ্গল হো'ক্। তবে দেখ—খোড়েয় থাক্‌তে প্রতাপকে ধ'রোনা। খোড়ে ছেড়ে ভাগীরথীতে পড়্‌লে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো। প্রতাপ স্থানের নাম ক'র্‌লে, ব'ল্‌বে যশোর। অধিকারীর নাম ক'র্‌লে, ব'ল্‌বে যশোরেশ্বরী। কিন্তু সাবধান! আর কিছু ব'লোনা। যশোরেশ্বরীর স্থান নির্দ্দেশ ক'রো না।

সুন্দর। যো হুকুম।

তৃতীয় দৃশ্য।

খোড়ে নদীতীর।

প্রতাপ ও শঙ্কর।

প্রতাপ। তুমি কি মনে কর—ছোটরাজার মুখেও যা, মনেও তাই?

শঙ্কর। আমার ত তাই বিশ্বাস।

প্রতাপ। তুমি সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মণ;— কায়স্থ-বুদ্ধিতে প্রবেশ করা তোমার সাধ্য কি? আমাকে আগ্রা পাঠাবার কি অভিপ্রায়, আমি ত সহস্র চেষ্টাতেও বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আগ্রায় গিয়ে আমি কি এত জ্ঞান লাভ ক'র্‌ব?

শঙ্কর। অবশ্য, আগ্রার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌লে, নানা দেশের ভাল মন্দ পাঁচজনের সঙ্গে মিশ্‌লে, কিছু জ্ঞানলাভ হ'বে বই কি।

প্রতাপ। পথে আস্‌তে আস্‌তে যা দেখ্‌লুম, তাতেও যদি জ্ঞানলাভ না হয়, ত সে জ্ঞান কি আগ্রা গেলে লাভ হবে? কি দেখ্‌লুম! জনাকীর্ণ নগর জঙ্গল হ'য়েছে। বড় বড় অট্টালিকা ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান। নদীতীরস্থ বাণিজ্যপ্রধান বড় বড় বন্দর জনশূন্য। দেবমন্দির বিধর্ম্মীদের আমোদ উপভোগের স্থান হ'য়েছে। এইরূপ বাসন্তী সন্ধ্যায় যে স্থানের আকাশ আনন্দের কলকলে পূর্ণ থাক্‌ত, সেখানে এখন শৃগালের বিকট চীৎকার। যার গৃহে অন্ন ছিল, যে প্রজা অর্থে সামর্থ্যে সচ্ছল ছিল, দেশের অরাজকতায়, তার গৃহেই এখন হাহাকার! দুর্ব্বলের সহায় হ'তে, সতীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে, নিরন্নের অন্নের ব্যবস্থা ক'র্‌তে—এ সব কাজের যদি একটাও সম্পন্ন ক'র্‌তে না পার্‌লুম, তখন রাজার পুত্র হ'য়েও আমি ক'র্‌লুম কি?

শঙ্কর। আমার বিশ্বাস, সদুদ্দেশ্যে ছোটরাজা আপনাকে আগ্রা পাঠাচ্ছেন।

প্রতাপ। হ'তে পারে! তুমি জান, আর তোমার ছোটরাজাই জানেন। কিন্তু আমি ত সদুদ্দেশ্যের বিন্দু বিসর্গও বুঝ্‌তে পারলুম না। তুমি যাই বল শঙ্কর, আমার ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। বড়রাজা ছোটরাজাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখেন। ছোটরাজা সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ ক'রেছেন। আমাকে যশোর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে নিজে শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টায় আছেন। আমাকে বঞ্চিত ক'রে যশোরে নিজের ছেলেদের প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

শঙ্কর। যথেষ্ট কারণ না পেয়ে, আগে থাক্‌তেই ছোটরাজার ওপর সন্দেহ করা আপনার ন্যায় শক্তিমানের কর্ত্তব্য নয়।

প্রতাপ। তবে আমি যশোর ছাড়্‌লুম কেন? দেশে যে সহস্র কার্য্য র'য়েছে। বিনিদ্র হ'য়ে প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য ক'রলে সমস্ত জীবনেও যে কার্য্য নিঃশেষিত হ'ত না! সে সব কিছু না ক'রে আমি আগ্রা চ'ল্লুম কেন? বুঝ্‌তে পারলে না শঙ্কর! ছোটরাজার যদি সদভিপ্রায়ই থাক্‌ত, তা হ'লে কি তিনি আমার হাত থেকে ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়ে তাতে হরিনামের মালা জড়িয়ে দেন।

শঙ্কর। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! ধার্ম্মিক স্বার্থশূন্য দেবহৃদয় বসন্ত রায় সম্বন্ধে প্রতাপের যদি এই ধারণা, তা হ'লে উপায়! তা হ'লে ত ভবিষ্যৎ ভাল বুঝ্‌ছি না। কি করি! প্রতাপের এ ধারণা দূর ক'রতে হ'লে পিতার চরিত্র পুত্রের কাছে প্রকাশ ক'রতে হয়। তাই বা কেমন ক'রে করি! কঠিন সমস্যা! বসন্ত রায়ের কাছে সে দিনের কথা গোপন রাখ্‌তে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।—রাজকুমার!

প্রতাপ। কি, বল!

শঙ্কর। আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে ?

প্রতাপ। যোগ্য হ'লে অবশ্য রাখ্‌ব।

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লেও রাখ্‌তে হ'বে। নিজ মুখে স্বীকার ক'রেছ,—তুমি দাসানুদাস। আর আমার বিশ্বাস—যশোর রাজ-কুমার প্রতাপ-আদিত্য কথা ব'লে আর প্রত্যাহার করে না।

প্রতাপ। বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি মনে ক'রেছ আমি খুল্লতাতের উপর ঈর্ষা পোষণ ক'র্‌ছি।

শঙ্কর। প্রতাপ-আদিত্যকে আমি এত হীন জ্ঞান করি না। তবে আমার অনুরোধ—যতদিন খুল্লতাত হ'তে তোমার জীবনের আশঙ্কা না কর, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যেক কার্য্য তোমার মঙ্গলের জন্যই বোধ ক'র্‌তে হ'বে। ছোটরাজা যেন কোনও ক্রমে তোমার ভিতরে ভক্তিহীনতার চিহ্ন দেখ্‌তে না পান।

প্রতাপ। না শঙ্কর! তা ক'র্‌ব না। তা কিছুতেই ক'র্‌ব না। তা ক'র্‌লে অবনত মস্তকে পিতৃব্য মহাশয়ের আদেশ পালন ক'র্‌তুম না। তাঁর এক কথায় আমি যশোর ছাড়্‌তুম না।

শঙ্কর। যুবরাজ! অমর্য্যাদা ক'রেছি, ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। অমর্য্যাদা! শঙ্কর, তোমার ঘৃণাও আমার মর্য্যাদা। আমি যে তোমায় ব্রাহ্মণ দেখি না শঙ্কর! সহোদর জ্ঞান করি।

শঙ্কর। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আপনিই বাঙ্গালা স্বাধীন কর্‌বার যোগ্যপাত্র। আশীর্ব্বাদ করি, স্বাধীন সার্ব্বভৌম মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের যশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হোক্।

প্রতাপ। তবে মাতৃভূমির কার্য্য ক'র্‌তে যদি ভক্তিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায় ?

শঙ্কর। সে ত আর আপনার হাত নয়। তা যদি হয়, তখন বুঝ্‌ব সেটা মহামায়ার ইচ্ছায়।

(সুন্দরের প্রবেশ)

প্রতাপ। এ আমরা কোথায় এসেছি, ব'ল্‌তে পার বাপু?

সুন্দর। যশোরে এসেছেন।

প্রতাপ। সে কি! যশোর যে আমরা দু'দিন ছেড়ে এসেছি।

সুন্দর। এইত যশোর।

শঙ্কর। আমি পথ ঘাট বড় চিনি না। কাজেই কোথায় এসেছি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

প্রতাপ। এ যশোর কা'র অধিকার?

সুন্দর। যশোর আবার ক'টা আছে! এইত এক যশোর।

প্রতাপ। ভাল, এ যশোর কা'র অধিকার?

সুন্দর। মা যশোরেশ্বরীর।

প্রতাপ। যশোরেশ্বরী!

সুন্দর। আপনারা কোন্ দেশের লোক? যশোরেশ্বরীর নাম জানেন না?

শঙ্কর। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না?

সুন্দর। হ'তে পারে। কিন্তু আজ আর হয় না। মায়ের মন্দির এখান থেকে বিশ ক্রোশ পথ তফাৎ।

শঙ্কর। মায়ের মন্দির!—বাড়ী বল।

সুন্দর। মন্দিরই ব'লুন, আর বাড়ীই ব'লুন। আমরা মূর্খ মানুষ, মন্দিরই ব'লে থাকি। দেখ্‌তে চান, আজ এখানে নঙ্গর ক'রে থাকুন।

প্রতাপ। না, তা হ'লে আজ আর নয়—ফিরে এসে। আমি আর এক মায়ের মন্দির দেখ্‌বার সঙ্কল্প ক'রে চ'লেছি।

শঙ্কর। প্রসাদপুর জান?

সুন্দর। জানি।

শঙ্কর। এখান থেকে কত দূর?

সুন্দর। বিশ ক্রোশ।

শঙ্কর। তা হ'লে ত আজ আর কোনও মতে হয় না মহারাজ!—আজত আর কোনও মতে প্রসাদপুর পৌঁছান যায় না।

প্রতাপ। বাড়ী থেকে প্রথম বেরিয়েই আমরা সঙ্কল্প রাখ্‌তে পার্‌লুম না। তা হ'লে কি আমাদের হ'তে কোনও কার্য্য হবার আশা রাখ?

শঙ্কর। কি ক'র্‌ব বলুন, পথে ঝড়ে প'ড়ে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। নইলে ত আজই প্রসাদপুরে পৌঁছিবার কথা।

প্রতাপ। আজ কি কোনও রকমে পৌঁছান যায় না?

শঙ্কর। পৌঁছিবার কোনও উপায় দেখি না।

সুন্দর। গোলামকে যদি হুকুম করেন, তা হ'লে দুপুরের পূর্ব্বেই পৌঁছে দিতে পারি।

প্রতাপ। পার?

সুন্দর। মা যদি মনে করেন, পথে যদি ঝড় ঝাপ্‌টা না হয়, তা হ'লে তার পূর্ব্বেও পারি।

প্রতাপ। তা যদি পার ভাই, তা হ'লে তুমি যা নিয়ে সন্তুষ্ট হও, তাই দিতে প্রস্তুত আছি।

সুন্দর। তা হ'লে কিন্তু হুজুরকে বজ্‌রা ছেড়ে গোলামের ছিপে উঠ্‌তে হ'বে।

প্রতাপ। বেশ, তাতে কি! তুমি ছিপ প্রস্তুত কর। শঙ্কর! তা হ'লে আর কেন, প্রস্তুত হও।

[সুন্দরের প্রস্থান।

শঙ্কর। ব্যস্ত হ'বেন না মহারাজ! ভাব্‌তে দিন।

প্রতাপ। আবার ভাবাভাবি কি? ভাব্‌তে হয় তুমি ভাব, আমি দুর্গা ব'লে রওনা হই। মায়ের প্রসাদ আমার অদৃষ্টে আছে, তুমি আট্‌কালে হ'বে কি?

শঙ্কর। ছিপে ত বেশী লোক ধ'রবে না। বড় জোর আপনি আর আমি।

প্রতাপ। ভালই ত। বেশী লোক নিয়ে গিয়ে মাকে রাত্রিকালে বিপদে ফেল্‌ব কেন?

শঙ্কর। সে জন্য নয় মহারাজ! এ পথ বড় সুগম নয়। বড়ই ডাকাতের ভয়।

(সুন্দরের পুনঃ প্রবেশ)

সুন্দর। হুজুর! ছিপ প্রস্তুত।

প্রতাপ। এরই মধ্যে প্রস্তুত?

সুন্দর। আজ্ঞে। হুজুর শুধু উঠ্‌লেই হয়।

শঙ্কর। আরও ছিপ দিতে পার?

সুন্দর। আজ্ঞে পারি। ক'খানা চাই হুকুম করুন।

শঙ্কর। যদি পঞ্চাশ খানা চাই?

সুন্দর। পঞ্চাশ খানা! বেশ—তাও পারি। এখনি কি দরকার হুজুর?

শঙ্কর। বেশ, এখনি।

সুন্দর। যে আজ্ঞে। তা হ'লে একবার নাগরা দিতে হ'বে।

প্রতাপ। থাক্, নাগরা দিতে হ'বে না। এ পথে কি ডাকাতের ভয় আছে?

সুন্দর। আজ্ঞে, অল্প স্বল্প আছে।

প্রতাপ। তা হ'লে একখানা ছিপ নিয়ে যেতে কেমন ক'রে সাহস ক'র্‌ছিলে?

সুন্দর। আজ্ঞে, সাহস হুজুরের শ্রীচরণ, আর গোলামের বোটে।

শঙ্কর। তা হ'লে তোমরাই?

সুন্দর। আজ্ঞে, ঠিক আমরাই নয়, তবে—হাঁ—হুজুর যখন ব'লছেন, তখন—হাঁ!

প্রতাপ। হাঁ কি? তোমরা কি?

সুন্দর। আজ্ঞে—বোম্বেটে।

প্রতাপ। তোমরাই ডাকাত?

সুন্দর। আজ্ঞে—গোলাম ডাকাতের সর্দ্দার।

প্রতাপ। এ পৈশাচিক ব্যবসায় ত্যাগ করতে পার না?

সুন্দর। আজ্ঞে—ত্যাগ ক'র্‌ব বলেই মহারাজের আশ্রয় নিতে এসেছি।

প্রতাপ। আশ্রয় কেন—তোমরা আমার হৃদয় নাও। ডাকাতি পরিত্যাগ কর।

সুন্দর। যো হুকুম। (প্রণাম করণ)

শঙ্কর। তা হ'লে ক'খানা ছিপ হুকুম ক'র্‌ব?

প্রতাপ। তা হ'লে আর বেশী কেন? যে ভয়ে বেশী দরকার, তা'ত চুকে গেল।

সুন্দর। বেশ—গোলামকে হুকুম করুন—দশখানা শতী ছিপ সঙ্গে নি। তা হ'লে দশ শতকে হাজার লোক আপনার সঙ্গে থাকবে। কাজ কি! মনে যখন খটকা উঠেছে, তখন সাবধান হওয়াই ভাল।

প্রতাপ। তোমার নাম কি?

সুন্দর। আজ্ঞে—গোলামের নাম সুন্দর।

প্রতাপ। বেশ, তুমি দশখানা ছিপ প্রস্তুত কর।

সুন্দর। যো হুকুম। (বংশীধ্বনি ও দস্যুগণের প্রবেশ) দশ শতী।

দস্যু। যো হুকুম। (দস্যুগণের প্রস্থান)

সুন্দর। তা হ'লে আসতে আজ্ঞা হয় হুজুর!

প্রতাপ। চল। (সুন্দরের প্রস্থান) শঙ্কর! আগ্রা যাবার মুখে সুন্দর আমার প্রথম লাভ। তার পর মায়ের প্রসাদ। তার পর—মা যশোরেশ্বরী! জানি না তুমি কে? কোথায়? সুন্দর তোমার অনুচর। জানি না তুমি কেমন শক্তিময়ী। এ কি তোমারই লীলাভিনয়? তা হ'লে কোথায় আমার গতির পরিণাম? মা! তোমার সেই অজ্ঞাত অধিষ্ঠানভূমির উদ্দেশে তোমার অধম সন্তান প্রণাম করে।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রসাদপুর—শঙ্করের বহির্ব্বাটী

সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। নবাবের লোক দুই দুইবার দাদার ঘর লুটতে এসে. হেরে পালিয়েছে। তার পর আজ মাসখানেক হ'ল সব চুপ্। কোন সাড়া-শব্দ নেই। এতটা চুপ ত ভাল নয়। নবাব যে একটা তুচ্ছ প্রজার কাছে হেরে অপমানিত হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে, এটা ত কোনও মতে বিশ্বাস হয় না। সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী হ'য়ে নায়েবের কাছারী লুট ক'রেছে। নায়েব, তশীলদার, কারকুন, গোমস্তা—সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে। সবাই জানে—তাদের দাদার বলে বল। হতভাগ্য প্রজা দেশত্যাগের সময় দাদার অজ্ঞাতসারে অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। দাদা নিজে কিছু জানেন না। কিন্তু নবাবের লোক সকলেই ত জানে, এ বিদ্রোহিতার মূলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। প্রতিশোধ নিতে দুই দুইবার দাদার ঘর আক্রমণ ক'রেছে। গুরুর কৃপায় দুই দুইবার তা'দের হটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এমন ক'রে কয়দিনই বা গুরুর ঘর রক্ষা করি! যারা আমার বিপদে সহায়, দুই দুইবার বুক দিয়ে যারা আমাকে বিপদে রক্ষা ক'রেছে, তারা সকলেই গরীব। দিন আনে, দিন খায়। ক'দিনই বা তারা না খেয়ে আমার ঘর আগ্‌লাতে ব'সে থাকে। কাজেই তাদের রেহাই দিয়েছি। কিন্তু রেহাই দিয়ে অবধি আমার প্রাণ কাঁপ্‌ছে। যদি নবাব আবার আক্রমণ ক'র্‌তে লোক পাঠায়! যদি কি! নিশ্চয় পাঠাবে। নবাব কি অপমান ভুলে গেল? চারিদিক নিস্তব্ধ! প্রকাণ্ড ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণের মত চারিদিক নিস্তব্ধ। যদিই

প্রবল বেগে ঝড় আসে! আমি যে মাতৃরক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছি! যদি রক্ষা ক'র্‌তে অপারগ হই! মা ভবানী—মনে ক'র্‌তেই প্রাণ কেঁদে ওঠে। মাকে যদি হারাই, সমস্ত বাঙ্গালা পেলেও যে তা'র বিনিময় হ'বে না। হাজার সেরখাঁর শিরশ্ছেদ ক'র্‌লেও প্রতিশোধ হ'বে না। মা রক্ষা কর—সতীরাণী! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা কর। কি খবর?

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখ। খবর ঠিক, যা ভয় ক'রেছ তাই। সেরখাঁ হুকুম দিয়েছে,—যে তোমাকে বেঁধে আন্‌বে, সে হাজার টাকা বক্‌সিস্ পা'বে। যে মাকে রাজমহলে হাজির ক'র্‌তে পার্‌বে, সে প্রসাদপুর জায়গীর পা'বে।

সূর্য্য। তা হ'লেত বড়ই বিপদ!

সুখ। বিপদ বই কি!—এবারে এমন ভাবে আস্‌ছে, যাতে শুধু হাতে আর ফির্‌তে না হয়। এ বারে বিশেষ রকমের আয়োজন।

সূর্য্য। কবে আস্‌বে ব'লতে পার?

সুখ। আজকালের মধ্যে। আয়োজন সব ঠিক। তারা কেবল এতদিন অন্ধকারের সুযোগ খুঁজ্‌ছিল। আজকে অমাবস্যা, কাল প্রতিপদ। হয় আজ, না হয় কাল।

সূর্য্য। তা হ'লেত আরও বিপদ। লোকজন ত কেউ নেই।

সুখ। কেউ নেই। প্রায় সবাই অগ্রদ্বীপের মেলায় বেচাকেনা ক'র্‌তে গেছে।

সূর্য্য। তা হ'লে তুমি এক কাজ কর। মাকে এই বেলায় সরিয়ে নিয়ে যাও।

সুখ। যাব কোথায়?

সূর্য্য। আপাততঃ যেখানে নিরাপদ বোধ কর। তার পর যশোরে—দাদার কাছে।

সুখ। আর তুমি?

সূর্য্য। মাকে একবার পাঠিয়ে দিতে পার্‌লে পাপিষ্ঠগুলোকে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘর লুটতে আসার মজাটা টের পাইয়ে দিই। তেঁতুল গাছের ঝোপ থেকে তীর ছুঁড়্‌বো। শালারা সাত রাত্তি খুঁজলেও বার ক'র্‌তে পার্‌বে না। একটাকেও ফির্‌তে দেব না।

সুখ। তা হ'লে আমি মাকে নিয়ে যাই?

সূর্য্য। এখনি। বিলম্ব কর্‌লে বিপদ ঘটতে পারে। (সুখময়ের প্রস্থান) মা! রক্ষা কর। জগজ্জননী সতীরাণী! পরোপকারী মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(সুখময়ের মাতার প্রবেশ)

সু, মা। এই যে সূয্যি। হাঁরে সূর্য্যকান্ত।

সূর্য্য। কেন মাসী?

সু, মা। বলি গাঁয়ে আছিস্‌, না শঙ্কর বামুনের মতন পালিয়েছিস্‌?

সূর্য্য। কেন, হ'য়েছে কি?

সু, মা। আমি মনে ক'র্‌লুম, শঙ্কর বামুন বউ ফেলে পালাল, তোরাও দেখাদেখি দেশত্যাগী হ'লি।

সূর্য্য। কেন—পালাব কেন? কার ভয়ে পালাব?

সু, মা। যদি না পালাবি, তা হ'লে এমনটা হ'ল কেন?

সূর্য্য। কি হ'য়েছে?

সু, মা। গাঁয়ে থাক্‌তে আমার মাই-দুধের অপমান ক'র্‌লি?

সূর্য্য। আরে মর, হ'য়েছে কি?

সু, মা। লোকে বলে—গয়লা-বউ! শঙ্কর, সূয্যি তোর দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ ছেলে, তোর আবার ভাবনা কি? তোরা থাক্‌তে আমার অপমান!

সূর্য্য। কে অপমান ক'র্‌লে?

সু, মা। সুখোকে বঞ্চিত ক'রে তোদের দুধ খাওয়ালুম—সুখো একলা খেলে এতদিনে কুম্ভকর্ণ হ'য়ে যেত!

সূর্য্য। আরে মর, হ'ল কি?

সু, মা। গয়লা বুড়ো বেঁচে থাক্‌লে কি, কেউ আমাকে একটা কথা ব'ল্‌তে পারত!

সূর্য্য। কে কি ব'লেছে?

সু, মা। সেবারে পঞ্চাননতলায় পাঁঠার মুড়ি নিয়ে লড়াই। এক দিকে হাজার লেঠেল, আর এক দিকে তোর মেসো। পাঁঠার মুড়ি নিয়ে টানাটানি আর লড়ালড়ি। তোর মেসোর লাঠি খেলা দেখে হাজার লেঠেল তাক লেগে গেল। পাঁঠার মুড়ি ধড় ছেড়ে তোর মেসোর হাতে এসে ব্যা ব্যা ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

সূর্য্য। বলি—কি হ'ল বল্‌।

সু, মা। হরিহরপুরের বোসেদের বাড়ী ডাকাতি।—সে কি যেমন তেমন ডাকাতি। বোসেদের দেউড়ীতে কুক্‌ মেরে লাঠি ঘুরুলে, আর মদনঘোষের নতুন ঘরের দেওয়াল ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে ভেঙ্গে গেল। বোসেরা ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে পড়্‌ল। বুড়োর তখন জ্বর। জ্বরে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বুড়ো ছুট্‌লো। আর এগারটা ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠোনে না ফেলে, আবার জ্বরে ধুঁক্‌তে লাগ্‌ল।

সূর্য্য। না—এ বেটী বড়ই ভোগালে।

সু, মা। তবু সে তালপুকুর চুরির কথা কইনি—তোর বাপ

তখন কেষ্টগঞ্জের নায়েব। একদিন এমনি সন্ধেবেলায় হমকোধম্‌কো হ'য়ে ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে পড়্‌ল। ব'ল্‌লে—জগন্নাথ দাদা, ফতেপুরের ফাইমণি বাবুর একটা পুকুর চুরি ক'র্‌তে পার? তোর মেসো ব'ল্‌লে—খুব পারি। তোরে আর কি বল্‌বোরে বাবা! সেই এক রাত্রের ভেতরে সেই তালপুকুর বুজিয়ে মাঠ ক'রে, তাতে মটর বুনে, ভোর না হ'তে হ'তে বাড়ী এসে খড় কাট্‌তে ব'সে গেল। সেই তার তোরা থাক্‌তে, আমার কিনা অপমান! আমার বাড়ীতে পেয়াদা ঢোকে!

সূর্য্য। কখন?

সু, মা। কেন—এই অপরাহ্নে। কল্যাণী ব'লেছিল—মাসী, অনেক দিন চুল বাঁধিনি। চুলে জটা হয়েছে, ছাড়িয়ে দে। আমি শুধু খেয়ে উঠে, একটা পান মুখে দিয়ে কালান্দীর মতন জাবর কাট্‌তে কাট্‌তে বৌমার চুলের গোছায় হাতটী দিয়েছি, এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা পেয়াদা এসে উপস্থিত। এসেই আমার সুমুখে বৌমার গায়ে হাত দিতে চায়।

সূর্য্য। তার পর?

সু, মা। তার পর আবার কি! ভাগ্যি কাছে বঁটী কাছে ছিল, তাইতেই ত মান রক্ষে হ'য়েছে।

সূর্য্য। যাক্—গায়ে হাত দিতে পারেনি ত?

সু, মা। ইস্! গায়ে হাত দেবে! আমি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর মাসী—আমার সুমুখে তার বৌয়ের গায়ে হাত দেবে! যে বেটা চমকি মেরে এসেছিল, তার নাকটা বঁটী দিয়ে চেঁচে নিয়েছি। যে বেটা হাত তুলেছিল, তাকে জন্মের মত মুলো ক'রে দিয়েছি। আর এক বেটা তামাসা ক'রেছিল, বেটার কাণে এক মোচড়। বেটা বাপ্‌রে মারে ক'রে পালাল, কিন্তু কাণ আমার হাতে আট্‌কে রইল।

সূর্য্য। বড় মান রক্ষা করেছিস্ মাসী!

সু, মা। বলিস্ কি! মান রাখ্‌ব না—আমি কেমন লোকের মাসী, কেমন লোকের ইস্ত্রী! তবে কি জানিস্ বাপ্ সূর্য্যকান্ত! আমি গেরস্তোর বৌ—পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া—বড় নজ্জা করে।

সূর্য্য। থাক্—আর তোকে ঝগ্‌ড়া ক'র্‌তে হ'বে না। আমি আর ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সু, মা। তা হ'লে আমি এখন একবার বাইরে যেতে পারি?

সূর্য্য। যা।

সু, মা। দেখিস্, যেন দেউড়ী ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। অরাজক—অরাজক! নইলে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘরে পেয়াদা ঢোকে!

[প্রস্থান।

সূর্য্য। এ ত দেখ্‌ছি ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। কেন মা!

কল্যাণী। তুমি নাকি আমাকে স্থানান্তরে যেতে আদেশ ক'রেছ?

সূর্য্য। কেন, তুমিত সব জান মা! একটু আগেই ত ব্যাপার বুঝ্‌তে পেরেছ। বিশেষতঃ আজ অমাবস্যা, তার ওপর আকাশে দুর্য্যোগের লক্ষণ, লোকবলও আজ বেশী নেই—আমি আর সুখময়।

কল্যাণী। কোথায় যাব?

সূর্য্য। সুখময় যেখানে তোমায় নিয়ে যা'বে।

কল্যাণী। সে স্থানে কি বিপদের ভয় নেই?

সূর্য্য। (স্বগতঃ) এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন!

কল্যাণী। চুপ ক'রে র'ইলে কেন—বল?

সূর্য্য। অবশ্য আপাততঃ নিরাপদ।

কল্যাণী। আমি যাব না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। আজকের দিন্‌টে নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারলে. কাল আমি তোমাকে যশোরে পাঠিয়ে দিই।

কল্যাণী। যশোরে পাঠানই যদি আমার স্বামীর অভিপ্রায় থাক্‌ত, তা হ'লে তিনি কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন না? প্রসাদপুরের টিকটিকিটেকে পর্য্যন্ত তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন; আমাকে ঘরে ফেলে রেখে গেলেন কেন? স্বামী কি আমার এতই নির্ব্বোধ যে, ফেলে যাবার সময় এটা বুঝ্‌তে পারেন নি যে, তাঁর স্ত্রী বিপদে প'ড়তে পারে। আর যদি বিপদে পড়ে ত তাকে রক্ষা ক'র্‌তে কেউ নেই।

সূর্য্য। দোহাই মা! দাদার ওপর অভিমান ক'রোনা!

কল্যাণী। অভিমানই করি, আর যাই করি. সূর্য্যকান্ত! আমি ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না।

সূর্য্য। মা! সন্তানের উপর দয়া কর।

কল্যাণী। না সূর্য্যকান্ত! এ দয়ামায়ার কথা নয়—ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা। অন্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লে আমি যে নিরাপদ হ'ব, যখন তুমি এ কথা ব'ল্‌তে পার্‌ছ না, তখন তুমি বীর হ'য়ে কেমন ক'রে আমার জন্যে অপর এক পরিবারকে বিপদে ফেল্‌তে চাও? এই কি তোমার গুরুর অভিপ্রায়?

সূর্য্য। মা! আমি সন্তান। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, আমার অনুরোধ রক্ষা কর।

কল্যাণী। এ অন্যায় অনুরোধ সূর্য্যকান্ত! তার চেয়ে তুমি আমার

একটী অনুরোধ রক্ষা কর। তুমি এই স্বেচ্ছায় গৃহীত ভার পরিত্যাগ কর। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার জীবন মরণে দেশের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। তুমি বেঁচে থাক্‌লে দেশের অনেক কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে। তুমি আমা হ'তেও আমার স্বামীর আদরের সামগ্রী।

সূর্য্য। দোহাই মা! যাও আর না যাও, সন্তানকে আর মর্ম্মপীড়া দিও না।

কল্যাণী। অভিমানে নয় সূর্য্যাকান্ত! যে কার্য্যের ভার নিয়ে স্বামী আমাকে ফেলে গেছেন, তাতে কোন্ সাহসে তাঁর ওপর অভিমান করি! তবে কোথায় যাব—কেন যাব? মৃত্যু? বল দেখি সূর্য্যকান্ত! মৃত্যুর যোগ্য এমন পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে? তা হ'লে, স্বামীর ঘর—জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ—এমন স্থান ত্যাগ ক'রে কোন অপবিত্র স্থানে ম'র্‌তে যাব কেন? সূর্য্যকান্ত! বাপ্! আশীর্ব্বাদ করি—দীর্ঘজীবী হও; তোমার দেহ বজ্রের ন্যায় কঠিন হোক্—স্পর্শে পিশাচের অস্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হোক্, তুমি আমাকে এ স্থান ত্যাগ ক'র্‌তে অনুরোধ ক'রো না।

সূর্য্য। তবে পায়ের ধুলো দাও। ঘরে যাও—দোর বন্ধ কর।

কল্যাণী। মা শঙ্করী তোমাকে রক্ষা করুন।

সূর্য্য। সুখময়!

(সুখময়ের প্রবেশ)

সুখময়। চুপ্—দাদা! শিগ্‌গির অস্ত্র নাও, মা স'রে যাও, বড়ই বিপদ।

কল্যাণী। মা শঙ্করী! তোমার,মনে এই ছিল!

সূর্য্য। ভয় নেই মা! এ দু'জন সন্তানের জীবন থা'ক্‌তে, কেউ তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

কল্যাণী। তোমরাও নিশ্চিন্ত থাক বাপ্! কল্যাণী বামনীর দেহে প্রাণ থাক্‌তে কোন শয়তান তার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না। তোমরা কেবল যথাশক্তি আমার স্বামীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রসাদপুর—পথ।

প্রতাপ ও শঙ্কর।

প্রতাপ। এই ত তোমার প্রসাদপুর?

শঙ্কর। প্রসাদপুর বটে, কিন্তু রাতও দুপুর।

প্রতাপ। তা হোক, প্রসাদ আমাকে আজ পেতেই হ'বে।

শঙ্কর। এ যে অত্যাচার! এত রাত্রে কোথায় কি পা' '?

প্রতাপ। সে ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে হ'বে না। মায়ের কাছে সন্তান যাচ্ছে, ভাব্‌তে হয় মা ভাব্‌বেন। কমল! (কমলের প্রবেশ) তোমার কাছে যে পেঁটরাটা রেখেছিলুম?

কমল। সেটা এই হুজুরের কাছে রেখেছি মহারাজ!

শঙ্কর। এ সব আবার কি মহারাজ?

প্রতাপ। দেখ শঙ্কর! বাল্যকাল হ'তে আমি মাতৃহীন। বড় আক্ষেপ—কখন তাঁর সেবা কর্‌তে পাইনি। যদিই ভাগ্যবশে আবার তাঁকে লাভ ক'র্‌তে চ'লেছি, তখন শুধু হাতে কেমন ক'রে তাঁর চরণ স্পর্শ করি!

শঙ্কর। মহারাজ! এ ত ভালবাসা নয়—এ যে উৎপীড়ন!

প্রতাপ। স্বেচ্ছাচার বাঙ্গালার ভুঁইয়াদের কে না উৎপীড়ন সহ্য করে শঙ্কর? যাও ভাই! আমি মাতৃদত্ত সমস্ত অলঙ্কারগুলি এনেছি। প্রাণ ধ'রে স্ত্রীকেও দিতে পারিনি, সমস্ত আজ মায়ের চরণে অঞ্জলি দেব। যাও, আর বেশী রাত ক'রো না। আমি ক্ষুধার্ত্ত। (শঙ্করের প্রস্থান) কমল! সবাইকে ব'লে দাও, তারা যেন কোলাহলে গ্রামবাসীদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে।

কমল। ব্যাঘাত ক'র্‌বে না কি? গ্রামে হৈহৈ রৈরৈ প'ড়ল ব'লে!

প্রতাপ। কারণ?

কমল। সব শালা বোম্বেটে চুলবুল ক'র্‌ছে, গোলমাল বাধ্‌লো বাধ্‌লো হয়েছে।

প্রতাপ। কেন?

কমল। আর কেন—স্বভাব। সুমুখে তারা একখানা বজ্‌রা দেখেছে। আমীর ওমরাওয়ের বজ্‌রার মতন বজ্‌রা। শিকারী বেড়াল,— তারা কি তাই দেখে চুপ ক'রে থাক্‌তে পারে! সব শালার গোঁফ ন'ড়্‌ছে। আপনিও স'র্‌বেন, আর বজ্‌রাও লুঠ। ওই যে সর্দ্দার আস্‌ছে।

(সুন্দরের প্রবেশ)

প্রতাপ। সুন্দর! নদীতে একখানা বজ্‌রা দেখ্‌লে?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—দেখ্‌লুম।

প্রতাপ। কার বজ্‌রা—জেনেছ?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—জেনেছি। আর জেনে হুজুরকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

প্রতাপ। কার বজ্‌রা ?

সুন্দর। আজ্ঞে হুজুর—আমার বাবার।

প্রতাপ। তোমার বাপ বর্ত্তমান আছে ?

সুন্দর। আজ্ঞে—নেই ত জান্‌তুম, এখন দেখি আছে। বজ্‌রার মাঝীকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—কার বজ্‌রা ? ভেতর থেকে কে বল্‌লে—"তোর বাবার"। হুজুর হুকুম করুন, বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

পথিক। আপনি কে মহাশয় ?

প্রতাপ। আমি একজন বিদেশী।

পথিক। কোন উপায়ে এক সতীর ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্‌তে পারেন ?

প্রতাপ। সে কি রকম ?

পথিক। কথা ব'ল্‌বার সময় নেই। এতক্ষণে বুঝি সর্ব্বনাশ হ'ল! এই গ্রামের এক ব্রাহ্মণ—নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী—তাঁর স্ত্রী সতীমূর্ত্তি। দুরাত্মা তশীলদার তাঁকে অপহরণ ক'র্‌তে এসেছে। রাজমহলে নবাবের কাছে পাঠাবে। সে ব্রাহ্মণ বাড়ী নেই, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে রক্ষা করুন।

প্রতাপ। শঙ্করের ঘরে দস্যু! লোক কত ?

পথিক। অন্ধকার—ঠিক ক'রে ত ব'ল্‌তে পার্‌ছি না, তবে চার পাঁচশোর কম নয়।

কমল। মহারাজ!—

পথিক। মহারাজ! (পদতলে পড়িয়া) দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন। সে ব্রাহ্মণ এ গ্রামের প্রাণ, তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হ'চ্ছে, দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

সুন্দর। তা হ'লে এও সেই তশীলদারের বজ্‌রা।

প্রতাপ। এখনি বজ্‌রা আটক কর।

সুন্দর। যো হুকুম! [প্রস্থান।

প্রতাপ। কমল! আমার হাতিয়ার? [কমলের প্রস্থান।

পথিক। মহারাজ! তা হ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আমি সোজা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

প্রতাপ। বেশ—চল।

পথিক। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। ঈশ্বর আপনাকে রাজ-রাজেশ্বর ক'র্‌বেন।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শঙ্করের অন্তঃপুর।

সূর্য্যকান্ত ও কল্যাণী।

সূর্য্য। আর ত তোমাকে বাঁচাতে পারি না মা! অগণ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ। আমরা সবে দুইজন। যথাশক্তি প্রবেশপথ রোধ করে'ছি। সুখময় আহত, আমারও শরীর ক্ষতবিক্ষত। পাষণ্ডেরা দেউড়ীর কবাট ভেঙ্গে ফেলেছে। বাড়ীতে ঢুকেছে। আর যে রক্ষা ক'র্‌তে পারি না মা!

কল্যাণী। কি ক'র্‌বে বাপ! আমার অদৃষ্ট! মানুষে যা না পারে, তুমি তাই ক'রেছ। আমার পানে আর চেওনা। সূর্য্যকান্ত! তুমি আত্মরক্ষা কর।

সূর্য্য। একি মা! মৃত্যুকালে আর বাক্যযন্ত্রণা দাও কেন? যতক্ষণ প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ কোন দুরাত্মাকে এ ঘরে প্রবেশ ক'র্‌তে দেব না।

কল্যাণী। গুরুভক্ত বীর! পুত্রাধিক প্রিয় যে তুমি। আমার চোখের সম্মুখে তোমার এ দেব-দেহ পিশাচের অস্ত্রে খণ্ডিত হ'বে! অকৃত্রিম গুরুভক্তির কি এই পরিণাম!

সূর্য্য। আমার জন্যত ভাব্‌বার সময় নাই মা! (নেপথ্যে কোলাহল) ওই গেল!—সুখময় আহত অবস্থাতেই মাঝের দোর রক্ষা ক'র্‌ছিল, তাও গেল! কি হ'বে মা, কি হ'বে! বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমারও মৃত্যু। কিন্তু মা তারপর? আমার সকল পূজা—সমস্ত সাধনা—পিতৃতুল্য গুরু—তাঁর পত্নী তুমি।—তোমাকে যবনে অপহরণ ক'র্‌বে!

কল্যাণী। অপহরণ ক'র্‌বে!—কাকে!—আমাকে? ভয় নেই সূর্য্যকান্ত! প্রাণ থাক্‌তে কি শঙ্কর-গৃহিণী—বাঘিনী অপহৃত হয়? তবে তোমার মর্য্যাদা। মা সতীকুলরাণী! ভক্তবৎসলে! গুরুভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা কর মা—রক্ষা কর।

(নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও কোলাহল)

সূর্য্য। একি হ'ল! বন্দুক ছোঁড়ে কে?—(ঘন ঘন বন্দুক-শব্দ ও আর্ত্তনাদ-শব্দ) একি হ'ল—এ কে এল!

কল্যাণী। মুখ রেখো মা! দোহাই মা! আর ব'ল্‌তে পার্‌ছি না—মুখে বাক্য আস্‌ছে না। অন্তর্যামিনি! মন বুঝে আশ্রয় দাও।

সূর্য্য। আমি চ'ল্লুম! তুমি দরজা দাও। যদি না ফিরি, নিজের ভার নিজে গ্রহণ ক'রো।

[প্রস্থান।

কল্যাণী। দোহাই দীনতারিণী! আমার স্বামী চিরদিন তোমার সেবাতেই কাল কাটিয়েছে। তোমার মানবী মূর্ত্তি সহস্র সতার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছে। দোহাই মা! তোমার চিরভক্তকে পদাশ্রয় হ'তে ফেলে দিও না।

সূর্য্য। (নেপথ্যে মা! মা! আত্মরক্ষা কর—আমি বন্দী।

(দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

কল্যাণী। ইচ্ছাময়ী! এই কি তোর ইচ্ছা? আমার মৃতদেহ যবনে স্পর্শ ক'র্‌বে? ভাল—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। (অস্ত্রগ্রহণ—দ্বারভঙ্গ-শব্দ কিন্তু আত্মহত্যা ক'র্‌ব কেন? শঙ্কর আমার স্বামী, আমাতে কি সে দানবনাশিনী শক্তির একটী মাত্র কণারও অস্তিত্ব নেই?

(দ্বারভঙ্গ ও নবাব-অনুচরের প্রবেশ)

অনু। বস্! ইয়া আল্লা! কেয়া তোফা! বিবিসাহেব ঠিক আছে। বিবিসাহেব! সেলাম—নবাব তোমার জন্যে তঞ্জাম পাঠিয়েছেন—উঠ্‌বে এস।

কল্যাণী। আগে তোদের নবাবকে তার শ্মশ্রু দিয়ে সে তঞ্জামের পাপোস্ প্রস্তুত ক'রতে বল্, তবে উঠ্‌ব।

অনু। তবে বেয়াদবী মাফ্ হয়—আমাকে জোর ক'রে তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে হ'ল।

কল্যাণী। সাবধান শয়তান! যদি জীবনে মমতা থাকে, তা হ'লে আর এক পদও অগ্রসর হ'স্‌নি!

অনু। তবেরে শয়তানী!—(আক্রমণোদ্যোগ—প্রতাপের প্রবেশ, বন্দুক-শব্দ ও অনুচরের পতন)

কল্যাণী। এখনও ব'ল্‌ছি ফের—নরাধম শয়তান— (আক্রমণোদ্যোগ)

প্রতাপ। মা—মা! আমি সন্তান। আমাকে হত্যা ক'রোনা।

(বেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। কল্যাণী! কল্যাণী!—

কল্যাণী। য়্যাঁ—য়্যাঁ—তুমি! তুমি!—প্রভু কোথা থেকে?

শঙ্কর। পরে শুন্‌বে। রাজ-অতিথি সম্মুখে, চল তাঁর আতিথ্য-সৎকার ক'র্‌বে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশোহর—পথ।

প্রতাপ।

প্রতাপ। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর আবার আমি যশোরে ফিরে এলুম। স্নিগ্ধ চিরশান্তিময় মাতৃভূমির ক্রোড়ে আবার আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লুম। যশোরের এ সলিল-সিক্ত মৃত্তিকাস্পর্শে কি আনন্দ! কেদারবাহিনী মৃদু-কল-নাদিনী সহস্রতটিনী-সেবিত যশোরের শ্যাম-প্রান্তর! কিছুতেই তোমাকে ভুল্‌তে পার্‌লুম না। আগ্রার ঐশ্বর্য্য-ময়ী হেম-অট্টালিকা, নন্দন-লাঞ্ছন অপ্সরাগার উদ্যান, কিছুতে—কোন প্রলোভনে আমাকে যশোরের শ্যামসৌন্দর্য্য ভোলাতে পারেনি। মা বঙ্গভূমি! তোমার এই প্রাণোন্মাদকর নামের ভিতর এত মধুরতা, এমন কোমলতা, এরূপ ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য জড়ান আছে, তাত জান্‌তুম না। মা: তোমাকে নমস্কার, কোটী কোটী নমস্কার—আবার নমস্কার। কিন্তু কি করি, কেমন ক'রে যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা করি! ক'র্‌তেই হ'বে—যেমন ক'রে হো'ক কর্‌তেই হ'বে। মান যাক্, যশ যাক্, প্রতিষ্ঠা যাক্, তথাপি বঙ্গভূমিকে শক্রপদদলন থেকে রক্ষা ক'র্‌তেই হ'বে। (সূর্য্যকান্তের প্রবেশ) কতদূর কি ক'রে উঠ্‌লে সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। পাঁচ হাজার সৈন্য মাতলার জঙ্গলের ভেতরে রেখে এসেছি।

প্রতাপ। অতদূর রেখে এলে প্রয়োজন মত পা'বে কেন?

সূর্য্য। মহারাজের আদেশমাত্র এখানে এনে উপস্থিত ক'র্‌ব। পঞ্চাশখানা শতী ছিপ নিয়ে সুন্দর বিদ্যাধরীর এ'পারে অবস্থান ক'র্‌ছে। হুকুমমাত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ হাজার যশোরে এসে উপস্থিত হ'বে। এত সৈন্য যশোরের কাছে রাখ্‌লে পাছে কেউ সন্দেহ করে, এই ভয়ে কাছে আন্‌তে সাহস করিনি।

প্রতাপ। রাজমহলের সংবাদ কিছু রেখেছ?

সূর্য্য। রেখেছি। সেরখাঁ প্রতিশোধ নেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যশোরে রওনা ক'রেছে।

প্রতাপ। সে সম্বন্ধে ক'র্‌ছ কি?

সূর্য্য। হাজার গুপ্তসেনা নিয়ে মামুদকে তাদের গতি লক্ষ্য রাখ্‌তে ব'লেছি। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে সুখময় বারাসতে অবস্থান ক'র্‌ছে। শালুকের পশ্চিমে আছে ঢালীপতি মদন।

প্রতাপ। ছোটরাজা সেরখাঁর খবর রেখেছেন?

সূর্য্য। শুনেছি সেরখাঁ-প্রেরিত দূত যশোরে এসেছে। রাজা নাকি অর্থ উপঢৌকন দিয়ে সেরখাঁকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। টাকা দেওয়া হ'য়েছে কি?

সূর্য্য। এখনও হয়নি। তবে কাল টাকা দেবার শেষ দিন। আজ থেকে সাতদিনের ভেতরে টাকা রাজমহলে পৌঁছান চাই।

প্রতাপ। তুমি এখনি যাও। যত শীঘ্র পার, যশোরের ধনাগার অবরোধ কর। সাবধান! যশোরের এক কপর্দকও যেন সেরখাঁর

নিকটে না উপস্থিত হয়। সেরখাঁর গতিরোধের ভার আমি নিজহস্তে গ্রহণ ক'রলুম।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

[সূর্য্যকান্তের প্রস্থান।

(সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। মহারাজ!

প্রতাপ। কি খবর?

সুন্দর। সেনাপতি কোথায় গেলেন?

প্রতাপ। তিনি যশোরে গেলেন। কি ব'লতে চাও, আমাকে ব'লতে পার। আমিই এখন সেনাপতি। সেরখাঁর ফৌজের কি সন্ধান পেয়েছ?

সুন্দর। নবাব শালকে এসে পৌঁছেছে।

প্রতাপ। তার ভাগীরথী পার হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

সুন্দর। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

(শঙ্করের প্রবেশ)

প্রতাপ। শঙ্কর!—

শঙ্কর। মহারাজ!

প্রতাপ। তুমি আমার মনস্তুষ্টির জন্যে আমাকে মহারাজ বল-না তোমার বিশ্বাস— আমি মহারাজ?

শঙ্কর। যশোর-রাজকুমার প্রতাপ-আদিত্য এ বঙ্গদেশের মহারাজ নাম ধারণে একমাত্র যোগ্য পাত্র।

প্রতাপ। যোগ্য পাত্র ত আমি এখনও মহারাজ নই কেন?

শঙ্কর। পিতা খুল্লতাত বর্ত্তমানে সেটা কেমন ক'রে হয় মহারাজ?

প্রতাপ। তা আমি জানি না। তুমি আমাকে মহারাজ ব'লে সম্বোধন কর। কেন কর, তা তুমিই ব'লতে পার। কিন্তু আমার চোখের ওপরে, যদি যশোরের অর্থ লুণ্ঠিত হয়—যদি পিতা খুল্লতাত অবনত মস্তকে সেরখাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে, আমার কার্য্যের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন তুমি কি আমাকে মহারাজ ব'লতে মনে মনেও কুণ্ঠিত হ'বে না?

শঙ্কর। আমি যে এ কথার কি জবাব দেব, তাও বুঝতে পারছি না মহারাজ!

প্রতাপ। আবার মহারাজ! বেশ—আমিও তোমাকে আমার শূন্য রাজত্বের মন্ত্রীত্ব প্রদান ক'রলুম।

শঙ্কর। আকাশও শূন্য। কিন্তু তার গর্ভে অনন্ত কোটী উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ড।

প্রতাপ। যদিই আমি মহারাজ, তখন আমার কার্য্যের জন্যে আমি আবার কা'র কাছে কৈফিয়ত দেব?

শঙ্কর। আপনার অভিপ্রায় কি?

প্রতাপ। সেরখাঁ কি ক'রছে তা জান?

শঙ্কর। জানি।

প্রতাপ। সেকি! তুমিও এ সংবাদ রেখেছ!

শঙ্কর। মহারাজ, আপনি আমার মর্য্যাদা রাখতে নিজের ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখবার অবকাশ পাননি। দেশ মধ্যে প্রচারিত হ'য়েছে, নবাবের হাত থেকে আপনি প্রমাদপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পত্নীকে রক্ষা ক'রেছেন। মহারাজ, আমি আপনার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি না রেখে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি! শুনলুম সেরখাঁ

আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে।

প্রতাপ। কিন্তু ছোটরাজা যশোর রক্ষার কি উপায় উদ্ভাবন ক'রেছেন জান কি?

শঙ্কর। জানি। তিনি এক ক্রোর টাকা ও পাঁচটী সুন্দরী রমণী নবাবকে দান ক'রে, তা'কে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টায় আছেন।

প্রতাপ। রমণী!—কই এ কথা ত শুনিনি শঙ্কর!

শঙ্কর। কল্যাণীকে বন্দিনী ক'রতে এসেছিল। আপনার জন্যে পারেনি। তাই আক্রোশে নবাব যশোর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে। এ সকল রমণী সেই কল্যাণীর বিনিময়। অবশ্য ছোটরাজার সদুদ্দেশ্যে আমি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ ক'র্‌তে পারি না। পঞ্চাশ হাজার শিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক রাজমহলের মাম্‌লুৎদার সেরখাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হস্তমেয় যশোরেশ্বরের বাতুলতা মাত্র। সেরখাঁ আপনাকে বন্দী ক'রে রাজমহলে পাঠাবার জন্যে রাজা বসন্ত রায়ের ওপর পরোয়ানা পাঠান। আপনাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যেই ছোটরাজা এ কার্য্য ক'রেছেন।

প্রতাপ। রমণী!—নবাবের উপভোগ্যা কর্‌বার জন্যে যশোর থেকে রমণী পাঠাতে হ'বে! ব'ল্‌তে পার, তার ভেতর স্বেচ্ছায় যাচ্ছে ক'জন?

শঙ্কর। তা জানি না। কিন্তু একটী রমণী ধর্ম্মনাশ ভয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। শুনলুম রাণী কাত্যায়নী তাকে আপনার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রতাপ। এ রমণী কোথায়?

শঙ্কর। অনুমতি করেন, আন্‌তে পাঠাই।

প্রতাপ। তাকে আশ্রয় দেবার কি ব্যবস্থা ক'রেছ ?

শঙ্কর। আশ্রয় দাতা মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

প্রতাপ। শঙ্কর! এই সকল ধর্ম্মনাশ-ভীতা অভাগিনীর অশ্রুসিক্ত যশোরে আমাকে আধিপত্যের গৌরব ক'রে বেঁচে থাক্‌তে হ'বে!

শঙ্কর। কি আর ক'র্‌বেন!

প্রতাপ। কি ক'র্‌ব? ক'র্‌ব কি—ক'রেছি। যে দণ্ডে প্রসাদপুরে আমি নবাবের শত্রুতা ক'রেছি, ভবিষ্যতের চিন্তা ক'রে সেই দণ্ড হ'তেই আমি প্রতীকারেরও চেষ্টা ক'রে এসেছি। এই দেখ শঙ্কর! সেই চেষ্টার ফল। (ফারমান প্রদর্শন)

শঙ্কর। কি এ মহারাজ ?

প্রতাপ। বাদশা আকবর-দত্ত ফারমান। সম্রাটকে কথায়, কার্য্যে তুষ্ট ক'রে তাঁর কাছ থেকে আমি যশোর-শাসনের অনুমতি পেয়েছি। এখন থেকে আমিই যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য।

শঙ্কর। আমিও কায়মনোবাক্যে মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় কামনা করি।

প্রতাপ। যে বন্দিনী রাজা বসন্ত রায়ের অত্যাচার থেকে আমার কাছে আশ্রয় নিতে এসেছে, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

(কমলের প্রবেশ)

কমল। মহারাজ—মহারাজ!

প্রতাপ। কি, কি—ব্যাপার কি ?

কমল। এই হুজুর যে বিবিকে আমার কাছে জিম্মা ক'রে রেখে এসেছিলেন, সেই—

শঙ্কর। সেই কি ?

কমল। আমার কাছটীতে তা'কে বসিয়ে রেখে চ'লে এলেন-তারপর—

শঙ্কর। তারপর কি ?

কমল। তারপরে—কি দেখ্‌লুম—আমি কি দেখ্‌লুম !

প্রতাপ। এ কি কমল ! তুমি উন্মত্তের মত আচরণ ক'র্‌ছ কেন ?

কমল। আজ্ঞে—কি যে, আমি কিছুই ব'ল্‌তে পার্‌ছি না যে মহারাজ ! কি দেখ্‌লুম—কি দেখ্‌লুম !

প্রতাপ। কাঁপ্‌ছ কেন ? স্থির হও। স্থির হ'য়ে বল—ব্যাপার কি ? তুমি কি কোন দৈবী বিভীষিকা দেখেছ ?

কমল। আজ্ঞে মহারাজ ! হুজুর যেই আমার কাছে মেয়েটীকে রেখে চ'লে এলেন, অমনি সে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি তাকে কত অভয় দিলুম। মহারাজের গুণের কথা, হুজুরের গুণের কথা—সব ব'লে তাকে কত আশ্বাস দিলুম। তবু ঘোমটায় মুখ ঢেকে বিবিসাহেব কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তখন কি করি, আমি হুজুরকে খুঁজতে এলুম, দেখা পেলুম না। আবার ফিরে গেলুম। গিয়ে দেখি—বিবিসাহেব নেই। এদিক ওদিক চারিদিক খুঁজ্‌লুম, কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। প্রাণে বড় ভয় হ'ল ! রাত্রি অন্ধকার—চারিদিকে ঘন বন—কাছে বসিয়ে দু'পা গেছি, কি—না গেছি, ফিরে এসে দেখি বিবিসাহেব নেই !—প্রাণে বড়ই ভয় হ'ল ! তবে কি বিবিসাহেবকে বাঘে নিয়ে গেল ! কেমন ক'রে আপনাদের কাছে মুখ দেখাব, এই ভাবনায় আকুল হ'য়ে প'ড়্‌লুম। তখন আবার খুঁজ্‌লুম—বন আতিপাতি ক'রে খুঁজ্‌লুম। কোথাও তা'র সন্ধান পেলুম না। কত ডাক্‌লুম—বিবিসাহেব বিবিসাহেব ব'লে কত চীৎকার ক'র্‌লুম, সাড়া শব্দ কিছুই

পেলুম না। হতাশ হয়ে ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় বনের ভেতর থেকে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল—'কমল!'—ফিরে চেয়ে দেখি—জনাব! সে ...দেখ্‌লুম! আমি ব'ল্‌তে পার্‌ব না—আমি আর তা দেখ্‌তে পার্‌ব না। দেখে মূর্চ্ছা গিছ্‌লুম। আমি আর তা দেখ্‌তে পার্‌ব না। আপনারা দেখ্‌তে চান, সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যশোরেশ্বরীর মন্দির।

চণ্ডীবর ও বিজয়া।

বিজয়া। চণ্ডীবর! আজ এই ঘোরা দিগন্তব্যাপিনী অমানিশায় এই শার্দ্দূলরব-মুখরিত অরণ্য মধ্যে মায়ের আমার কোন্ রূপ ধ্যানে নিযুক্ত আছ?

চণ্ডী। কেন মা! চিরদিন মায়ের যে মুখ দেখে আমি আত্মহারা—কালিন্দীর তরঙ্গসদৃশ শ্যামল সৌন্দর্য্যের যে উচ্ছ্বাসে মা আমার সমস্ত সংসারকে আবৃত ক'রে রেখেছেন, সে রূপ ভিন্ন আবার অন্য কোন্ রূপে মাকে আমার দেখ্‌তে আদেশ কর জননী?

বিজয়া। না বাপ! মায়ের অন্য কোন রূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী।

বিজয়া। উঁহুঁ। অন্য রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাম্ পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

বিজয়া। বঙ্গে সরস্বতীর কৃপার অভাব নেই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের বীণার কোমল ঝঙ্কারে বঙ্গ-গগন প্রলয়ান্তকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ থাক্‌বে। চণ্ডীবর! মায়ের অন্য ম... কল্পনা কর।

চণ্ডী। নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

বিজয়া। আর কে, চণ্ডীবর! এখনও দেহি! মা আমার দিতে বাকি রেখেছেন কি! যমুনাজলসম্পূর্ণা অমৃতরূপিণী ভাগীরথী যাঁর কণ্ঠহার, চিরতুষারধবলিত হিমাচল যাঁর শিরোভূষণ, চিরশ্যামল শস্যসম্পদ যাঁর অঙ্গাবরণ, এই নিবিড় কৃষ্ণকান্তি বনশ্রীতে যিনি কুটিলকুন্তলা, অনন্তপ্রসারী নিলাম্বুরাশির শুভ্র তরঙ্গফেনরেখা যাঁর মেখলা, সে বঙ্গ-মাতার কিসের অভাব চণ্ডীবর! যাঁর জলে স্বর্ণ, ফলে সুধা, শস্যে অনন্ত দেশের অনন্ত জীবের প্রাণদায়িনী শক্তি, যাঁর অঙ্গে শিরীষ-কুসুমের কোমলতা, যাঁর ললাট শশীসূর্য্যকরোজ্জ্বল, যাঁর সমীরণ মধু-গন্ধ-কুসুমশীকরবাহী, সে বঙ্গের জন্য আর ধন রত্ন ভিক্ষা কেন? চণ্ডীবর! মায়ের অন্যরূপ ধ্যান কর।

চণ্ডী। বর্হাপীড়াভিরামাং মৃগমদতিলকাং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডাং
কঞ্জাক্ষীং কম্বুকণ্ঠাং স্মিতসুভগমুখাং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
শ্যামাং শান্তাং ত্রিভঙ্গাং রবিকরবসনাং ভূষিতাং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থাং যুবতিশতবৃতাং ব্রহ্মগোপালবেশাং॥

বিজয়া। উঁহুঁ! তবে গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌-লুম কেন? চণ্ডীবর! মায়ের আর কোন রূপ কল্পনা কর।

চণ্ডী। এ কি মা কপালিনী! বিজয়লক্ষ্মী-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে কোন্ মহাপুরুষকে সমর-সজ্জায় সাজিয়ে দিচ্ছ মা!

কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥

বিজয়া। বল চণ্ডীবর! আবার বল—আবার বল।

চণ্ডী। দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

বিজয়া। আহা কি সুন্দর!—চণ্ডীবর! মাকে দেখাও—মাকে দেখাও। অসুরপীড়িত বঙ্গদেশে অভয়ার নাম প্রচার কর।

চণ্ডী। নিশুম্ভ শুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥
অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধা মাতা বলপ্রদা॥

বিজয়া। চণ্ডীবর! মায়ের পূজার ব্যবস্থা কর। রক্তনিষিক্ত অগণ্য জবার অঞ্জলি দিয়ে কপালিনীর আবাহন কর। ডাক—যুক্তকরে মাকে ডাক। মা মা ব'লে চীৎকার ক'রে যোগমায়ার নিদ্রাভঙ্গ কর। মা আমার আর একবার আসুন। আর একবার তাঁর অভয়বাণী দুর্ব্বল বাঙ্গালী-হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুক। বল্ মা প্রচণ্ডবলহারিণী! এক-বার বল্!—বহুকাল পূর্ব্বে দানবপদদলিত ধরিত্রীকে রক্ষা ক'র্‌তে, ইন্দ্রাদিদেবগণ সম্মুখে যে অভয়বাণী উচ্চারণ ক'রেছিলি, সেই বাক্য তোর এই অদৃষ্টনির্ভর সন্তানগুলোকে শুনিয়ে আর একবার বল্—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং॥

(প্রতাপ, শঙ্কর ও কমলের প্রবেশ)

কমল। এগিয়ে যান মহারাজ! আমি মুসলমান। হিঁদুর দেবতার কাছে আমি ত যেতে পার্‌ব না।

প্রতাপ। তোমারই জীবন সার্থক। তুমি মায়ের দর্শন পেয়েছ। আমরা অন্ধ। তাই কমল! আমরা কিছু দেখ্‌তে পেলুম না।

শঙ্কর। আর দেখ্‌বার প্রত্যাশা কই!

কমল। হতাশ হবেন না। এইখানে দেখেছি। ঠিক এইখানে। সে এক অপূর্ব্ব আলোক! এমনটী আর কখনও দেখিনি। তার গায়ের চারদিক থেকে যেন গ'লে গ'লে পড়্‌ছে। আহা!—মহারাজ! সে কি দেখ্‌লুম! আর একটু এগিয়ে যান। তা হ'লে বুঝি দেখ্‌তে পাবেন। আমি একটু দূরে থাকি। কি জানি, আমি থাক্‌লে তিনি যদি আর না দেখা দেন।

প্রতাপ। না কমল! তুমি থাক! তুমি ভাগ্যবান্‌, তুমি থাক্‌লে তোমার ভাগ্যে আমরা দেখতে পেলেও পেতে পারি। নইলে পাব না।

শঙ্কর। তাই ত মহারাজ! এখানে যে এক অপূর্ব্ব কুঞ্জ দেখ্‌ছি। এই অপূর্ব্ব কুঞ্জমধ্যে—মহারাজ! একি দেখি!—কি অপূর্ব্ব পাষাণ-ময়ী দেবীপ্রতিমা!

কমল। ওই!—জনাব ওই!

প্রতাপ। তাই ত শঙ্কর! একি বিচিত্র ব্যাপার! মায়ের অঙ্গ-জ্যোতিতে যথার্থ ই যে সমস্ত বন আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল!

কমল। হুজুর! এগিয়ে যান। এগিয়ে দেখুন, যা ব'লেছি তা ঠিক কি না। আমি আর যাব না। একটু দূরে থাকি।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। কে তুমি!

প্রতাপ। আপনি কে?

চণ্ডী। আমি এই স্থানাধিকারী।

শঙ্কর। এটী কোন্ দেবতার স্থান?

চণ্ডী। যদি হিন্দু হও, তা হ'লে এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। যদি হিন্দু না হও, তা হ'লে এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

প্রতাপ। মাতৃমূর্ত্তি ত দেখ্ ছি। কিন্তু মায়ের কি একটাও নির্দ্দিষ্ট নাম নেই?

চণ্ডী। যশোরেশ্বরী।

প্রতাপ। ইনিই যশোরেশ্বরী?

চণ্ডী। ইনিই যশোরেশ্বরী।

শঙ্কর। তা হ'লে, উভয় বন্ধুতে শুভলগ্নে ভাগ্যবশে যাঁকে দেখেছিলুম, তিনি কে?

চণ্ডী। তিনি এই পাষাণময়ীর প্রতিবিম্ব।

বিজয়া। না মহারাজ—সেবিকা।

প্রতাপ। এই যে,—এই যে স্বররূপিণী পাষাণী!

বিজয়া। মহারাজ! নিদ্রিতা পাষাণীকে জাগৃতা কর। মহাকালীর মূলমন্ত্রে তুমি এই পাষাণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর। কল্যাণী!

শঙ্কর। কল্যাণী!—কল্যাণী এখানে!

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। মহারাজ! আপনার বিপদের কথা শুনে, আমরা মায়ের পূজা দিতে এসেছি।

প্রতাপ। আমরা!

বিজয়া। কল্যাণী আছে, আরও আছে। ভগিনী! আলোক প্রজ্বলিত কর।

(কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

প্রতাপ। একি—মহিষী!

কাত্যা। হাঁ-মহারাজ!—দাসী। মহারাজ! বড় বিপন্না হ'য়ে, পুত্রকন্যা নিয়ে আজ মায়ের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি।

প্রতাপ। সে কি!—তুমি বিপন্না!

কাত্যা। বড়ই বিপন্না। স্বামীনিন্দা শ্রবণের মত বিপদ স্ত্রীলোকের আর কি আছে! সতী শ্রবণমাত্রে দেহত্যাগ ক'রেছিলেন।

প্রতাপ। তোমার বিপদ—

কাত্যা। বড় বিপদ।—আপনি কি নবাবের অত্যাচার থেকে কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে রক্ষা ক'রেছিলেন?

শঙ্কর। মা! সে ব্রাহ্মণকন্যা আপনারই সম্মুখে।

প্রতাপ। আমি রক্ষা করিনি—মা যশোরেশ্বরী রক্ষা ক'রেছেন।

কাত্যা। যিনিই করুন, কিন্তু যশোরে দুর্ণাম রটেছে আপনার।

শঙ্কর। দুর্ণাম রটেছে!

কাত্যা। কাজেই। নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে যশোর আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছেন। কে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌বে? কোথায় বিশাল বঙ্গভূমির শক্তিমান্ অধীশ্বর, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক বনভূমির অতি তুচ্ছ জমিদার! কাজেই এক সতীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে যে সহস্র সতীর মর্য্যাদা যায়! রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনাকে এ বিপদের কারণ নির্দ্ধারণ ক'রেছে। যশোর-

নগরী দেবহৃদয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের তুর্ণামে পরিপূর্ণ। প্রাণের যাতনায় দাসী, মা যশোরেশ্বরীর আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে।

প্রতাপ। যাকে প্রাণ ভ'রে ডাক। তিনিই রাণী কাত্যায়নীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌বেন।

গীত।

সখীগণ।

এস শুভদে বরদে শ্যামা।
শক্তি পাবক, রসনা লক লক,
তারক দেব-অভিরামা॥
হেমগিরিবর-শৃঙ্গে, কঠোর তুষার তটভঙ্গে,
ভার্ব্বিভঙ্গিনী, এস রণরঙ্গিণী;
জয়া বিজয়া সখী সঙ্গে—
এস অচিন্ত্য রূপধরা, বর অভয়-করা তারা গো।
কৃপা-হাস বিকাশ ত্রিযামা।
এস আকুল পলিত চিরধামা॥

প্রতাপ। মা! তা হ'লে আশীর্ব্বাদ কর, মায়ের কার্য্য ক'র্‌তে শুভযাত্রা করি।

বিজয়া। এই নাও, মাতৃদত্ত 'বিজয়া' অসি গ্রহণ কর।

প্রতাপ। প্রভু! আশীর্ব্বাদ করুন।

চণ্ডী। জয়োঽস্তু। গম্যতামর্থলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ, শত্রুপক্ষবিনাশায় পুনরাগমনায় চ।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটী—প্রাঙ্গণ।

বিক্রম ও ভবানন্দ।

বিক্রম। য়্যাঁ! বল কি! মালখানা লুট ক'র্‌লে!

ভবা। আজ্ঞে মহারাজ, ঠিক লুট নয়।

বিক্রম। আবার লুট নয় কেন! মালখানার চাবি কেড়ে নিয়েছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। টাকা আট্‌কেছে ত?

ভবা। আজ্ঞে।

বিক্রম। তবে আর লুটের বাকি কি? সব লুট।

ভবা। আজ্ঞে হাঁ এক রকম লুট বই কি।

বিক্রম। লুট সব লুট। ভবানন্দ! সব গেল। ছেলে হ'তেই আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। মান গেল—সম্ভ্রম গেল। মোগলের হাতে জবাই হ'তে হ'ল।

ভবা। উতলা হবেন না মহারাজ! বড় রাজকুমার অতি বুদ্ধিমান। তিনি যখন এমন কার্য্য ক'রেছেন, তখন নিশ্চয়ই এর ভেতর একটা না একটা মানে আছে।

বিক্রম। আর মানে আছে! মতিচ্ছন্ন ভবানন্দ—মতিচ্ছন্ন। ওসব মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। নইলে সে নবাবের সঙ্গে টক্কর দিতে যায়! গেল!—গেল—সব গেল! আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি,

কিছু রইল না। দুর্জ্জন সন্তান—দুষ্কর্ম্ম ক'রেছে—আমরা কোথা হতভাগাকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছি—টাকা কড়ি, বাদী দিয়ে নবাবকে তুষ্ট ক'রছি, হতভাগ্য সন্তান কি না আমাদেরই ওপর বিদ্রোহী হ'ল! সব পণ্ড ক'রলে! আজকে নবাবকে টাকা দেবার শেষ দিন। সেই টাকা আবদ্ধ হ'য়েছে। সর্ব্ব-নাশ হ'ল যে ভবানন্দ! আমার যশোর গেল! ক্রোধান্ধ নবাব পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। ভবানন্দ! আমার এমন সাধের যশোর আর রইল না। যাক্!—তারা শিবসুন্দরী! ভবানন্দ—আর কেন! কৌপীন ধর। স্ত্রীপুত্র নিয়ে অন্যত্র যাও। যশোরের ভীষণ অবস্থা আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই বেলায় মানে মানে স্ত্রীপুত্র পরিবারের ধর্ম্মরক্ষা কর। দুর্গা দুর্গম হরে—দুর্গা দুখ্ খ হরে।

ভবা। তাইত মহারাজ! ও কথাটা ত মনে ছিল না মহারাজ! নবাব ত সত্যি সত্যিই আস্‌বে বটে। তাইত মহারাজ! তা হ'লে কি করি মহারাজ!

বিক্রম। আমার পানে আর চেওনা ব্রাহ্মণ! ওপর দিকে চাও। তিনি না রক্ষা ক'রলে আমার বাবারও আর সাধ্যি নেই। তারা শিবসুন্দরী!

ভবা। যত নষ্টের মূল সেই বদ্‌মায়েস চক্রবর্ত্তী বামুন।

বিক্রম। না ভবানন্দ! তার অপরাধ কি?

ভবা। তাইত—তাইত! তারই বা অপরাধ কি! অপরাধ অদৃষ্টের।

বিক্রম। তাই বা কেন?

ভবা। তাইত—তাই বা কেন? অদৃষ্টের অপরাধ কি?

বিক্রম। চোখের ওপর দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে—তখন অদৃষ্ট কেন?

ভবা। জল জল ক'র্‌ছে—অদৃষ্ট—দেখা যায় না! শোনা কথা—শোনা কথা! অদৃষ্ট বেচারিরই বা অপরাধ কি!

বিক্রম। সমস্ত নষ্টের মূল আমার কুলাঙ্গার সন্তান।

ভবা। ঠিক ব'লেছেন মহারাজ!—সমস্ত নষ্টের মূল—

(কমল, প্রতাপ ও শঙ্করের প্রবেশ)

ভবা। আস্‌তে আজ্ঞা হয়—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিক্রম। কেও? প্রতাপ-আদিত্য? (প্রতাপের অভিবাদন)

শঙ্কর। জয়োঽস্তু মহারাজ!

বিক্রম। একি প্রতাপ! একি শুনলুম প্রতাপ! বহুদিনের অদর্শন—কোথায় আমরা দুই ভাই তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, তা না হ'য়ে তোমাকে দেখে কি না লজ্জায় আমাকে মাথা হেঁট ক'র্‌তে হ'ল!

শঙ্কর। মাথা হেঁট ক'র্‌তে হ'বে কেন মহারাজ! প্রতাপের অস্তিত্বে আপনার বংশের গৌরব, আপনার পিতৃনাম সার্থক।

ভবা। দু'শো বার, দু'হাজার বার।

শঙ্কর। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করুন।

ভবা। বস্, তাই করুন, সমস্ত লেঠা চুকে যাক্। চক্রবর্ত্তী মহাশয়! তা হ'লে' আমার হাতে মালখানার চাবিটে দিয়ে ফেলুন। আমি সালতামামী নিকেশ গুলো ক'রে আসি।' কাগজ পত্র গুলো সব হাওল মাওল হ'য়ে আছে। হারালে একেবারে সব মাটি। খেই ধর্‌বার উপায় নেই। দিন—চাবিকাটীটে টপ ক'রে

দিয়ে ফেলুন। আপনি শাদা সিধে লোক, চিরকাল কুস্তিগিরি ক'রে কাটিয়েছেন, হিসেব নিকেশের হাঙ্গামা কি আপনার পোষায়!

বিক্রম। এরূপ আচরণের অর্থ এক বর্ণও যে বুঝ্‌তে পার্‌লুম না প্রতাপ!

ভবা। আর বোঝ্‌বার দরকার কি?

বিক্রম। এ তুমি পাগলের মতন কি ব'ল্‌ছ ভবানন্দ! তুমি কি ব'ল্‌তে চাও—এ পুত্রযোগ্য কার্য্য?

ভবা। আজ্ঞে—আমি আজ্ঞে, উনি আজ্ঞে—যোগ্যও আজ্ঞে, অযোগ্যও আজ্ঞে।

বিক্রম। যাক্, যা ক'রেছ—ক'রেছ। দাও—এখন মালখানার চাবি দাও।

প্রতাপ। সেনাপতি! (সূর্য্যকান্তের প্রবেশ) মালখানার চাবি? (সূর্য্যকান্তের প্রতাপকে চাবি প্রদান)

ভবা। আরে ম'ল! সূয্যে—সে হ'ল সেনাপতি! এযে এক-পা এক-পা ক'রে নদে জেলাটাই যশোরে এল দেখ্‌ছি! সূয্যি গুহ—সূয্যে—যাকে আমরা ক্যাব্‌লা ব'ল্‌তুম। যা বাবা—সব মাটি!

প্রতাপ। এই নিন্—গ্রহণ করুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হ'ন যে, এ ধনাগার থেকে এক কড়া কড়িও আপনি পাপিষ্ঠ সেরখাঁর নিকট প্রেরণ ক'র্‌বেন না।

বিক্রম। তবে কি তুমি ব'ল্‌তে চাও, আমি এই বৃদ্ধ বয়সে মোগলের খোঁচা খেয়ে অপঘাতে ম'র্‌ব!

প্রতাপ। যে পাষণ্ড শক্তির অপব্যবহার করে, অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর অত্যাচার ক'র্‌তে অগ্রসর হয়, তার কাছে মাথা হেঁট করার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

বিক্রম। বল কি! আমার সোণার যশোর ইছামতীর জলে ভাসিয়ে দেব!

প্রতাপ। আর সোণা থাক্‌বে না মহারাজ! যশোরের অর্থে,যশোর-নারীর সতীত্বে যদি কৃমিকীটের তর্পণ হয়,তখন এ যশোর নরক হ'তেও অপবিত্র হ'বে। সেরূপ পিশাচভোগ্য স্থানের নদীগর্ভে গমনই শ্রেয়স্কর।

বিক্রম। তা—যদিই আমরা নবাবকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করি, সেত তোমারই জন্যে। তুমি অন্যায় না ক'র্‌লে আমাদেরই বা সেরখাঁর এত খোসামোদ কর্‌বার কি দরকার!

ভবা। রাম রাম! টাকা গুলো নয় ছয়। একটা আধটা—একেবারে একশো লাখ! একে টানাটানির সময়—রাম রাম! ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়—ন বিপ্রায়!

প্রতাপ। যদি অন্যায় ক'রে থাকি, আপনি আমাকে শত সহস্র-বার তিরস্কার করুন। তা ব'লে অন্যের সমক্ষে মর্য্যাদারক্ষা, পুত্র কি পিতার কাছে প্রত্যাশা ক'র্‌তে পারে না?

বিক্রম। পথে যেতে যেতে—কোথাকার কে—তার স্ত্রী—

প্রতাপ। কোথাকার কে নয় মহারাজ! এই ব্রাহ্মণসন্তান।

বিক্রম। য়্যাঁ!

প্রতাপ। এই শঙ্করের গৃহিণী—তাঁর ওপর অত্যাচার!

ভবা। য়্যাঁ!

বিক্রম। শঙ্করের গৃহিণী!

শঙ্কর। মহারাজ অন্য কারও নয়, আপনার আশ্রিত এই ব্রাহ্মণ-সন্তানেরই ওপর অত্যাচার!

বিক্রম। তোমার ওপর অত্যাচার! (কল্যাণীর প্রবেশ) ইনি কে? ইনি কে?

শঙ্কর। উনিই আপনার নন্দিনী।

কল্যাণী। পিতা! গৃহস্থের বউ—প্রাণের যাতনায় লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিয়ে রাজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'য়েছে।

বিক্রম। এই আমার মা জননী শঙ্কর-ঘরণী! তোমার ওপর অত্যাচার!

কল্যাণী। পিতা! নন্দিনী কি আশ্রয়দানের যোগ্য নয়?

বিক্রম। যোগ্য নও, এমন কথা কোন্ মুখে ব'লব মা! হিঁদু ব'লে ত আপনাকে পরিচয় দিই। ভক্তি থাক্ আর না থাক্, অন্ততঃ দু এক বার মায়ের নাম মুখেও ত উচ্চারণ করি! তুমি সেই মায়ের অংশ, তা'তে ব্রাহ্মণ কন্যা—তুমি আশ্রয়দানের অযোগ্য—একথা ব'লূলে আমার জিব যে খ'সে যাবে মা!—তারা শিবসুন্দরী!—ভবানন্দ! তুমি ছোটরাজাকে ডেকে নিয়ে এস। (ভবানন্দের প্রস্থান) ইচ্ছাময়ী তারা! তোমারই ইচ্ছা মা!—তোমারই ইচ্ছা! তোমারই ইচ্ছায় যশোর হ'য়েছে; আবার তোমারই ইচ্ছায় যদি সে যশোর যায়, ত যাক্!—প্রতাপ! তুমি ছোটরাজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল বিবেচনা হয় কর। অপরাধ নেই—অপরাধ নেই। তোমার ক্রোধ হ'বার বিশেষ কারণ আছে। আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রলুম! মা লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দাও।—দুর্গা দুর্গম হরে—

[প্রস্থান।

প্রতাপ। ও দিকের সংবাদ কিছু জান সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। শুনলুম—মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেরখাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে পরাস্ত ক'রেছেন।

প্রতাপ। যেমন সেরখাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে শালূকে পার হ'য়েছে, অমনি বন্দোবস্ত মত চারিদিক থেকে চার দল বাঘের মত ঝাঁপিয়ে

পড়ে। যশোর বিজয় ক'র্‌তে এসে, তারা উল্‌টে যে এরূপ ভাবে আক্রান্ত হ'বে তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। কাজেই সে আক্রমণের বেগ রোধ কর্‌বার তারা বিশেষ রকম বন্দোবস্তও ক'র্‌তে পারেনি। সম্মুখে, পশ্চাতে, উভয় পার্শ্বে—চারিদিক থেকে তীব্রবেগে আক্রান্ত হ'য়ে তারা তিন চার ঘণ্টার ভেতরেই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে।

সূর্য্য। ভৃত্যকে শুধু স্বজাতিদ্রোহী ক'র্‌তে যশোরে রেখে গেলেন। এ মোগল-জয়ের আনন্দ আমি অনুভব ক'র্‌তে পার্‌লুম না।

শঙ্কর। দুঃখ কেন সূর্য্যকান্ত! দুই দিন পরে সমস্ত বাঙ্গালাই যে হ'বে তোমার বীরত্বের লীলাভূমি।

প্রতাপ। তোমারই শিক্ষিত সৈন্যের গুণে আমি এ বিপুল বাহিনীকে পরাজয় ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছি।

সূর্য্য। সেরখাঁর সৈন্যের অবস্থা কি?

প্রতাপ। কতক দল ভাগীরথীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার অর্দ্ধেকের উপর হত হ'য়েছে! কতক দল বেড়া জালে ঘেরা হ'য়ে ধরা প'ড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সেরখাঁ ধরা পড়েনি; শরীররক্ষী সৈন্য নিয়ে সে বরাবর উত্তর মুখে পালিয়েছে।

সূর্য্য। মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয় অসম্পূর্ণ থাকে না। সেরখাঁ ধরা পড়েছে।

উভয়ে। ধরা প'ড়েছে!

সূর্য্য। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ!

প্রতাপ। যে ধ'রেছে সূর্য্যকান্ত! সে যদি আমার যশোর নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, ত তাকে আমি যশোর দিতে প্রস্তুত আছি।

সূর্য্য। কে যে ধ'রেছে তার ঠিক ক'র্‌তে পারিনি। মামুদ, মদন, সুখময়—তিনজনেই নবাবের অনুসরণ ক'রেছিল, কিন্তু, আমি

ধ'রেছি—এ কথা কেউ স্বীকার ক'র্‌তে চায় না। সুখময় বলে—মদন ধ'রেছে, মদন বলে—মামুদ ধ'রেছে, মামুদ বলে—সুখময় মদন নবাবকে গ্রেপ্তার ক'রেছে।

শঙ্কর। মহারাজ! তারা যশোরপতির প্রেমের ভিখারী—রাজ্যের ভিখারী নয়।

সূর্য্য। সুন্দর নবাবকে সঙ্গে ক'রে যশোরে আন্‌ছে। সুখময় মদন রাজমহল লুঠ্‌তে চ'লে গেছে।

প্রতাপ। তুমি এগিয়ে যাও। মর্য্যাদার সহিত নবাবকে এখানে নিয়ে এস। [সূর্য্যকান্তের প্রস্থান।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত। (ফারমান শঙ্করের হস্তে প্রদান) তুমি যশোরেশ্বর হ'য়েছ, এ হ'তে আনন্দের কথা আর কি আছে প্রতাপ! আমরা বৃদ্ধ হ'য়েছি। এখন অবসর গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌লেই ত আমরা নিশ্চিন্ত।

প্রতাপ। মহারাজ বসন্ত রায়ের আমি একজন সামান্য ভৃত্যমাত্র। শুধু কার্য্যানুরোধেই আমি যশোরেশ্বরের নাম গ্রহণ ক'রেছি।

বসন্ত। না, তা কেন? আমরা সানন্দ-চিত্তে তোমার হাতে রাজ্যভার প্রদান ক'র্‌ছি। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মঙ্গলার্থে আমাকে যখন যে কার্য্য ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌বে, আমি হৃষ্টান্তঃকরণে তখনি সে কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ব। আমাকে আজ থেকে তুমি যশোরের রাজকর্ম্মচারী ব'লেই জ্ঞান কর। তার পর শোন, নবাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি কোনও অংশে সমকক্ষ নয় মনে ক'রে, অর্থে ও ক্রীতদাসী উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট ক'র্‌বার চেষ্টা ক'রেছি। এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি, আমি সেই মত কার্য্য ক'র্‌তে প্রস্তুত।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। আমি আর কতক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌ব মহারাজ! নবাব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আমার প্রতীক্ষা ক'র্‌ছেন। উত্তর শুনে যোগ্য পার্য্য ক'র্‌বেন।

বসন্ত। উত্তর আর আমি দেবার অধিকারী নই। যার জন্যে নবাবের সঙ্গে আমাদের মনোমালিন্যের সূত্রপাত, তিনি এই আপনার সম্মুখে। ইনিই এখন যশোর-রাজ্যেশ্বর মহারাজ প্রতাপ-আদিত্য। উত্তর আপনি এঁর কাছেই শুন্‌তে পাবেন।

দূত। ও! মহারাজ বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে জুয়াচুরি বিদ্যাটাও আয়ত্ত ক'রেছেন দেখ্‌ছি!

শঙ্কর। সাবধান দূত! দূতের যোগ্য কথা কও।—অন্য হ'লে. এখনি আমি তার শাস্তি বিধান ক'র্‌তুম।

দূত। তুমি আবার কে?

বসন্ত। উনি যশোরপতির প্রধান মন্ত্রী।

দূত। তা হ'লে দেখ্‌ছি—এক সঙ্গে অনেক কমবখ্‌তের মর্‌বার পালক উঠেছে।

প্রতাপ। শঙ্কর! এ দূতকে উত্তর দেবার ভার আমি তোমার উপরেই অর্পণ ক'র্‌লুম।

কমল। গোলাম কাছে থাক্‌তে আপনারা জবাব দেবেন কেন? আওরতের ওপরেই যার জুলুম জবরদস্তী—এমন নবাব—তার দূত। তাকে ঠিক জবাব আপনারা দিতে পার্‌বেন কেন? জবাব আছে এই কমল মিয়ার কাছে। কি মিয়া সাহেব! জবাব মেরে? তা হ'লে এস এই—নাও। (পাদুকা উন্মোচন) আগ্রার নাগরা মিয়া! একেবারে খাস বাদ্‌শার সহর—বড় মোলায়েম!—রাস্তা হেঁটে তলা ক্ষয়ান আমার

বড় একটা অভ্যাস নেই। এই নাও, তোমার মনিবকে বক্‌সিস্‌ ক'র্‌লুম। (নাগরা নিক্ষেপ)

বসন্ত। হাঁ—হাঁ!

দূত। বেশ, আমিও গ্রহণ ক'র্‌লুম। [প্রস্থান।

বসন্ত। এ তোমরা কি ক'র্‌লে?

প্রতাপ। যে নরাধম অবলাকে নিঃসহায় দেখে তার ওপর বল প্রয়োগে অগ্রসর হয়, এই হ'চ্ছে তার উপযুক্ত উত্তর।

বসন্ত। তুমি যাই বল—আর যাই কর—আর যাই হও—তোমার এ বালকত্ব আমি অনুমোদন ক'র্‌তে পার্‌লুম না। নবাবকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রে যদি এ বীরত্ব দেখাতে পার্‌তে, তখন তোমার এ অহঙ্কার সাজ্‌ত। বাঙ্গালায় বাক্যবীরের অভাব নেই। যাক্‌—এখন রাজ-কার্য্যের ভার বুঝে নিতে চাও ত আমার সঙ্গে এস।

প্রতাপ। ব'লেছি ত মহারাজ! যশোরপতি বসন্ত রায়ের আমি একজন তুচ্ছ প্রজা। আপনি বর্ত্তমানে আমি রাজ্যভার গ্রহণ ক'র্‌তে পারি—নিজেকে আমি এমন কার্য্যক্ষম কখনও মনে করি না। দাসের প্রতি রুষ্ট হ'বেন না। তার মনের অবস্থা বুঝে ক্ষমা করুন।

বসন্ত। তা হ'লে যে কার্য্য সামান্য অর্থব্যয়ে মীমাংসিত হ'ত, তার জন্যে তুমি কিনা রক্ত-স্রোতে ধরণী ভাসাতে চ'ল্‌লে! নিজের স্ত্রী, পুত্র পরিবারবর্গকে বিপন্ন ক'র্‌লে! কাজটা কি বুদ্ধিমান্‌-যোগ্য হ'ল প্রতাপ!

[নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়।]

(সঙ্গীসহ সুন্দরের প্রবেশ)

সুন্দর। দাদাঠাকুর!—দাদাঠাকুরকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা যে।

শঙ্কর। এই যে ভাই সুন্দর!

সুন্দর। এই যে দাদাঠাকুর—দাদাঠাকুর! কাম ফতে। মায়ের ওপর জুলুমের শোধ—শয়তান গ্রেপ্তার।

শঙ্কর। সম্মুখে মহারাজ—আগে তাঁকে সেলাম কর।

সুন্দর। মহারাজ!—মহারাজ! চোখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনা জনাব। মাফ্‌ করুন।

প্রতাপ। মাফ্‌ কি সুন্দর! তোমরা আমার হৃদয়ের সার সম্পত্তি—আদরের ভাই।

সুন্দর। মহারাজের পায়ে পাগ্‌ড়ী রাখ্‌তে, সে শয়তান এখনি আপনার কাছে আস্‌ছে। দীন দুঃখীর মা বাপ্‌! আপনাদের এ ঋণ পরিশোধ হবার নয়। তবু গোলামদের যৎকিঞ্চিৎ নজরানা—নবাবের তাবু লুঠ ক'রে পাওয়া গেছে।

প্রতাপ। ভাই সব! এ তোমাদের উপার্জ্জিত সম্পত্তি তোমরাই গ্রহণ কর।

সুন্দর। একি হুকুম করেন জনাব! এ ত যৎকিঞ্চিৎ! সুখো মদ্‌নাকে রাজমহল লুঠ ক'র্‌তে পাঠিয়েছি। দেখি, তারা কি এনে উপস্থিত করে। ইচ্ছা হয় রাজমহলটা তুলে এনে আপনার পায়ের কাছে বসিয়ে দিই।

প্রতাপ। সম্মুখে মহারাজা—এ সব উপঢৌকন তাঁকে প্রদান কর। তুমি আমি—সকলেই মহারাজের প্রজা।

শঙ্কর। যত শীঘ্র পার, মা যশোরেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা কর।

[শঙ্করের প্রস্থান।

বসন্ত। এ সব কি প্রতাপ?

প্রতাপ। আপনার আশীর্ব্বাদ।

বসন্ত। ভেতরে ভেতরে এমন অদ্ভুত আয়োজন ক'রেছ প্রতাপ

যে, বাঙ্গালার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌লে! তাকে পরাস্ত ক'রে বন্দী ক'র্‌লে! আমি যে একটু আগে তোমাকে উন্মাদ স্থির ক'রেছিলুম। কুলনাশন পিতৃদ্রোহী সন্তান জ্ঞানে মনে মনে আমি যে কত আক্ষেপ ক'র্‌ছিলুম! --প্রতাপ! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—তুমি কি! ব'ল্‌তে পার্‌ছি না--তুমি কে! কোন্ সাগর লক্ষ্যে এ নবোদ্ভূত জীবনস্রোত প্রবাহিত হ'বে—আমি কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না প্রতাপ!

প্রতাপ। দাস আমি—আশীর্ব্বাদ করুন, যাতে বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত যশোরের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে পারি। রাজা বসন্ত রায়ের কাছে বাঙ্গালার নবাবকে আর যেন কর আদায় ক'র্‌তে না আস্‌তে হয়।

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের জয়।)

(বিক্রমের প্রবেশ)

বিক্রম। ও বসন্ত! ও বসন্ত!—এল যে!—ও বসন্ত!

বসন্ত। ভয় নেই মহারাজ!

বিক্রম। তা ত নেই। কিন্তু—এল যে! আল্লা-আল্লা ক'রে এল যে!

বসন্ত। আমাকে বিশ্বাস করুন—নিশ্চিন্ত হ'ন। ও আমাদের পাঠান-সৈন্য জয়োল্লাস দেখাচ্ছে। সেরখাঁ আপনাকে সেলাম দিতে আস্‌ছে।

বিক্রম। সত্যি!

বসন্ত। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘরে যা'ন। নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঈশ্বর আরাধনা করুন। আর কায়মনোবাক্যে প্রতাপের মঙ্গল কামনা করুন।

বিক্রম। বটে, বটে!—দুর্গা (ইত্যাদি)।

[প্রস্থান।

(ভবানন্দ, সূর্য্যকান্ত ও সৈন্যবেষ্টিত সেরখাঁর প্রবেশ ; সেরখাঁ কর্ত্তৃক বসন্ত রায়ের সম্মুখে উষ্ণীষ রক্ষা।)

ভবা। (স্বগত ওরে বাবা! ক'র্‌লে কি!

বসন্ত। প্রতাপ!

প্রতাপ। বন্দী সম্বন্ধে মহারাজের যা অভিরুচি।

বসন্ত। আসুন নবাব—আমার সঙ্গে আসুন।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। ভাই সব! তোমরা সবাই মিলে মা যশোরেশ্বরীর যশোরের সীমা বৃদ্ধি কর। হিন্দু মুসলমান—এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহ-রস-সিঞ্চিত। বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা-কার্য্যে প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়—এস ভাই সব —আমরা এক প্রাণে, এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি। পরস্পরের সহায়তায় বঙ্গে মহাযশোরের প্রতিষ্ঠা করি। মাতৃসেবা-কার্য্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই,—বঙ্গসন্তান।

সকলে। বঙ্গসন্তান।

প্রতাপ। সেই মা—সেই বঙ্গের জয় ঘোষণা কর।

সকলে। জয় বাঙ্গালার জয়—জয় যশোরেশ্বরীর জয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

যশোহর—কাছারীবাটী।

গোবিন্দ রায় ও ভবানন্দ।

গোবিন্দ। কি হ'ল ভাই ভবানন্দ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ সব কাণ্ড-কারখানা হ'ল কি!

ভবা। হবে আবার কি! চিরকাল যা হ'য়ে আস্‌ছে, তাই হ'য়েছে। দিন দুই তুমতাড়াকি, তার পর সব ফাঁক। থাক্‌তে থাক্‌বেন আপনারা—ও ত গেল! দ্রোণ গেল, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল রথী! আকবরের সঙ্গে লড়াই! হিন্দুস্থানের বড় বড় রাজারা কোথায় তল হ'য়ে গেল—কাবুল গেল, কাশ্মীর গেল, দ্রিবিড় গেল, দ্রাবিড় গেল, অমন মহাবীর মহারাণা প্রতাপ—সেই বড় সব ক'র্‌লে! দায়ূদখাঁ—বাঙ্গালার নবাব—তিন লাখ সেপাই, দশ লাখ হাতী, বিশ লাখ ঘোড়া—সেই কোথায় ভেসে গেল, তা প্রতাপ! চক্রবর্ত্তী হ'ল মন্ত্রী, গুহর বেটা হ'ল সেনাপতি! আর সুখো মদ্‌না হ'লু কি না সুবেদার, আর মাম্‌দো বেটা হ'ল রেসেলদার! হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। কাল তারা কালকের ছোঁড়া—ন্যাংটো হ'য়ে আমার সুমুখে চাল-ডিগ্‌ডিগ্‌ খেলেছে—আজ তারা হ'ল লড়ায়ে! ও গিয়ে র'য়েছে—আপনি ঠিক জেনে রাখুন।—উরকুনির বিটি কুর্‌কুনি—তার বিটি হীরে—এত ছালন থাক্‌তেরে আমা অম্বলে ভাসে জীরে! মোগল গেল, পাঠান গেল, রাজপুত গেল, শিখ গেল,—দুর্ব্বলসিং তেতো-বাঙ্গালী হ'ল কি না লড়ায়ে!—গোবিন্দ—গোবিন্দ!

গোবিন্দ। কিন্তু এই বাঙ্গালীইত সেরখাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারিয়ে দিয়েছে!

ভবা। তারা কি লড়াই ক'রেছে! সুখো যমুনার সঙ্গে লড়াই—আমাদেরই যে লজ্জা করে! তা তারা ত প্রকৃত যোদ্ধা। তারা খেল্লায় অস্ত্র ধরেনি। বড় বড় মাল, এই এমন পালোয়ান, কুস্তিগীর কোঁকড়া চুলো যমদূত হাব্সী—জ্রেদমখাঁ, হনুমান সিং—হাতীর ল্যাজ ধ'রে ঘুরায়!—তারা না মেনী বাঙ্গালীকে দেখেই, অস্ত্রশস্ত্র না ফেলে, গোঁফে চাড়া দিতে দিতে, চোখ রাঙিয়ে, হুম্‌কি মেরে কাজ সেরেছে।

গোবিন্দ। কাজ সারলে ত হেরে ম'ল কেন?

ভবা। আমোদ—আমোদ। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে লড়াই ক'রতে আমরা আমোদ ক'রে হারি না! আমোদ—আমোদ।

গোবিন্দ। তাতে ত আর মানুষ ম'রে যায় না! এ যে অর্দ্ধেকের ওপর নবাবের ফৌজ কাবার হ'য়ে গেছে!

ভবা। লজ্জায়—লজ্জায়। ভেতো বাঙ্গালীর সঙ্গে লড়াই ক'রতে হ'ল ব'লে, লজ্জায় তারা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে ম'রেছে।

গোবিন্দ। আর নবাব যে ধরা প'ড়ল, তার কি?

ভবা। কিন্তু তার গায়ে যাদু হাত দিতে পার্‌লেন না! যাদু সে দিকে খুব টন্‌কো। ছোটরাজার হাতে ভার দিয়ে বলা হ'ল—খুড়ো মহাশয়! আপনি যা করেন। শেষ রক্ষা ক'রতে, ম্যাও ধ'রতে ছোটরাজা। ছোটরাজা নবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে, বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে, নবাবকে মানে মানে দেশে পাঠিয়ে দিলেন, তবে না দেশ রক্ষা হ'ল। নইলে সেই দিনেই ত সব গিছ্‌ল! নবাবের একটী হুকুমের অপেক্ষা ছিল। ছোটরাজা না থাক্‌লে হুকুম দিয়েছিল আর কি! আপনার দাদাকে কিছু ব'লুক আর নাই ব'লুক, ও বেটাদের ত কড় কড় ক'রে বেঁধে নিয়ে যেত।

গোবিন্দ। বাধ্‌ত কে?

ভবা। নবাবের হুকুম—কে কোথা থেকে এসে তামিল কর্‌ত তার ঠিক কি। মাটি থেকে সেপাই গজিয়ে উঠ্‌ত, হারেরেরে ক'রে একেবারে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ঘাড়ে প'ড়্‌ত। হবোচন্দ্র রাজার গবোচন্দ্র মন্ত্রী। কই মন্ত্রীমহাশয় নিজে নবাবের ভার নিতে পার্‌লেন না! নবাব ত আবার ড্যাংড়েঙিয়ে সেই রাজমহল চ'লে গেল।

গোবিন্দ। চ'লে ত গেল, কিন্তু ওদিক থেকে যে সুখময় রাজ-মহল লুঠে দশ ক্রোর টাকা নিয়ে এল।

ভবা। মেকি—মেকি। টাকা বাজিয়ে দেখুন—একেবারে চ্যাপ্‌চ্যাপ্‌। আওয়াজ নেই।

গোবিন্দ। কিন্তু সেই টাকাতে ধুমধাট ব'লে একটা প্রকাণ্ড সহর তৈরী হ'য়ে গেল!

ভবা। ক'দিন বাঁচ্‌বে। ভোগ হ'বে না—রাজকুমার—ভোগ হ'বে না। (বুকে হাত বুলাইয়া) উঃ! গোবিন্দ—গোবিন্দ! দর্পহারী! তুমিই সত্য! সে সব কিছু নয়—কিছু নয়।

গোবিন্দ। কিছু নয় ব'ল্‌লে চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! ঠেলায় তোমাকে কুঁড়োজালি ধরিয়েছে, গোবিন্দ বলিয়ে ছেড়েছে।

ভবা। তারা—তারা!

গোবিন্দ। কিছু নয় ব'ল্‌লে ত চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! বনকাটা নগর অমরাবতীকে হার মানিয়েছে। সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গালা দখল ক'রে এসেছে। সব ভূঁইয়ারা দাদাকে বড় মেনে মাথা হেঁট ক'রেছে। আর কিছু নয় ব'ল্‌লে ত চ'ল্‌ছে না ভবানন্দ! উড়িষ্যার দুর্দ্দান্ত পাঠান কতলুখাঁ—সেও এসে দাদাকে প্রধান ব'লে স্বীকার ক'রে কর দিয়ে গেছে। এই তিন মাসের ভেতর বাঙ্গালা জয়। হিন্দুস্থান জয় ক'র্‌তে তার ক'দিন লাগ্‌বে! চারিদিক

থেকে হুড়হুড় ক'রে টাকা, সাগর-স্রোতের মতন ধনরাশি, পিপীলিকা-শ্রেণীর মতন মানুষ ধূমঘাটে প্রবেশ ক'র্‌ছে। একবার গিয়ে দেখে এস—ব্যাপার কি! কাল ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, দু'দিন পরেই দাদার রাজ্যাভিষেক। কিছু না—কেমন ক'রে বল্‌বে তুমি ভবানন্দ!

ভবা। জ্বলে গেল রাজকুমার—প্রাণ জ্বলে গেল। বড় যাতনা—আপনারি সে উন্নতি দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

গোবিন্দ। দেখ্‌বার উপায় কই! আমার সেরূপ সহায় কই!

ভবা। আমি আছি। দেখুন আপনি—দু'দিন দেখুন, আমি কি ক'রে উঠ্‌তে পারি। সে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আর আমিও ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ। পিতা পর্য্যন্ত দাদার পক্ষপাতী।

ভবা। ঘুরিয়ে দেব—দু'দিন অপেক্ষা করুন—সব ঘুরিয়ে দেব। ওই ধূমঘাট আপনাদের ক'রে দেব, তবে আমার নাম ভবানন্দ শর্ম্মা।

গোবিন্দ। কেমন ক'রে দেবে?

ভবা। কেমন ক'রে দেব?—যখন দেব, তখন জান্‌বেন। যদি আপনি ঈশ্বরেচ্ছায় বেঁচে থাকেন, তা হ'লে দেখ্‌তে পাবেন দাদা আপনার মারামারি কাটাকাটি ক'রে যা ক'রে যাচ্ছেন, সে সমস্ত রাজা গোবিন্দ রায়ের জন্যে। বিনা রক্তপাতে আপনাকে ধূমঘাটের সিংহাসনে বসাব।

গোবিন্দ। ভবানন্দ! এমন দিন কি আস্‌বে?

ভবা। এসেছে—আস্‌বে কি! প্রতাপ-আদিত্য রায় আপনার জন্যে রাজলক্ষ্মী ঘাড়ে ক'রে ধূমঘাটে নিয়ে আস্‌ছে।

গোবিন্দ। ভগবান যদি সে দিন দেন,—তা হ'লে ভবানন্দ! তুমিই আমার মন্ত্রী, তুমিই আমার সেনাপতি, আমি শুধু নামে রাজা, তুমিই আমার সব।

ভবা। আমি—আমি—কিছু নয়, কিছু নয়—শুধু দর্পহারী—গোবিন্দ মধুসূদন।

(রাঘব রায়ের প্রবেশ)

রাঘব। দাদা—দাদা! বাজী মাত্!

ভবা। মাত্?

রাঘব। মাত্।

গোবিন্দ। কিসের বাজী মাত্?

ভবা। ঠিক ব'লছ ত?

রাঘব। ঠিক ব'লছি।

ভবা। জয় গোবিন্দ—কালী দুর্গা—দর্পহারী ত্রিপুরারি—কাম ক'তে। বাজী মাত্।

গোবিন্দ। এ সব কি! বাজী মাত্ কি? কিছুই ত বুঝ্তে পারছি না ভবানন্দ!

ভবা। সে কি! আপনি জানেন না!

গোবিন্দ। না।

রাঘব। রাজ্যভাগ।

গোবিন্দ। রাজ্যভাগ!—কবে?—কখন?

রাঘব। আজকে—এইমাত্র।

গোবিন্দ। হাঁ দাওয়ানজী মশায়! আমাকে ত এ কথা কিছু বলনি?

ভবা। কাজ না শেষ হ'লে কেমন ক'রে ব'লব ভাই!

রাঘব। জ্যেষ্ঠ মশায় নিজে ভাগ ক'রে দিলেন।

গোবিন্দ। কি রকম ভাগ হ'ল?

রাঘব। দাদা দশ আনা, আর আমরা ছয় আনা।

গোবিন্দ। এইতেই আহ্লাদে আট খানা হ'য়ে বাজী মাত্ ব'লে ছুটে এলে!

ভবা। আগে ভায়াকে ব'ল্‌তে দিন—

গোবিন্দ। আর ব'ল্‌বে কি! দশ আনা ছয় আনা—কেন? আমরা কি সাগরে ভেসে এসেছি?

ভবা। অনুগ্রহ ক'রে একটু চুপ করুন, আগে শেষ পর্য্যন্ত শুনুন। ছয় আনা নয়—আমার কারসাজীতে ছয় আনাই ষোল আনা। হাঁ রাঘব! চাকসিরি কোন্ তরফ?

রাঘব। ছোট তরফ।

গোবিন্দ। চাকসিরি!

রাঘব। (সোল্লাসে) চাকসিরি দাওয়ানজী মশায় ক'রে দিয়েছেন।

ভবা। কেমন রাজকুমার! একা চাকসিরি দশ আনা নয়?

গোবিন্দ। একি তুমি ক'রলে?

ভবা। আমি কে? কালী ক'রেছেন, গোবিন্দ ক'রেছেন। দেখি—সব বিষয়েই আপনি ফাঁকি পড়েন, কাজেই একটা ব'ড়ের কিস্তী দেওয়া গেছে।

গোবিন্দ। তা হ'লে ত ভারি মজা হ'য়েছে!

রাঘব। ভারি মজা দাদা—ভারি মজা!

ভবা। আপনারা দু'দিন অপেক্ষা করুন, আমি আরও কত মজা দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখে আসুন—দেখে আসুন।

গোবিন্দ। এরা এখনও আছে—না চ'লে গেছে?

রাঘব। চ'লে গেছে।

গোবিন্দ। তবে চল দেখে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ভবা। (স্বগত) এই এক চাকসিরিতেই আগুন ধরাব, এ সংসার ছারখার না দিতে পার্‌লে আমার নিস্তার নেই। বোম্বেটে সাহেব রডা,—তার সঙ্গে গোপনে গোপনে ভাব ক'রেছি, ঘর-সন্ধানী আমার সাহায্যে সে একেবারে এদেশের লোককে ত্যক্ত বিরক্ত ক'রে তুল্‌বে। আগেত ঘর সাম্‌লান, তার পর দেশ জয়। আর ধন্মমণিকে, ঘরও সাম্‌লাতে হচ্ছে না, আর দেশ জয়ও ক'র্‌তে হচ্ছে না। আগুন ধ'রেছে—আগুন ধ'রেছে। ওই চক্রবর্ত্তীর পোর সঙ্গে বড়-রাজকুমার ফিরে আসছে। কি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আস্‌ছে আড়াল থেকে শুন্‌তে হচ্ছে।

[প্রস্থান।

(শঙ্কর ও প্রতাপের প্রবেশ)

শঙ্কর। এ আপনি কি ক'র্‌লেন? আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেন না? আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে বিষয় ভাগ ক'র্‌লেন! চাকসিরি ছেড়ে দিলেন!

প্রতাপ। এখন উপায় কি?—নিজে হাতে ক'রে যে ভাগ ক'রে দিয়েছি। চাকসিরি পরগণার আয়—সকল পরগণার চেয়ে বেশী। নিজে নিলে পাছে খুল্লতাত রুষ্ট হন, এই জন্যে চাকসিরি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। ভবানন্দ আমাকে আগে থাক্‌তে ব'লেছিল যে, চাকসিরি পরগণাটা ছোটরাজার নেবার একান্ত ইচ্ছা, বলে—আপনি উড়িষ্যা-বিজয়ে যে গোবিন্দ-বিগ্রহ এনেছেন, ছোটরাজার ইচ্ছা—এই চাকসিরি সেই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন।

শঙ্কর। সে যাই হোক্, চাকসিরি আপনাকে হস্তগত ক'র্‌তেই হ'বে। চাকসিরি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান—বন্দর কর্‌বার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ফিরিঙ্গি রডার আক্রমণ থেকে গৃহরক্ষা ক'র্‌তে হ'লে যেমন ক'রে

হোক্ চাকসিরি আপনাকে নিতেই হ'বে। নিজের ঘর সুরক্ষিত না রেখে, আপনি কেমন ক'রে পররাজ্য জয় ক'র্‌তে বহির্গত হ'বেন? পদে পদে যখন স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের অপহৃত হ'বার আশঙ্কা, তখন কেমন ক'রে আমরা বাইরে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌ব। এই সে দিন শুন্‌লুম—ধূমঘাট থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান থেকে তারা লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে। পাঁচ ক্রোশের ভেতরে যখন আস্‌তে পেরেছে, তখন ধূমঘাটে আস্‌তেই বা তাদের কতক্ষণ? বাইরে বেরিয়ে আমরা পাটনা বেহার দখল ক'র্‌লুম, বাড়ীতে এসে শুন্‌লুম—রাণী, কল্যাণী, ছেলে, মেয়ে—সব চুরি হ'য়ে গেছে!

প্রতাপ। যেমন ক'রে হোক্ চাকসিরি চাই।

শঙ্কর। যেমন ক'রে হোক্ চাইই চাই। রডা দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। রডার গতিরোধ না ক'র্‌তে পার্‌লে বাঙ্গালা উদ্ধারের যত আয়োজন—সব বৃথা। আপনি বঙ্গেশ্বর, ক্ষুদ্র যশোর আপনার লক্ষ্যস্থল নয়। পৈতৃক যা কিছু পেয়েছেন—সমস্ত দিয়েও যদি চাকসিরি পান, তাতেও আপনি গ্রহণ করুন।

(ভবানন্দের প্রবেশ)

প্রতাপ। ভবানন্দ, ছোটরাজা কোথা?

ভবা। তিনি ত মহারাজ, এই একটু আগে ধূমঘাট যাত্রা ক'রেছেন।

প্রতাপ। চ'লে গেছেন, ঠিক জান?

ভবা। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, এই মাত্র যাচ্ছেন: কাল্‌কে পূর্ণিমায় ধূমঘাটে মহালক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা, তিনি আগে থাক্‌তেই তার আয়োজন ক'র্‌তে গেছেন।

প্রতাপ। তা হ'লে চল, সেই স্থানেই যাই।

ভবা। কেন, বিশেষ কি কোন প্রয়োজন ছিল?

প্রতাপ। হাঁ৷ ভবানন্দ! চাকসিরি যে সমুদ্রতীরে—সেটা ত আমায় আগে বল নি!

ভবা। আজ্ঞে—তা হ'লে ত বড়ই ভুল হ'য়ে গেছে। সমস্ত ব'লেছি, আর ওইটে বলিনি! তবে ত বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি!

প্রতাপ। না—অন্যায় কেন? তুমি ত আর ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপন কর নি!

ভবা। অন্যায় বই কি! রাজসংসারে যখন চাকরী ক'র্‌তে হ'বে, তখন এমন মারাত্মক ভুল হ'লেই বা চ'ল্‌বে কেন? কি বলেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়?

শঙ্কর। তাত বটেই।

ভবা। হিসেব নিকেশের কাজ, তাতে একেবারে সমুদ্দুর ভুল! তাল, চাকসিরি যদি আপনি নিয়ে থাকেন, আমি এখনি ছোটরাজাকে নিতে অনুরোধ ক'র্‌ছি।

প্রতাপ। ছোটরাজাকেই চাকসিরি দেওয়া হ'য়েছে।

ভবা। বস্, তবে ত সকল আপদ চুকে গেছে। হাঙ্গামা পোহাতে হয়, ছোটরাজাই পোহাবেন।

প্রতাপ। সেটাকে আবার আমি ফিরিয়ে নিতে চাই, কি ক'রে পাই ভবানন্দ?

ভবা। তার আর কি! আবার চেয়ে নিলেই হ'ল। আপনাকে অদেয় তাঁর কি আছে?

প্রতাপ। তা হ'লে এস শঙ্কর—ধুমঘাটেই যাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

ভবা। এই চাকসিরি দিয়েই আগুন লাগাব। ওটী আর সহজে পেতে দিচ্ছি না। অন্ততঃ কাল্‌কের মধ্যে ত নয়ই। এ দিকে যেমন ধূমঘাটে মহালক্ষ্মী-পূজার ধূম লাগ্‌বে ওদিক থেকে অমনি রডা সাহেব ঝপাং ক'রে প'ড়ে ঘরের লক্ষ্মী ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। বন্দোবস্ত সব ঠিক করা আছে। চাকসিরি হাতে না রাখ্‌লে কি তোমাদের সঙ্গে যোঝা যায়! এ বাবা ঢাল তলোয়ার নিয়ে লড়াই নয়। জাহাজ —জাহাজ। তার ভেতরে পোরা মানোয়ারি গোরা। ভাসা রাজত্ব বাবা—ভাসা রাজত্ব। যেখানে গিয়ে নোঙর ক'র্‌লুম, সেখানেই রাজা।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ধূমঘাট—নদীতীর।

বজ্‌রার মাঝিদের সারিগান।

এমন সোণার কমল ভাসালে জলে কেরে,
মা বুঝি কৈলাসে চ'লেছে।
কার ঘরে গিয়েছিলি মা কে ক'রেছে পূজা,
কারে তুমি কর্‌লে রাজা হ'য়ে দশভুজা (গো)।
কে দিয়েছে গঙ্গাজল কে দিলে বেলের পাতা,
কার মাথাতে তুমি ওমা ধর্‌লে স্বর্ণ ছাতা (গো)।

চণ্ডীবর, কমল, কল্যাণী, কাত্যায়নী ও পুরস্ত্রীগণ।

চণ্ডী। অল্পক্ষণই পূর্ণিমা আছে। এর ভেতরেই মা লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে হ'বে। আ'স্‌তে এত বিলম্ব ক'র্‌লে কেন?

কল্যাণী। ঘর ছেড়ে চ'লে আসা স্ত্রীলোকের পক্ষে কত কঠিন কথা, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—আপনি কেমন ক'রে বুঝ্‌বেন। ডাকাতের ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, আস্‌তে আস্‌তে সাতবার সেই কুঁড়ে ঘর খানির পানে চেয়ে দেখেছি, আর চোখের জল ফেলেছি। অমন সোণার অট্টালিকা, শ্বশুরের ঘর, স্বামীপুত্র নিয়ে কতকাল বাস—ছেড়ে আস্‌ব ব'ল্‌লেই কি টপ্‌ ক'রে আসা যায়।

কাত্যা। যদিও আর একটু সকাল সকাল আস্‌তুম, তা আবার কমলের জন্যে হ'ল না। কমল সোজা পথ ছেড়ে, কোন্ খাল বিল দে যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আন্‌লে যে, এক ঘণ্টার পথ আস্‌তে আমাদের তিন ঘণ্টা লাগ্‌ল।

কমল। কি ক'র্‌ব মা! শুনেছি তোমাদের লক্ষ্মীঠাকরুণ নাকি বড়ই চঞ্চল। তাই তাকে ঘোরাপথে ঘুরিয়ে আন্‌লুম। পথ চিনে আর না বেটী ধূমঘাট ছেড়ে পালাতে পারে।

চণ্ডী। আ পাগল! বেটী কি স্থলপথ জলপথ দে যাতায়াত করে যে, ঘুরিয়ে এনে তাকে পথ ভুলিয়ে দিবি। বেটীর কর্ম্মপথে যাতায়াত।

কমল। বেশ, তা হ'লে কর্ম্মপথের ফটক বন্ধ কর। তা হ'লে ত ঠাকরুণ পালাতে পারবে না।

চণ্ডী। সে পথই যদি জান্‌তুম কমল, তা হ'লে কি আর চঞ্চলাকে বিধর্ম্মীর দ্বারস্থ হ'তে দিতুম? হতভাগ্য আমরা সে পথের সন্ধান বহুদিন হারিয়ে বসিছি। নাও, চল মা, ঘরে এসে আর সময় উত্তীর্ণ ক'রোনা।

[কমল ও মাঝিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কমল। ধ'রে রাখ্‌তেই যদি জানলা ঠাকুর, তা হ'লে আর মা লক্ষ্মীকে অত কষ্ট ক'রে মাথায় ক'রে আনা কেন? আমার হাতে

দিয়ে যাও, আমি ওকে ইছামতীর জলে ডুবিয়ে ওর যাওয়া আসার দফা রফা ক'রে দি।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। কমল!

কমল। কেন মা! —আহাহা! এই যে মা! একবার মাত্র সন্তানকে দেখা দিয়ে, কোথায় পালিয়েছিলি মা?—মা! জাত হারিয়েছি ব'লে কি, মাকেও হারিয়েছি!

বিজয়া। এই যে বাপ! আবার আমি এসেছি। বাছা! ফিরিঙ্গী ধর্'বে?

কমল। সুন্দর যে অনেকক্ষণ ধ'র্তে গেছে মা! পঞ্চাশ খানা ছিপ নিয়ে সে চোরমল্লের খাড়ীর ভেতর ঢুকেছে।

বিজয়া। বেশ, তুমিও চল না।

কমল। আমি কি কর্'ব মা! খোদা আমাকে মেয়ে আগ্লাতেই ছুনিয়ায় পাঠিয়েছে।

বিজয়া। বেশ, মেয়েই আগ্লাবে—আমাকে রক্ষা ক'র্বে।

কমল। তাতে কি হ'বে?

বিজয়া। ফিরিঙ্গী ধরা প'ড়্বে।

কমল। নইলে কি পড়বে না? সুন্দর কি ধর্তে পার্বে না?

বিজয়া। পার্ছে না।

কমল। কেন?

বিজয়া। ধূর্ত্ত ফিরিঙ্গী ইছামতীতে কিছুতেই প্রবেশ ক'র্ছে না।

কমল। কেন? সে কি সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে?

বিজয়া। সন্ধান পায় নি, কিন্তু কি লোভে আস্বে? প্রলোভন

কই কমল? তুমি ত রাণী কাত্যায়নীকে ঘোরাপথে ধূমঘাটে এনে উপস্থিত ক'র্‌লে।

কমল। ও! লড়কানি!

বিজয়া। এই—বুঝেছ।

কমল। ও! শালার শোল মাছ ধ'র্‌তে হ'লে যে পুঁটী মাছের লড়কানি চাই।

বিজয়া। এই! নইলে সে আস্‌বে কেন? তা হ'লে আর বিলম্ব ক'রো না, চল।

কমল। ওঠ মা! ছিপে ওঠ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধূমঘাট—পথ।

প্রতাপ ও ইসাখাঁ।

ইসাখাঁ। হাঁ প্রতাপ! এমন সোণার সহর তৈরী ক'র্‌লে তা আমাকে খবর দিলে না! আমাকে এ আনন্দের কিছু ভাগ দিলে তোমার কি বড়ই লোকসান হ'ত? কি সাজান বাগানই সাজিয়েছ! মরি মরি! ধূমঘাটের কি অপূর্ব্ব বাহার! কেতাবে বোগদাদের নাম শুনেছিলুম, নসীবে কখন দেখা হয় নি, তোমার কল্যাণে সেটাও আজ আমার দেখা হ'ল! আগ্রা দেখা হ'য়েছে, দিল্লী দেখেছি, হিন্দুস্থানের বড় বড় সহর কত দেখেছি, কিন্তু বাবাজী! তোমার ধূমঘাটের মতন সহর বুঝি আর দেখ্‌ব না। চারিদিকে নদী, মাঝখানে দ্বীপের মতন পল্লীস্থান, দূরে নিবিড় জঙ্গল—সীমাশূন্য সুন্দর বন। তার ওপর

আশ্বিনী পূর্ণিমা। প্রতাপ! সত্য সত্য এ আমি কি দেখলুম! দূরে যে সুন্দর মস্‌জিদ্ দেখছি, ওটা কি তোমারই কৃত?

প্রতাপ। এক মায়ের পেটের দুই ভাই। যদিই আমি ক'রে দিই, তাতে দোষ কি জনাব!

ইসাখাঁ। এ তোমারই যোগ্য কথা। তা এমন পবিত্র ধূমধাট সহর ক'র্চ্ছ, আমায় আগে খবর দিতে তোমার কি হ'য়েছিল?

প্রতাপ। সপ্তাহ মাত্র নগর-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হ'য়েছে। আজ সবে মাত্র নগরের প্রতিষ্ঠা। তাই আপনাকে অগ্রে সংবাদ দেবার অবকাশ পাই নি। বিশেষতঃ, ছোটরাজাই এ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আমি এ তিন মাস বাইরে বাইরে ঘুরেছি।

ইসাখাঁ। শুন্‌লুম, এই তিন মাসের মধ্যেই তুমি সমস্ত বাঙ্গালা জয় ক'রেছ।

প্রতাপ। জয় করিনি নবাব! সমস্ত বাঙ্গালার ভুঁইয়াদের দ্বারে গিয়ে আমি নানা রত্ন ভিক্ষা ক'রে এনেছি।

ইসাখাঁ। কি রত্ন প্রতাপ?

প্রতাপ। তাদের হৃদয়।

ইসাখাঁ। ভাল, তা আমাকে জয় ক'র্‌তে গেলে না কেন?

প্রতাপ। আপনাকে ত বহুকাল জয় ক'রে রেখেছি। খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বিনিময়ে এ রত্ন ত আমরা বহুদিন লাভ ক'রেছি।

ইসাখাঁ। তা ঠিক ব'লছ। তোমাদের কাছে আমি বহুদিন থেকে বিক্রীত। যে দিন থেকে রাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে পাগড়ী বদল ক'রেছি, সে দিন থেকে রায়পরিবারকে আমার নিজের সংসার মনে করি। আমার সন্তান নেই, মনে মনে সঙ্কল্প—মৃত্যুকালে আমার খিজলী

তোমাদের ক'টী ভাইকে দান ক'রে যাই। তোমাদের পর ভাব্তে গেলেই আমার প্রাণে যেন কেমন ব্যথা লাগে।

প্রতাপ। বঙ্গদেশে আপনার মতন দু'চার জন হিন্দু মুসলমান থাক্লে কি আর এদেশের দুর্দ্দশা হয়। কবে বাঙ্গালায় হিন্দু মুসলমান আপনার মতন পাগড়ী বদলাবদলি ক'র্‌বে জনাব!

ইসাখাঁ। আশ্বস্ত হও, শীঘ্র ক'র্‌বে। দু'দিন বাদে সবাই বুঝ্‌বে—বাংলা মুলুক হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়—বাঙ্গালীর।

প্রতাপ। কবে বুঝ্‌বে নবাব! বাঙ্গালার রাজা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়—বাঙ্গালী।

ইসাখাঁ। সত্বরেই বুঝ্‌বে! বুঝ্‌বে কি—বুঝেছে। খোদার মর্জিতে বুঝি সে দিন এসেছে। যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ ক'রে মহাত্মা বসন্ত রায় আমাকে তার আপনার ক'রে নিয়েছে, আমার বিশ্বাস—প্রতাপ-আদিত্যও সেই অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তির অধিকারী। প্রতাপ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—সমস্ত বাঙ্গালীর জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বরূপ হ'য়ে তুমি চিরস্বাধীনতা সম্ভোগ কর।

প্রতাপ। আমার সেলাম গ্রহণ করুন।

ইসাখাঁ। বেশ, আমি এখন চ'ল্‌লুম।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। ইসাখাঁ মন্‌সর আলিকে দেখ্‌লুম, কিন্তু ছোটরাজাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তাঁর মনোগত ভাব ত আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পাচ্ছি না! কাল থেকে সন্ধান ক'রছি, কোনও সন্ধান মিল্‌ছেনা। যশোরে যাই, শুনি ছোটরাজা ধূমঘাটে। আবার ধূমঘাটে এসে শুনি তিনি যশোরে। বোধ হয় রাজা অনুমানে জান্‌তে পেরেছেন, আমি ঢাকসিরির ভিখারী। কি নির্ব্বোধের মতনই কার্য্য ক'রেছি। কেন

শঙ্করের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি বিষয়ভাগে সম্মতি দিলুম! সম্মতি দিলুম ত ভাগের ভার নিজহাতে নিলুম কেন? নিজের ঘর অরক্ষিত রেখে কোন্ সাহসে আমি পররাজ্য-জয়ে অগ্রসর হই! এখন যদি ছোটরাজা চাকসিরি প্রত্যর্পণ ক'র্‌তে না চান? কি করি—কি করি! এক সামান্য ভ্রমের জন্যে আমার এত যত্ন, এত চেষ্টা, প্রাণপণ সাধনা—সমস্ত পণ্ড হ'বে? করতলগত বঙ্গরাজ্য আবার কি হস্তচ্যুত ক'র্‌তে হ'বে? ধূমকেতুর মত অসার সৌন্দর্য্যে দু'দিনের জন্যে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ ক'রে, শুধু অশান্তির পূর্ব্ব সূচনা স্বরূপ আমার যশোর কি অনন্ত কালের জন্যে অনন্ত আঁধারে মিলিয়ে যাবে! না, তা হ'তেই পারে না। আমি ধন চাই না, যশ চাই না, পুণ্য চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না—যশোর চাই। আমি নিজের স্বার্থের জন্যে, আত্মীয়তা মায়া মমতার জন্যে সাত কোটী বাঙ্গালীকে আর বিপন্ন ক'র্‌তে পারি না। আমি যশোর চাই—নরকের প্রচণ্ড অনলপথ ভেদ ক'রেও যদি আমাকে যশোর ফিরিয়ে আন্‌তে হয়, তবু আমি যশোর চাই।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। এই যে মহারাজ! আপনি এখানে? সমস্ত সহর খুঁজে খুঁজে আমি অবসন্ন। আপনার গৃহে মহালক্ষীর প্রতিষ্ঠা, আর আপনি পথে পথে!

প্রতাপ। ছোটরাজাকে দেখ্‌তে পেলে?

শঙ্কর। ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? আজকের দিনটে ভালয় ভালয় কেটে যাক্।

প্রতাপ। বিজ্ঞ হ'য়ে এ তুমি কি ব'লছ শঙ্কর! এক ভুল ক'রেছি বলে, আবার কি তুমি আমাকে ভুল ক'র্‌তে বল? আর মুহূর্ত্তমাত্র

বিলম্ব হ'লে চাকসিরি দূর—অতিদূর চ'লে যা'বে। সহস্র চেষ্টায়ও আর তা'কে স্পর্শ ক'র্‌তে পা'ব না।

শঙ্কর। তবে কি আপনি অভিষেক কার্য্যটা পণ্ড ক'র্‌তে চান ?

প্রতাপ। অভিষেক! কার অভিষেক? আমি ত ভিখারী। আমার আবার অভিষেক কি? আমি ত যশোরেশ্বরীর দ্বারে একমুষ্টি অন্ন পাবার প্রত্যাশী! আমার আবার অভিষেক-বিড়ম্বনা কেন?

শঙ্কর। যদি ছোটরাজা চাকসিরি না দেন, তা হ'লে কি আপনি এই উপলক্ষে একটা গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত ক'র্‌বেন?

প্রতাপ। ব্রাহ্মণ! দেবসেবাই তোমাদের কার্য্য। রাজসেবা কার্য্য নয়!—কে ও?

(কৃষকগণের প্রবেশ)

১ম, কৃ। কে হুজুর—আপনারা কে হুজুর?

শঙ্কর। তোমরা কাকে খোঁজ?

১ম, কৃ। আমাদের রাজা কোথায় ব'ল্‌তে পারেন? শুন্‌লুম তিনি সহর দেখ্‌তে বেরিয়েছেন।

শঙ্কর। এত রাত্রে রাজাকে কি প্রয়োজন?

১ম, কৃ। আর হুজুর! বোম্বেটে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারে ত সব গেল।

সকলে। হুজুর! সব গেল।

১ম, কৃ। গ্রাম উচ্ছন্ন দিলে। পয়সা কড়ি, গরু-বাছুর, স্ত্রী পুত্র—কিছু রাখ্‌লে না।

সকলে। কিছু রাখ্‌লে না হুজুর!—কিছু রাখ্‌লে না।

১ম, কৃ। কোন রাজা আজও পর্য্যন্ত তা'দের কিছু ক'র্‌তে

পারেনি। শুনলুম, নতুন রাজা হ'য়েছেন, তিনি নাকি মোগল হারিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে লোক তাঁর গুণ গান ক'রছে। বলছে—

সকলে। স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে।
প্রতাপ-আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে॥

১ম, কৃ। সেই কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে ছুটে চ'লেছি হুজুর!

প্রতাপ। বেশ, আজ রাত্রের মতন অপেক্ষা কর। কাল প্রাতঃকালে এস।

১ম, কৃ। এলে উপায় হ'বে হুজুর?

প্রতাপ। তোমাদের উপায় না ক'রে প্রতাপ-আদিত্য রাজ্য গ্রহণ ক'রবেন না।

১ম, কৃ। বস্, তবে আর কি—হরি হরি বল।

সকলে। স্বর্গে ইন্দ্র ইত্যাদি—

[প্রস্থান।

প্রতাপ। শঙ্কর! চাকসিরি দাও—যেমন ক'রে পার চাকসিরি দাও।

(বসন্ত রায়ের প্রবেশ)

বসন্ত। কে ও—প্রতাপ?

প্রতাপ। এই যে—এই যে খুড়ো মহাশয়!

শঙ্কর। দোহাই মহারাজ! সর্ব্বনাশ ক'রবেন না। দোহাই মহারাজ! অন্তঃসারশূন্য নদীতটে সোণার অট্টালিকার প্রতিষ্ঠা ক'রবেন না। জাতি বিরোধেই এ ভারতের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

প্রতাপ। কিছু ভয় নেই শঙ্কর। গুরুজনের মর্য্যাদাহানি—আমি সহজে ক'রব না।

বসন্ত। শুনেছি, তুমি আমাকে অনেক বার অনুসন্ধান ক'রেছ।—কেন প্রতাপ?

প্রতাপ। খুড়োমহাশয়! কাল আমি একটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছি।

বসন্ত। কি ভুল প্রতাপ?

প্রতাপ। সে ভুলের সংশোধন—আমি আপনার কাছে ভিক্ষা করি।

বসন্ত। কি ভুল ক'রেছ, বল

প্রতাপ। চাকসিরি পরগণা—

বসন্ত। আমাকে দেওয়া কি তোমার ভুল হ'য়েছে?

প্রতাপ। আজ্ঞে, চাকসিরি ধুমঘাট নগরের প্রবেশদ্বার—এটা আমার আগে জানা ছিল না।

বসন্ত। কি ক'রতে চাও বল। তুমি ব'লতে এমন কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমি ত রাজ্যবিভাগে কোনও কথা কইনি। তুমি আর তোমার পিতা—তোমরা দু'জনেই ও সব ক'রেছ। আমি ত একটীও কথা কইনি।

প্রতাপ। যা নিয়েছি, সব দিচ্ছি। আমার দশ আনা নিয়ে আপনি চাকসিরি প্রত্যর্পণ করুন।

বসন্ত। কি প্রতাপ! তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাতে চাও! মোগল জয়ে এত উদ্রিক্ত, এত জ্ঞানশূন্য যে, আমাকেও তুমি এত তুচ্ছ জ্ঞান কর! তুমি আমাকে উৎকোচদানে বশীভূত ক'রতে চাও!

প্রতাপ। ক্রোধ ক'রবেন না। আমার মানসিক অবস্থা বুঝে আমাকে দয়া করুন।

বসন্ত। আমি চাকসিরি দিতে পারব না। আমি সে স্থান গোবিন্দ দেবের নামে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা ক'রেছি।

প্রতাপ। আপনি তার সমস্ত উপস্বত্ব গ্রহণ করুন।

বসন্ত। প্রতাপ! বৃদ্ধ বসন্ত রায়কে প্রলোভন দেখিও না।

প্রতাপ। দেখুন, ফিরিঙ্গী বোম্বেটের অত্যাচার থেকে গৃহ রক্ষা করবার জন্যে আমি এই প্রস্তাব ক'রেছি।

বসন্ত। বসন্ত রায়ই কি এত হীনবীর্য্য! সে কি নিজে জলদস্যুর অত্যাচার থেকে দেশ রক্ষা ক'রতে পারে না?

প্রতাপ। ভাল, দান করুন।

বসন্ত। যখন দানের যোগ্য বিবেচনা ক'রব, তখন দান ক'রব। গুরুজনের অবমাননাকারী পিতৃদ্রোহী সন্তানকে আমি কিছুতেই দেবভোগ্য স্থান দানের যোগ্য বিবেচনা করি না।

প্রতাপ। কিছুতেই চাকসিরি দেবেন না?

বসন্ত। কিছুতেই না—জীবন থাকতে না।

শঙ্কর। মহারাজ! ক্ষান্ত হ'ন। বাতুলের ন্যায়, এ আপনি কি ক'রছেন! গুরুজনের অমর্য্যাদা—ক'রছেন কি!

প্রতাপ। দেবেন না?

বসন্ত। জীবন থাকতে না। চাকসিরি চাও—তা হ'লে এই 'গঙ্গাজল' নাও। আগে বসন্ত রায়ের হৃদয় বিদ্ধ কর।

শঙ্কর। সর্ব্বনাশ হ'ল—সব গেল!—ছোটরাজা মহাশয় দয়া ক'রে স্থান ত্যাগ করুন।

প্রতাপ। বক্ষ-বিদারণই হ'চ্ছে—এ স্বার্থপরতার উপযুক্ত ঔষধ।

[প্রস্থান।

বসন্ত। স্বার্থপরতার যদি এক বিন্দুও বসন্ত রায় হৃদয়ে পোষণ

ক'র্‌ত, তা হ'লে প্রতাপকে আজ এই উদ্ধতভাবে তার খুল্লতাতের সম্মুখে কথা কইতে হ'ত না। এতদিনে তার দেহের পরমাণু ইছামতীর জলতরঙ্গে কল্লোলিত হ'ত। তোমাদের অনুগ্রহভিখারী হ'য়ে, আজ আমাকে সামান্য ছয় আনার অংশীদার হ'তে হ'ত না।

শঙ্কর। ছোটরাজা মহাশয়! আমার প্রতি কৃপা ক'রে আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

বসন্ত। বসন্ত রায়কে যদি আজও চিন্‌তে না পার প্রতাপ, তা হ'লে বঙ্গে স্বাধীনতা স্থাপন সম্বন্ধে তোমার যত চেষ্টা—সব পণ্ডশ্রম।

শঙ্কর। নিশ্চয়। একথা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌ছি। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—বঙ্গের ওপর বিধাতা বিরূপ. নইলে দুই জনই—মহাপুরুষ—কেউ কাউকে চিন্‌তে পার্‌লে না কেন? পরস্পরে মিল্‌তে এসে, মহালক্ষ্মীর অভিষেকের দিবসে এমন দুর্ঘটনা ঘ'ট্‌ল কেন? মহারাজ! ব্রাহ্মণের অনুরোধ—ভ্রান্ত সন্তানকে ক্ষমা করুন। দোহাই মহারাজ! প্রতাপের ওপর আপনি ক্রোধ রাখ্‌বেন না।

বসন্ত। কার ওপর ক্রোধ ক'র্‌ব শঙ্কর! এখনও যে পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর—রাজা বিক্রমাদিত্য বর্ত্তমান। এখন নিজের আমার লজ্জা ক'র্‌ছে। ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রে এ আমি কি ছেলেমানুষী কর্‌লুম! দাদা শুন্‌লে মনে কর্‌বেন কি?

শঙ্কর। নিশ্চিন্ত থাকুন—আর কেউ একথা শুন্‌বে না মহারাজ! —অনুগ্রহ ক'রে ঘরে চলুন।

বসন্ত। কি ক'র্‌লুম—বৃদ্ধ বয়সে এ আমি কি ক'র্‌লুম!

শঙ্কর। কোন ভয় নেই মহারাজ!—নিশ্চিন্ত থাকুন—এ কথা শুধু শঙ্কর শুনেছে। [উভয়ের প্রস্থান।

(ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। আর শুনেছে ভবানন্দ। তখন আর শুনেছে—দূর ছাই! কার নাম করি- -তা হ'লে যশোরের টিকটিকিটী পর্য্যন্ত এ কথা শুনতে পেয়েছে। বড়রাজা ত শুনে ব'সে আছে।' বস্, আর কি! আর আমাকে পায় কে?.ভবানন্দ! গোবিন্দ বল—গোবিন্দ বল। একবার প্রাণভ'রে সেই দর্পহারীর নাম কর। আগুন লেগেছে--আগুন লেগেছে। কুলকুণ্ডলিনা ফোঁস ক'রেছে। গোবিন্দ বল ভবানন্দ! —গোবিন্দ বল।

(প্রতাপ ও সূর্য্যকান্তের প্রবেশ।

প্রতাপ। এ সংবাদ আন্‌লে কে?

সূর্য্য। আজ্ঞে মহারাজ! সুখময় বেহার থেকে সংবাদ পাঠিয়েছে। কি কর্ত্তব্য স্থির না ক'রতে পেরে, মহারাজের আদেশের অপেক্ষায়, পাটনা সহরে পলটন নিয়ে ছাউনি ক'রে আছে।

প্রতাপ। তাকে শত্রুর গতি লক্ষ্য রাখ্‌তে রাখ্‌তে বাঙ্গালায় ফিরে আসতে আদেশ কর।

সূর্য্য। বিনা বাধায় শত্রুকে বাঙ্গালায় প্রবেশ ক'রতে দেবে?

প্রতাপ। বাধা কি! শত্রুকে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানাতে নিষেধ কর।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। ক'রছেন কি মহারাজ! আবার এখানে ফিরে এলেন! আপনি কি সমস্ত কার্য্য পণ্ড ক'রতে চান?—কে ও—সূর্য্যকান্ত? কখন এলে?

সূর্য্য। এই আসছি।

শঙ্কর। কিছু নূতন খবর আছে না কি?

সূর্য্য। আছে, বাঙ্গালা বেদখল—এ খবর আগ্রায় পৌঁছেছে।

শঙ্কর। পৌঁছিবে—সে ত জানা কথা। তা আর নূতন খবর কি!

সূর্য্য। বাদ্‌শা আজিমখাঁ নামে একজন সৈনিককে যশোর-জয়ে প্রেরণ ক'রেছেন। সম্রাটের হুকুম—যেমন ক'রে হো'ক যশোর ধ্বংস ক'রে মহারাজকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় প্রেরণ।

প্রতাপ। শঙ্কর! হয় আমাকে চাকরিরি দাও, নয় আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে আগ্রায় পাঠাও। সকল আপদ চুকে যাক্। তোমার সেই দরিদ্র প্রজা সকলকে আবার প্রসাদপুরে পাঠিয়ে দাও। মা কল্যাণীকে আবার সেই পর্ণকুটীরের আশ্রয়ে যেতে বল। সেখানে নবাব, এখানে ফিরিঙ্গী।

শঙ্কর। সৈন্য কত—খবর নিতে পেরেছ?

সূর্য্য। প্রায় লক্ষ। তা ছাড়া বাঙ্গালা থেকেও কিছু সংগ্রহ হ'তে পারে। এবারে বিপুল আয়োজন। বাইশ জন আমীর আজিমের সঙ্গে আস্‌ছে।

শঙ্কর। এসেছে কতদূর?

সূর্য্য। বারাণসী ছাড়িয়েছে।

শঙ্কর। আমাদের সৈন্য কি বারাণসীতে ছিল না?

সূর্য্য। ছিল। কিন্তু তারা বেহারী সৈন্য। ভয়ে সকলে আজিমের পক্ষে যোগ দিয়েছে।

শঙ্কর। বেশ, তুমি চ'লে এলে কেন? তুমি কি লক্ষ সৈন্যের নাম শুনে ভয়ে পালিয়ে এলে!

সূর্য্য। আমার গুরু—দরিদ্র ব্রাহ্মণ হ'য়েও বাদ্‌শার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমি তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষিত। ভয় কথা—আমার অভিধানে নেই।

শঙ্কর। বেশ, তবে মা যশোরেশ্বরীর নাম ক'রে, তাঁর রাজ্য-রক্ষারূপ শুভকার্য্যে অগ্রসর হও। মহারাজ নিজে নগর রক্ষা করুন।

প্রতাপ। আজিম কে—তা জান?—কত বড় বীর তাকি তোমাদের জানা আছে?

সূর্য্য। জানি মহারাজ! আজিম দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ বীর। এক মানসিংহ ব্যতীত তার সমকক্ষ সেনাপতি—আকবরের আছে কি না সন্দেহ। আজিম বহু যোদ্ধার সম্মুখীন হ'য়েছে, বহু যোদ্ধাকে সংগ্রামে পরাস্ত ক'রেছে! পরাজয় কাকে বলে জানে না। কিন্তু এটাও জানি—বাঙ্গালায় তা'র প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালী। আজিম দাক্ষিণাত্যে এক এক যুদ্ধে এক এক সেনাপতিকে পরাস্ত ক'রেছে। কিন্তু একটা জাতি যে যুদ্ধের সেনাপতি, যে স্থানের অগণ্য সৈন্য একমাত্র প্রাণের আদেশে পরিচালিত, আজিম কখনও সেরূপ সৈন্যের সম্মুখীন হয় নি। প্রকাণ্ড বাহিনীর ধ্বংস হয়, কিন্তু এক প্রাণে পরিচালিত একটা জাতি অতি ক্ষুদ্র হ'লেও তার বিনাশ নেই। মহারাজ! কাঠবিড়ালী দিয়েই সাগরবন্ধন। অল্পে অল্পে সঞ্চিত মৃত্তিকাকণায় সাগরহৃদয় ভেদ ক'রে যে বাঙ্গালার সৃষ্টি, সে বাঙ্গালার সঞ্চিত ক্ষুদ্র বাঙ্গালীশক্তিকণায় কি সম্রাটের বিশাল শক্তির বিলোপ হ'তে পারে না?

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি জাতীয় জীবনের সমষ্টি। তোমার কথায় আমি বড়ই আনন্দ লাভ ক'রলুম। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমিও ত ঘরে থাকৃতে পারব না! তা হ'লে আমার গৃহরক্ষা করে কে? দস্যুর আক্রমণ থেকে যশোরের কুলকামিনীদের বাঁচায় কে?

(কমলের প্রবেশ)

কমল। মহারাজ! রডা বোম্বেটে ধরা প'ড়েছে।

প্রতাপ। সত্য কমল—সত্য?

কমল। গোলাম কি তামাসা কর্‌বার আর লোক পেলে না জনাব!

শঙ্কর। মহারাজ! মা যার সহায়, তার আবার নিজের স্কন্ধে আত্মরক্ষার ভার গ্রহণের অভিমান কেন? জয় মা যশোরেশ্বরী!

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! শীঘ্র যাও। সমস্ত সৈন্য মা যশোরেশ্বরীর পদপ্রান্তে সমবেত কর। সাবধান! বঙ্গসন্তানের এক বিন্দু রক্তও যেন পথে নিপতিত না হয়। যদি পড়ে, তবে মায়ের চরণ রঞ্জিত করুক। হয় যশোর, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

প্রতাপ। শঙ্কর!—ভাই, আমি কি কোন স্বপ্নরাজ্যে বাস ক'র্‌ছি। রডা ধরা পড়্‌লো!

শঙ্কর। কে ধ'র্‌লে কমল!

কমল। আজ্ঞে হুজুর - লড়কানি বিবি ধ'রেছে।

শঙ্কর। লড়কানি বিবি ধ'রেছে কি?

কলম। আজ্ঞে—লড়কানি বিবি, কমলের ছিপ, আর সুন্দরের জাল - এই তিন রকমে ধরা প'ড়েছে।

প্রতাপ। আর বোঝ্‌বারই বা দরকার কি। মা যশোরেশ্বরী ক'রেছেন।

কমল। এই—তবে আর বুঝ্‌তে বাকী রইল কি জনাব!

সুন্দর ও সৈন্য-বেষ্টিত রডা।

রডা। কাকে ভয় দেখাস্ ভাই! আমার কি মরণের ভয় আছে? তা থাক্‌লে কি আর আমি চার হাজার ক্রোশ সাগর ডিঙিয়ে তোদের মুলুকে আসি।

সুন্দর। সুমুন্দি! তুমি সাগর ডিঙ্গিয়েছ?

রডা। আল্‌বৎ ডিঙ্গিয়েছি।

সকলে। হনুমান রামের কুশল কও শুনি।

ওরে! সীতে বড় জনম-দুখিনী॥

প্রতাপ। সুন্দর!

সুন্দর। ওরে চুপ্ চুপ্—মহারাজ। মহারাজ! এই আপনার রড্‌া ফিরিঙ্গী।

প্রতাপ। তুমিই রডা?

রডা। ক্যাপ্‌টেন্ রডারিগ্।

প্রতাপ। তা বেশ, কাপ্তেন সাহেব! তোমাদের খ্রীষ্টান জাতি সভ্য। কিন্তু এ অসভ্যের দেশে এসে নিষ্ঠুরতায়, নৃশংসতায় হিংস্র জন্তুকে পর্য্যন্ত হার মানিয়েছ। বীর জাতি তোমরা—কোথায় দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে এ জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বে, তা না ক'রে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার! এই কি তোমাদের বীরত্ব, মনুষ্যত্ব, সভ্যতা, ধর্ম্ম!

রডা। আমি যা ভাল বুঝেছি—ক'রেছি। তুমি রাজা, তোমার মতলবে যা হয় কর।

প্রতাপ। আমার বিবেচনায়—ভীষণ শাস্তি।

রডা। ভীষণ শাস্তি!

প্রতাপ। ভীষণ শাস্তি—প্রতি অঙ্গ তোমার মরণের যন্ত্রণা অনুভব ক'র্‌বে।

রডা। (স্বগত) ও মেরী!—মেরী!

প্রতাপ। প্রস্তুত হও।

রডা। রাজা, আমাকে একদম কোতল কর।

প্রতাপ। হত্যা ক'র্‌ব না—তার অধিক যন্ত্রণা তোমাকে প্রদান ক'র্‌ব। শোন সাহেব! তুমি যতই অপরাধী হও, তথাপি তুমি বীর। তোমাকে আমি বীরযোগ্য কঠিন শাস্তি প্রদান করি। আজ হ'তে তোমাকে আমি বঙ্গদেশ-কারাগারে চিরজীবনের মতন নিক্ষেপ ক'র্‌লুম।

রডা। এই আমার শাস্তি?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি। আর তোমাকে আবদ্ধ ক'র্‌তে তোমার প্রতিশ্রুতিই তোমার প্রহরী।

রডা। এই আমার শাস্তি?

প্রতাপ। এই তোমার শাস্তি।

রডা। (প্রতাপের পদতলে টুপি রাখিয়া) রাজা! আজ থেকে তুমি আমার বাপ, (সুন্দরকে ধরিয়া) বাঙ্গালী আমার ভাই, বাঙ্গালা আমার জান্। রাজা! আজ থেকে আমি তোমার গোলাম।

প্রতাপ। শঙ্কর! সাহেবের আত্মীয় স্বজনের স্থান নির্দেশ কর। আর ধূমঘাটে গির্জার প্রতিষ্ঠা কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যশোহর-রাজবাটী—প্রাঙ্গণ।

ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায়।

ভব। বড়রাজা চ'ল্‌লেন।

গোবিন্দ। চ'ল্‌লেন!—সেকি! - কোথায়?

ভবা। আপাততঃ কাশী, তার পর মা কালীর ইচ্ছায় 'ক' একটু হাঁ ক'র্‌লেই কাশী।

গোবিন্দ। আমি তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। কাশী কাসী কি?

ভব। বড়রাজা বিবাগী হ'লেন।

গোবিন্দ। কেন? কি দুঃখে?

ভবা। দুঃখে নয়—চক্রে—কুলকুণ্ডলিনীর চক্রে। এখন কোন রকমে ধুমধাটটাকে কাশী পাঠাতে পার্‌লেই নিশ্চিন্ত।—রাজকুমার! স'রে যান—সরে যান, ছোটরাজা আসছেন। এর পর সব শুন্‌বেন।

[গোবিন্দের প্রস্থান।

(বসন্তের প্রবেশ।

বসন্ত। হাঁ ভবানন্দ! চ'লে গেলেন?

ভবা। চ'লে গেলেন না মহারাজ! পালালেন। প্রাণের ভয়—বড় ভয়।

বসন্ত। যাবার সময়ে আমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত ক'র্‌লেন না!

ভবা। দুঃখ কেন মহারাজ! তিনি প্রাণ নিয়ে যেতে পেরেছেন, এইতেই ভগবানকে ধন্যবাদ দিন। বেঁচে থাক্‌লে একদিন না একদিন দেখা হ'বেই হ'বে।

বসন্ত। প্রাণটা বিক্রমাদিত্যের এতই বড় হ'ল যে, তার জন্যে তিনি আমার সঙ্গে দেখাটা কর্‌বারও সাবকাশ পেলেন না!

ভবা। তাইত! তা হ'লে এটা কি রকম হ'ল!

বসন্ত। আমি যে তাঁর প্রাণ হ'তেও অধিক ভবানন্দ!

ভবা। সে কথা আর ব'ল্‌তে হ'বে কেন মহারাজ! রাম লক্ষ্মণ!

বসন্ত। দাদা আমার পালিয়ে গেছেন, কিন্তু কার ভয়ে পালিয়েছেন জান ভবানন্দ?

ভবা। তা হ'লে বোধ হয় যানের ভয়ে।

বসন্ত। মায়ের ভয়ে! রাজা বিক্রমাদিত্যের মানে আঘাত করে, এমন শক্তিমান্ বঙ্গে কে আছে?

ভবা। কে আছে? কার ক্ষমতা? বলে! —পৃথিবীতে আছে! তা হ'লে বোধ হয় বৈরাগ্য। আপনারা দু'টী ভাই ত নয়, যেন জোড়া প্রহ্লাদ। বোধ হয় এই লড়ালড়ির ব্যাপার তাঁর ভাল লাগ্‌ল না। তাই চুপি চুপি গৃহত্যাগ ক'রেছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে, পাছে যেতে না পান—পাছে আপনি তাঁর পথরোধ করেন, তাই আপনাকেও না ব'লে তিনি চ'লে গেছেন।—আপনার টান ত আর সহজ টান নয়।

বসন্ত। কালকে রাত্রে একটী দুর্ঘটনা ঘটেছে।

ভবা। দুর্ঘটনা!

বসন্ত। বিষম দুর্ঘটনা! বসন্ত রায় বৃদ্ধবয়সে উন্মত্তের মতন আচরণ ক'রেছে। পরছিদ্রান্বেষী কোন নরাধম, অন্তরাল থেকে আমার কথা শুনে, নিশ্চয় বড়রাজার কাছে প্রকাশ ক'রেছে।

ভবা। এসব কি কথা, কিছুত ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না মহারাজ!

বসন্ত। সে সব কথা শুনে, আমাকে মুখ দেখাতে হবে ব'লে, দারুণ লজ্জায় ভাই আমার বৃদ্ধবয়সে দেশত্যাগী হ'য়েছেন। ভবানন্দ! যৌবনে বিষয়সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে, মর্‌বার সময়ে আমি সরিকানি ক'রেছি। দাদা ছেলেকে দশ আনা বিষয় দিয়েছেন, আর আমায় দিয়েছেন ছয় আনা। কুক্ষণে আমি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ ক'রেছি। তার ফলে, যিনি আজীবন পুত্রের অধিক স্নেহচক্ষে আমায় দেখে আস্‌ছেন—যিনি আমারি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দেবতা—যাঁর সঙ্গ-প্রলোভনে আমি গোবিন্দদাসের পবিত্র সঙ্গ ত্যাগ ক'রে ব'সে আছি—সেই আমার ভাই—সহোদরাধিক—পিতা—হতভাগ্য আমি আজ তাঁকে হারিয়েছি!

ভবা। ওহো!

বসন্ত। ভবানন্দ! আমার কি গেছে তা জান?

ভবা। তাকি আর জান্‌ছি না মহারাজ!

বসন্ত। কিছুই জান না।

ভবা। তা কেমন ক'রে জান্‌ব!

বসন্ত। আমার গোবিন্দ দেবের মূর্ত্তি ভেঙে গেছে।

ভবা। হা গোবিন্দ!

বসন্ত। এমন নিষ্ঠুর কার্য্য কে ক'র্‌লে ভবানন্দ?

ভবা। সেখানে কি কেউ ছিল?

বসন্ত। প্রতাপ আর শঙ্কর।

ভবা। তাইত—তাইত! তবে কি—চক্র—চক্র—বর্ত্তী—

বসন্ত। উঁহু—সে ব্রাহ্মণ ত নীচ নয়।

ভবা। উঁচু—উঁচু! মেজাজ কি—মেজাজ কি! তাইত ভাব্‌ছি—তা কেমন ক'রে হয়! তা হ'লে এমন কাজ কে ক'র্‌লে।

বসন্ত। কে ক'র্‌লে ভবানন্দ! এমন নীচ কাজ কে কর্‌লে?

ভবা। তাইত—এমন নীচ কাজ ক'র্‌লে কে মহারাজ?

বসন্ত। যেই হ'ক, জান্‌তে পারবই। কিন্তু যদি জান্‌তে পারি—কে ক'রেছে, তা সে যদি ব্রাহ্মণও হয়, তথাপি আমার কাছে তার মর্য্যাদা থাক্‌বে না।

ভবা। নিশ্চয়।—(স্বগত) আর থাকা মঙ্গল নয়। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ছোটরাণী আস্‌ছেন।—দোহাই কালী, শিবদুর্গা! সঙ্কটা—সঙ্কটা!

[প্রস্থান।

(ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোট। একি মহারাজ! আপনি এখানে! কাউকেও না ব'লে আপনি ধূমধাট থেকে চ'লে এসেছেন! বৌমা মহালক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে সারা রাত আপনার অপেক্ষায়। কেউ কিছু মুখে দিতে পারেনি। ব্যাপারখানা কি—একি!—আপনার একি ভাব মহারাজ?

বসন্ত। আমার শরীর বড় অসুস্থ।

ছোট। না—তা ত নয়—শরীর ত অসুস্থ নয়। দোহাই প্রভু! দাসীকে গোপন ক'র্‌বেন না। শারীরিক অসুস্থতায় ত মহারাজ বসন্তরায় এমন কাতর ন'ন। এমন মূর্ত্তি ত আপনার কখন দেখিনি!

(কাত্যায়নী, উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ ;
কাত্যায়নী কর্ত্তৃক বসন্তের পদধারণ)

বসন্ত। ছাড় মা—ছাড়।

কাত্যা। কন্যার মুখ চেয়ে দয়া করুন।

উদয়। হাঁ দাদা! আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌লে?

বিন্দু। হাঁ দাদা! আমাকেও পরিত্যাগ ক'র্‌লে?

বসন্ত। জীবন পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি, তবু কি ভাই তোমাদের পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারি!

বিন্দু। আমাকে তুমি পান্তের প্রসাদ দেবে ব'লে আশ্বাস দিয়ে এলে!

উদয়। আমরা সব হা পিত্যেশ হ'য়ে ব'সে আছি—

বসন্ত। পা ছাড় মা—পা ছাড়।

কাত্যা। বলুন—ক্ষমা ক'র্‌লুম।

বসন্ত। কার ওপর রাগ, তা ক্ষমা ক'র্‌ব মা! প্রতাপ যে আমার সব।

ছোট। এ সব কি কথা মহারাজ!

উদয়। কথা আর কি? আমরা দাদার প্রাণ ছিলুম। এখন বরাত মন্দ—চক্ষুশূল হ'য়েছি। হাঁ দাদা! ঠাকুর মানুষেও মিথ্যা কথা কয়?

বিন্দু। অখন দাদার দু'এক গাছা কাঁচা চুল ছিল—আমাদের সঙ্গে ভাবও ছিল। এখন সে ক'গাছি চুলও পেকে গেছে, আমাদেরও বরাত উঠে গেছে।

বসন্ত। নে, শালী—জেঠামো করে না, থাম্। রামচন্দ্র আসুক, তোর বিয়ে প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি।

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। মহারাজ! দরিদ্র ব্রাহ্মণী, আপনার প্রতাপের কল্যাণে পাষণ্ডের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে আপনার গৃহে আশ্রয় পেয়েছে। এই ব্রাহ্মণ কন্যার মুখ চেয়ে আপনি প্রতাপের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

বসন্ত। আর কেন লজ্জা দাও মা! এই যে আমি উঠ্‌ছি। নে শালী! হাত ধর্—তোল্!—দুর্গা!—দেখিস্—হাত ছাড়িস্‌নি।

ছোট। তাই ত বলি, প্রভুর আমার এমন মূর্ত্তি কেন? বৃদ্ধবয়সে কি আপনার বুদ্ধি লোপ পেলে মহারাজ! প্রতাপের ওপর রাগ ক'রে আপনি মহালক্ষ্মীর প্রসাদ ফেলে চ'লে এলেন! ছেলে মেয়েগুলোকে সব উপবাসী ক'রে রাখ্‌লেন!

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। ইসাখাঁ মসনদআলি আস্‌ছেন।

[নারীগণের প্রস্থান।

ইসার্খাঁ। (নেপথ্যে) ছোটরাজা ঘরে আছ ?

শঙ্কর। আজ্ঞে আজ্ঞা হয়।

(ইসার্খাঁর প্রবেশ)

ইসার্খা। বেশ ভায়া, বেশ!—নাতী নাত্নীর সঙ্গে নির্জ্জনে রহস্যালাপ হ'চ্ছে নাকি ?

বিন্দু। সেলাম ভাইসাহেব! (সকলের অভিবাদন)

ইসার্খা। কি বুড়ি! দাদার সঙ্গে এত ভালবাসা—সে দাদা তোকে ফেলে পালিয়ে এল।

বসন্ত। এস নবাব! কখন আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল ?

ইসার্খাঁ। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তুমি আর হ'তে দিচ্ছ কই ? আমি এসে সারা ধূমঘাট সহর তোমাকে খুঁজে হাল্লাক হ'লুম, আর তুমি কি না ছেলের ওপর রাগ ক'রে ঘরের কোণে লুকিয়ে আছ! আরে ছি! তুমি না ঠাকুর বসন্ত রায়! ঠাকুর মানুষটো হ'য়েও যদি তোমার এত অভিমান, তখন খাঁ সাহেবদের আত্মীয় বিচ্ছেদের কথা নিয়ে তোমরা এত তামাসা কর কেন ? নাও, উঠে এস। প্রতাপ কে ? তুমিই ত সব। বাঘ ভালুকের আবাসভূমিকে তুমি মানবারণ্যে পরিণত ক'রেছ। সোণার ধূমঘাট শুনলুম তোমারই কল্পনাসৃষ্ট পরীস্থান। সব ক'রে, শেষকালটা জোর ক'রে তুমি আপনাকে ফলভোগে বঞ্চিত ক'রেছ!—নাও, উঠে এস। আমরা আর বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌ব না। শীঘ্র এস। লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোগল আমাদের দেশ আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে। এখনি আমাদের সবাইকে লড়ায়ে যেতে হ'বে।

বসন্ত। তা হ'লে ভাই, আমার জন্যে আর অপেক্ষা ক'রো না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তোমরা অগ্রসর হও। আমি যাচ্ছি।

ইসার্খাঁ। বহুত আচ্ছা। এত বাবাজী, চ'লে এস।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালীঘাট—উপকণ্ঠ।

সুখময়, মদন, সুন্দর ও সূর্য্যকান্ত।

সুখ। আমি ছদ্মবেশে বরাবর মোগলদের সঙ্গে আছি। বরাবর খবর রেখেছি। আজ রাত্রের মধ্যে সমস্ত সৈন্য নদী পার হ'বে। কতক পণ্টন্, আর জনকতক আমীর নিয়ে আজিম আগে থাক্‌তেই নদী পার হ'য়েছে।

মদন। রাজা আমাদের ক'র্‌ছেন কি! এখনও এগুতে দিচ্ছেন!

সূর্য্য। রাজার কার্য্যের সমালোচনায় তোমাদের কোনও অধিকার নেই। শুদ্ধ মাত্র প্রাণপণে তাঁর আদেশ পালন কর।

সুন্দর। তাই ত, তর্কে দরকার কি! হুজুর যা হুকুম করেন তাই শোন।

সুখ। এখনও কি আমাদের পেছুতে হ'বে?

মদন। আর পেছুলে যে যশোরে গিয়ে পিঠ ঠেক্‌বে।

সুন্দর। যশোরেই পিঠ ঠেকুক, কি ইছামতীর কুমীরের পেটেই মাথা ঢুকুক, আমরা সব না ম'লে ত মোগল যশোরে ঢুক্‌তে পার্‌বে না।

মদন। জান্ থাকতে মোগল যশোরে পা ঠেকাবে!

সুন্দর। বস্, তবে আর কি! তবে আমাদের আর পেছাপিছির কথায় দরকার কি!

মদন। আমাদের এখন কি ক'র্‌তে হ'বে হুকুম করুন।

সূর্য্য। প্রস্তুত হ'য়ে থাক। আমি হুকুম আন্‌ছি। এ যুদ্ধের সেনাপতি রাজা—আমি নই। [প্রস্থান।

সুন্দর। ব্যাপার বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না! রাজা এসেছেন, উজীর এসেছেন, ইসাখাঁ মসন্দরী এসেছেন—তাঁর ওপর ঘোড়সওয়ারের ভার। ভাওয়ালের নবাব ফজলগাজি—তিনি এসে হাতীসওয়ারের ভার নিয়েছেন। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের সঙ্গে থাক্‌বেন। জামাই রাজা—বাকলার রামচন্দ্র পর্য্যন্ত এসেছেন। বড় সাহেবের সঙ্গে থাক্‌তে তাঁর ওপর হুকুম হ'য়েছে। সবাই একস্থানে জমা হ'য়েছে। বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌ না, এ এক রকম জেহাদ—ধর্ম্মযুদ্ধ। হয় এস্‌পার—নয় ওস্‌পার।

[প্রস্থান।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

সূর্য্য। মদন!

মদন। জনাব!

সূর্য্য। মোগল নদী পার হচ্ছে। তোমরা শিগ্‌গির পৌঁছিয়ে যাও।

মদন। কোথায় যাব?

সূর্য্য। তুমি চেৎলার পথ আট্‌কে থাক। সাবধান! একজন মোগলও যেন সে পথে প্রবেশ না করে। সুন্দর! তুমি দোসরা হুকুম পর্য্যন্ত বজ্‌বজে থাক। আজ রাত্রেই আমাদের অদৃষ্ট-পরীক্ষা।

[প্রস্থান।

উভয়ে। যো হুকুম।

সুখ। আমার ওপর কি হুকুম?

সূর্য্য। তুমি যেমন মোগল সৈন্যের ভেতর গুপ্তভাবে আছ, তেমনই থাক। কেবল তুমি কৌশলে মোগলকে এক স্থানে জড় কর।

সুখ। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ। সেনাপতি!

সূর্য্য। মহারাজ!

প্রতাপ। মদন সুন্দরকে পেছিয়ে যেতে হুকুম ক'রেছ?

সূর্য্য। ক'রেছি। কিন্তু মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি মোগলকে আর এগুতে দিতে ইচ্ছা করি না।

প্রতাপ। না ইচ্ছা ক'রে কি ক'র্বে সূর্য্যকান্ত! অসংখ্য সুশিক্ষিত মোগল সৈন্য। আমাদের অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী সৈন্য উন্মুক্ত প্রান্তরে কতক্ষণ তাদের তীব্র আক্রমণের বেগ সহ্য ক'র্তে পার্বে। এরূপ কার্য্যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তখন তুমি কি ক'র্বে? নিষ্ফল কতকগুলি বীরশোণিতপাত—আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য বিবেচনা করি না। সম্মুখসমরে দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সে স্বর্গ চাই না। যে কার্য্যে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমির বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, সে কার্য্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে—সূর্য্যকান্ত! যদি বুঝ্তে পারি—মা আমার বেঁচেছে, তা হ'লে আমি হাস্যমুখে নরকেও প্রবিষ্ট হ'তে পারি। মোগলকে কৌশলে পরাভব না ক'র্তে পার্লে, শুধু বীরত্ব প্রদর্শনে পরাস্ত কর্বার চেষ্টা বিড়ম্বনা। একবার লক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে, আর কি তুমি যশোর রক্ষা ক'র্তে পার্বে!

সূর্য্য। তা হ'লে আমি কি ক'র্ব—আদেশ করুন।

প্রতাপ। গাজী সাহেবকে কোথায় পাঠালে?

সূর্য্য। গাজী সাহেবকে রায়গড়ের পথে থাক্তে ব'লেছি। মন্সর আলি সাহেবকে কল্তার কেল্লা আগ্লাতে পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। তা হ'লে তুমি ঘর রক্ষা কর। যদিই বিপদ ঘটে, তা হ'লে ত পুরবাসিনীদের মর্য্যাদা রক্ষা হ'বে!

সূর্য্য। আর আপনি?

প্রতাপ। আমি আর শঙ্কর এখানে থাকি।

সূর্য্য। তা কি হয়! আপনি ধূমঘাটের পথ রক্ষা করুন।

প্রতাপ। দুঃখিত হ'য়ো না সূর্য্যকান্ত!

সূর্য্য। মহারাজ! প্রতাপ-আদিত্যের মহিষী নিজের মর্য্যাদা নিজে রক্ষা ক'র্‌তে জানেন। তার জন্যে সূর্য্যকান্তের অস্তিত্বের প্রয়োজন নেই।

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত! তুমি আমার প্রাণ হ'তে প্রিয়তর।

সূর্য্য। সুতরাং মহারাজ প্রতাপ-আদিত্যের অস্তিত্ব আগে প্রয়োজন। নতুবা এ দাসের অস্তিত্বের মূল্য নেই। ক্ষমা করুন মহারাজ! গোলাম আজ আপনার বাক্যের প্রতিবাদ ক'র্‌ছে।

প্রতাপ। (স্বগত) দেখ্‌ছি আজ যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা, আত্মরক্ষা নয়—আক্রমণ—শত্রুদলন। ভাল, মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হো'ক্। যাও শীঘ্র যাও। সমস্ত সেনাপতিদের ফিরিয়ে আন। তোমার মনোমত স্থানে সমবেত কর। হয় ধ্বংস, নয় হিন্দুস্থান।

সূর্য্য। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মহারাজ! রাজা গোবিন্দ রায় ও জামাতা রাজা রামচন্দ্র—উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে প্রস্থান ক'রেছেন।

প্রতাপ। কেন?

শঙ্কর। গোবিন্দ রায় গাজী সাহেবের অধীনে কাজ ক'র্‌তে চান্ না, রামচন্দ্র রডার অধীনে যুদ্ধ ক'র্‌তে অনিচ্ছুক।

প্রতাপ। তাদের সম্বন্ধে স্থির ক'র্‌লে কি?

শঙ্কর। স্থির কিছু ক'র্‌তে পারিনি। তবে আপনার আদেশের অপেক্ষা না ক'রে, তাদের গ্রেপ্‌তার ক'র্‌তে লোক পাঠিয়েছি।

প্রতাপ। বেশ ক'রেছ—আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। (শঙ্করের প্রস্থান)—কি ক'র্‌লুম! ভাল কি মন্দ—চিন্তা কর্‌বারও অবকাশ নেই।—জয় যশোরেশ্বরী! তোমার যশোর আজ দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত। এ-দারুণ বিপদে তোমার চরণস্মরণ ভিন্ন আমার আর কি চিন্তা আছে! বিষম সময়—শত্রু দ্বারদেশে, কর্ত্তব্য স্থির কর্‌বার পর্য্যন্ত অবসর নেই। রক্ষা কর দয়াময়ী! বঙ্গের সমস্ত বীর সন্তান আমার আদেশের অপেক্ষা ক'র্‌ছে। আমি কি ক'র্‌ছি না ক'র্‌ছি—বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। রক্ষা কর মা—রক্ষা কর। সে সমস্ত নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষী মহাপুরুষগণের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। প্রতাপ!

প্রতাপ। কে ও—মা!

বিজয়া। কি ভাব্‌ছ?

প্রতাপ। কপালিনী! কি ভাবছি—তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না? অগণ্য মোগল যশোরেশ্বরীর দ্বারদেশে—

বিজয়া। অতিথি!—সুখের কথা। তাদের সৎকারের কিরূপ আয়োজন ক'রেছ?

প্রতাপ। আমি এখনও তাদের, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জা'ন্‌তে দিইনি।

বিজয়া। কেন?

প্রতাপ। মনে মনে সঙ্কল্প—বিনা বাধায় তাদের ভাগীরথীও পার হ'তে দেব। ভাগীরথার এপারে প্রতাপ-আদিত্যের অদৃষ্টপরীক্ষা। মায়ের যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে এইখানেই প্রতাপ আদিত্যের ধ্বংস হোক্। নতুবা একজন মোগলও যেন সম্রাটের সৈন্যধ্বংসের সংবাদ দিতে আগ্রায় উপস্থিত না হ'তে পারে। স্থির ক'রেছি—মোগল যেমন এ পারে এসে উপস্থিত হ'বে, অম্‌নি চারদিক থেকে প্রাণপণ-শক্তিতে তাঁদের আক্রমণ ক'র্‌ব। তারপর মা যশোরেশ্বরীর ইচ্ছা।

বিজয়া। উত্তম যুক্তি। কিন্তু প্রতাপ! ভাগীরথা পার হ'য়ে মোগল যদি এখানে উপস্থিত না হয়?

প্রতাপ। সেকি!—এ পারে লক্ষ লোকের অধিষ্ঠান-যোগ্য স্থান আর কোথায়?

বিজয়া। আছে। তুমি দেখনি। যুদ্ধবিশারদ আজিম, প্রতাপের সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত হ'তে এখানে এসে রাত্রি যাপন ক'র্‌বে না। সে রাত্রিবাসযোগ্য সুন্দর সুদৃঢ় স্থান আবিষ্কার ক'রেছে। তুমি বুঝ্‌তে পারনি।

প্রতাপ। তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল হ'ল—আজিমের গতিরোধ হ'ল না!

বিজয়া। যেমন ক'রে হোক্ গতিরোধ ক'র্‌তেই হ'বে। কিন্তু প্রতাপ! লক্ষ সৈন্য দিয়ে লক্ষের গতিরোধে গৌরব কি? অল্প সৈন্য দিয়ে যদি সে কার্য্য সাধিত হয়, তাহ'লে কি সে কাজটা ভাল হয় না?

প্রতাপ। এ তুই কি বল্‌ছিস্ মা! আমার মস্তিষ্ক বিচলিত।

বিজয়া। আমার সন্তানের রক্তে ভাগীরথীর শুভ্র অঙ্গ রঞ্জিত হ'বে?—তা আমি কেমন ক'রে দেখ্‌ব? প্রতাপ! মুষ্টিমের সৈন্যে

সাগর-প্রমাণ মোগল সৈন্যের গতিরোধ কর। আমার প্রিয়পুত্র প্রতাপ-আদিত্যের যশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হোক্।

প্রতাপ। কি ক'রে হ'বে মা?

বিজয়া। উপায় স্থির কর। যেমন ক'রে হোক্, হওয়া চাই। আজকের তিথি কি জান?

প্রতাপ। চতুর্দ্দশী।

বিজয়া। রাত্রে অমাবস্যা ওই যে অদূরে জঙ্গল বেষ্টিত স্থান দেখ্‌ছ, ওই স্থানের নাম জান কি?

প্রতাপ। জানি--কালীঘাট।

বিজয়া। ওই স্থানে এসে মোগল রাত্রের মত বিশ্রাম ক'রবে।

(বেগে সুখময়ের প্রবেশ)

সুখ। মহারাজ! সর্ব্বনাশ! মোগল পার হ'ল—কিন্তু—এখানে এলনা।

প্রতাপ। ভয় নেই—তুমি নিশ্চিন্ত থাক—কেবল তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ।

[সুখময়ের প্রস্থান।

বিজয়া। ওই কালীঘাট। তোমার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর হালদার ব্রহ্মচারী ওই স্থানে বাস করেন। ওই দেখ দূরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মায়ের মন্দির। রাজা বসন্ত রায় নিজে ওই মন্দির নির্ম্মাণ ক'রে দিয়েছেন। ওই স্থানটীকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন ক'রে চারটী নদী প্রবাহিত। নিশ্চিন্ত হ'য়ে মোগল ওই স্থানে রাত্রের জন্যে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রবে। সহস্র চেষ্টায়ও তোমার জলচারী সৈন্য ওর সমীপস্থ হ'তে পারবে না। আর মুহূর্ত্ত পরেই দেখ্‌তে পা'বে—তীর-

ভৈরব গর্জ্জনে বিষম ফেনোদ্গিরণ ক'রতে ক'রতে আকাশস্পর্শী জলোচ্ছ্বাস ওই স্থানের তটভূমিকে আঘাত ক'রছে। মুহূর্ত্ত মধ্যেই ওই স্থান একটী সুন্দর দ্বীপে পরিণত হ'বে। গঙ্গায় আজ ষাঁড়াষাঁড়ির বান। সাবধান প্রতাপ! মোগলসৈন্য আক্রমণ ক'রতে গিয়ে নিজের সৈন্য ভাসিয়ে দিওনা।

প্রতাপ। মা—মা!—এত করুণা!—বিপদবারিণী! কোথা থেকে এ অপূর্ব্ব আলোক এনে সন্তানের চক্ষু প্রজ্জলিত ক'রলি! অমাবস্যায় পূর্ণিমার বিকাশ দেখালি!—জাহাজ—জাহাজ—

বিজয়া। করালীর লোলজিহ্বা যবনরক্তপানের জন্যে লক্লক্ ক'রছে। প্রতাপ! তুমি এই ঘোর অমাবস্যায় অসংখ্য শত্রুশিরে মায়ের বলির ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

প্রতাপ। জাহাজ!—জাহাজ!—একখানা জাহাজ!

(রডা ও সুন্দরের প্রবেশ)

রডা। একখানা কি—দশখানা।

সুন্দর। আর একশো ছিপ্।

প্রতাপ। কাপ্তেন! আজ আমি সমস্ত সৈন্য নিয়ে এখানে এসেছি কেন জান?

রডা। কেন রাজা?

প্রতাপ। শুধু ব'সে ব'সে রডাদিগের বীরত্ব দেখ্‌ব। আমরা এ যুদ্ধে অস্ত্র ধ'রব না।

রডা। দরকার কি! কেন যে এত সৈন্য এনেছ রাজা! আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না।

প্রতাপ। আর বিলম্ব ক'রোনা—প্রস্তুত হও। আমি এদিকে বেড়াজালের ব্যবস্থা করি। দেখো, মা যশোরেশ্বরী! একটীও প্রাণী যেন আগ্রায় না ফিরে যায়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

পথ।

আজিম ও আমীরগণ।

আজিম। ব্যাপার খানা ত কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না! ক্রমে ক্রমে ত প্রতাপ-আদিত্যের বাড়ীর দ্বারে এসে উপস্থিত হ'লুম, কিন্তু শত্রু কই!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জনাব এখানে আছেন?

আজিম। খবর কি?

সৈনিক। জনাব! তাজ্জব ব্যাপার!—এক আওরাৎ!

আজিম। আওরাৎ!

সৈনিক। আজ্ঞে হাঁ জনাব! এমন খুবসুরৎ আওরাৎ কেউ কখনও দেখেনি।

আজিম। কোথায়?

সৈনিক। দরিয়ায়।

আজিম। খবরটা কি ঠাণ্ডা হ'য়ে বল দেখি।

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব! আমরা সব নদী পার হচ্ছি, এমন সময় দেখি, একখানা খুব লম্বা সরু নায়ের ওপর চেপে এক বিবি আপনার মনে গান ধ'রেছে। সেই গান না শুনে, আর সেই বিবিকে না দেখে, সব আমীর একেবারে দেওয়ানা। চারিদিকে কেবল ধর্ ধর্ শব্দ। তখন বিবির নাও ছুটল, আমীরের নাও ছুটল। এখন কেবল আমীরে আর বিবিতে ছুটোছুটি হচ্ছে।

আজিম। কি আপদ্! এ আবার কি ব্যাপার! বাকী সব নৌকা?

সৈনিক। আজ্ঞে জনাব! তারা এগুতেও পাচ্ছে না, পেছুতেও পাচ্ছে না। কেবল নায়ে নায়ে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

আজিম। চল্ দেখি দেখে আসি।

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য়, সৈ। জনাব—জনাব! সব গেল! দরিয়া নয় জনাব—শয়তান। সব গেল।

আজিম। ব্যাপার কি?

২য়, সৈ। নৌক সব দরিয়ার মাঝখানে আস্তে না আস্তে দরিয়া কেঁপে উঠল। যাচ্ছিল এদিকে—দেখ্তে দেখ্তে এদিকে ছুটল। ভয়ঙ্কর শব্দ!—ঐ তালগাছের মতন উঁচু—শাদা ফেনা! দেখ্তে দেখ্তে নৌকর ঘাড়ে চেপে প'ড়ল। দেখ্তে দেখ্তে মড়্ মড়্ ওলট-পালট—ভেসে গেল—ডুবে গেল—মরণ-চীৎকার—এক ধাক্কায় অর্দ্ধেক ফৌজ কাবার!

আজিম। হে ঈশ্বর! কি ক'র্লে! আমার ফৌজ গেল! বিনা-যুদ্ধে আমার ফৌজ গেল! (নেপথ্যে কামানের শব্দ)—ওরে একিরে! যুদ্ধ দেয় কে?—যুদ্ধ দেয় কে রে?

(তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

৩য়, সৈ। ভাসা কেল্লা জনাব!—ভাসা কেল্লা। তার ভেতরে শয়তান—মানুষ নয়। জনাব সব গেল! আমাদের কেল্লায় ধেরেছে—কেল্লায় ধেরেছে। সব খেলে—সব খেলে!

আজিম। কি হ'ল!—য়্যাঁ কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ক্রোড়াঙ্ক—গঙ্গাবক্ষ।

(বিজয়ার প্রবেশ)

(গীত)

এখনও তরীতে আছে প্রাণ।
ছুটে এস, উঠে এস, এই বেলা পাশে ব'স,
ক'রো না জীবন অবসান।
দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙে ঢেউ তুলে,
কূলে কূলে তুলে কত গান।
সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
সেই চির আকুল পিয়াসে—
ঢেউ সনে মাখামাখি প্রাণ।

(সুন্দর ও রডার প্রবেশ)

সুন্দর। দোহাই সাহেব! আর যেয়ো না। শালা নিশেন তুলেছে।

রডা। চোপ্‌রাও শালা!

সুন্দর। দোহাই সাহেব! কামান বন্ধ কর।

রডা। লাগাও—মৎ বন্ধ কর।

সুন্দর। সেনাপতির হুকুম—শাদা নিশেন তুললে লড়াই বন্ধ। (নেপথ্যে—তোপধ্বনি) বন্ধ কর—সাহেব বন্ধ কর।

রডা। শাদা নিশেন তুললে শাদা মানুষ মারতে বাইবেলে নিষেধ আছে। কিন্তু কালা আদমি—অসভ্য কালা—ড্যাম নিগার—মারিয়া ফেল—মারিয়া ফেল—উদ্ধার কর। পুণ্যি আছে। (নেপথ্যে তোপধ্বনি ও আর্ত্তনাদ) দেখো শালা! কিস্‌মাফিক কাম চলতা হায় দেখো।

সুন্দর। তবে রে শালা!—(রডাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন)

রডা। বস্—সুন্দর! তোম্‌বি মেলেটারি—হাম্‌বি মেলেটারি। বস্ কর। মৎ টানো!

সুন্দর। হুকুম দাও। (রডার বংশীধ্বনি) বস্—চল সাহেব! তোমাকে মায়ের প্রসাদ খাইয়ে দিই।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা—বাদশার কক্ষ।

আকবর ও সেলিম।

সেলিম। জাঁহাপনা! এ গোলামকে তলব ক'রেছেন কেন?

আক। বিশেষ প্রয়োজনে তোমায় আজ আনিয়েছি! সঙ্গে কেউ আছে?

সেলিম। আজ্ঞে, গোলাম একা জাঁহাপনা!

আক। দরজা বন্ধ কর। তারপর শোন—যা বলি তা মন দিয়ে শোন।—আমার শারীরিক অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছ?

সেলিম। জাঁহাপনার শারীরিক ও মানসিক—দুই অবস্থাই খারাপ।

আক। শারীরিক যত, মানসিক তার চেয়ে শতগুণে বেশী। বাঙ্গালায় কি ব্যাপার হচ্ছে তা জান?

সেলিম। শুনেছি—বাঙ্গালায় একটা ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী বিদ্রোহী হ'য়েছে।

আক। হাঁ, ব্যাপারটা এইরূপই ব'লে আগ্রায় প্রচার। আর এই ভূঁইয়ার বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন নামে একথা হিন্দুস্থানে প্রচার ক'র্‌তে দেব না। আর মোগল রাজত্বের ইতিহাসে এ সংবাদের একটী মাত্র অক্ষরও উদ্ধৃত হ'বে না। তা পরাজিতই হই, কি

।

সেলিম। একটা তুচ্ছ বাঙ্গালী ভূঁইয়ার বিদ্রোহে যে হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা এতদূর চিন্তিত এটা আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি না।

আক্‌। হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা কি সামান্য কারণেই এতদূর চিন্তিত! --সেলিম! এ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়।

সেলিম। তবে কি জাঁহাপনা?

আক। বাঙ্গালীকে দেখেছ?

সেলিম। দেখেছি, বড় বুদ্ধিমান্‌। কিন্তু শরীর সম্বন্ধেই কি, আর মন সম্বন্ধেই বা কি বড় দুর্ব্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্রাণ---কিন্তু বড় দুর্ব্বল দুর্ব্বলতার জন্যে বাঙ্গালীতে একতা নেই, বাঙ্গালীতে সত্যনিষ্ঠার অভাব, বাঙ্গালী পরছিদ্রান্বেষী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা বাঙ্গালী মহাশক্তি--জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাক্‌পটুতায়, কার্য্যতৎপরতায় বাঙ্গালী জগতে অদ্বিতীয়, মহাশক্তিমান্‌ সম্রাটেরও পূজনীয়। কিন্তু একত্রিত দশ বাঙ্গালী অতি তুচ্ছ হীন হ'তেও হীন। অন্য জাতির দশে কার্য্য, বাঙ্গালীর দশে কার্য্যহানি।

আক্‌। কিন্তু বাঙ্গালী নিজের দুর্ব্বলতা বোঝে--এটা জান? আর বুঝে যদি কার্য্য করে, তা হ'লে বাঙ্গালী কি হ'তে পারে তা জান?

সেলিম। গোস্তাকি মাক্‌ হয় জাঁহাপনা ওইটেতেই আমার কিছু সন্দেহ আছে।

আক। আগে আমারও ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। বাঙ্গালীতে একতা এসেছে। বাঙ্গালী একটা জাতি হ'য়েছে। বাঙ্গালীর বিদ্রোহ—তুচ্ছ ভূঁইয়ার বিদ্রোহ নয়। সাত কোটী বাঙ্গালীর বিশাল জাতীয় অভ্যুত্থান। বল দেখি সেলিম! হিন্দুস্থানের বাদ্‌শার তাতে চিন্তার কারণ আছে কি না?

সেলিম। অবশ্য আছে। কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কেমন ক'রে সংঘটিত হ'ল জাঁহাপনা ?

আক। অত্যাচার! একমাত্র কারণ অত্যাচার! নিরীহ শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত প্রজা, আজ অত্যাচারে উত্তেজিত হ'য়েছে। আমার নরাধম কর্ম্মচারিগণ,. বাঙ্গালী-চরিত্রের বিকৃত চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত ক'র্‌ত। অত্যাচার উৎপীড়িত হ'য়ে প্রজা যখন আমার কাছে প্রতীকারের জন্যে উপস্থিত হ'ত. তখন কুলাঙ্গার আর কতকগুলা বাঙ্গালীর সহায়তায়. আমার কর্ম্মচারী আমাকে বিপরীত ভাবে বুঝিয়ে যেত। আমি কিছু বুঝ্‌তে না পেরে কর্ম্মচারীর কথায় বিশ্বাস ক'রে প্রতীকারে অক্ষম হ'য়েছি। কখন কখন অত্যাচারের কথা, আমার কাণের কাছে আস্‌তে আস্‌তে পথেই মিলিয়ে গেছে। নিরুপায় প্রজা বহুদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য ক'রেছে। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। আজ বাঙ্গালী সেই সীমা অতিক্রম ক'রেছে। প্রতী-কারের জন্যে একত্র হ'তে গিয়ে একজন মহাশক্তিমান্ যুবকের কৌশলে তারা আজ একটা মহান্ জাতীয় জীবনে উল্লসিত।

সেলিম। সে ব্যক্তি কে জাঁহাপনা ?

আক। তুমি তা'কে দেখেছ, তুমি তা'র সঙ্গে বন্ধুতা ক'রেছ. তা'র প্রকৃতিতে মুগ্ধ হ'য়ে তা'র উন্নতি-কামনায় তুমিই আমাকে অনুরোধ ক'রেছ।

সেলিম। কে—প্রতাপ-আদিত্য ?

আক। প্রতাপ-আদিত্য। আমিও তার আচরণে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে যশোরের আধিপত্য প্রদান ক'রেছি। সে এক কথায় আমাকে বশীভূত ক'রে রাজ্য পুরস্কার পেয়েছে। আমায় দেখে, আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে সে আমাকে ব'লেছিল, "জাঁহাপনা! আজও আপনি

ছুনিয়া জয় ক'রতে পারেন নি!" বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চাইলুম। দেখ লুম, সেই উজ্জ্বল পলকহীন বিশাল চক্ষু আমার দৃষ্টিপথ ভেদ ক'রে হৃদয়মধ্যস্থ শক্তির ভাণ্ডার অন্বেষণ ক'রছে। আমি রহস্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলুম 'প্রতাপ! কিছু খুঁজে পেলে?' যুবক ব'ললে "জাঁহাপনা! পেয়েছি। রাশি রাশি স্তূপীকৃত অতুলনীয় শক্তি। কিন্তু সম্রাট আকবরের শক্তির তুলনায়, তাঁর জীবনের পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র। নইলে পাঁচ জন মোগল নিয়ে যে ব্যক্তি ভারত আয়ত্ত ক'রেছে, সে মহাপুরুষ পঞ্চাশ জন ভারতবাসী নিয়ে কি পৃথিবী জয় ক'রতে পারে না! পারে, কিন্তু ঈশ্বর আকবরকে শতবর্ষব্যাপী যৌবন দান করেন নি। প্রিয়দর্শন দিল্লীশ্বরের মুখে আজ বার্দ্ধক্যের ম্লান রেখা। তাই, সময়ের অভাবে তিনি আজ ভারত নিয়েই সন্তুষ্ট।" আমি ব'ললুম—'তুমি পার?' প্রতাপ ব'ললে—"বোধ হয়।" আমি কৌতূহল পরবশ হ'য়ে পরীক্ষার জন্যে তা'কে যশোর প্রদান করি। অল্পদিনের মধ্যে সেই যশোর—বেহার পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়েছে। আর যদি একপদ অগ্রসর হয়—কোনও ক্রমে বাঙ্গালা যদি বারাণসীর এপারে এসে পড়ে, তা হ'লে মোগলের হাত থেকে ভারত গিয়েছে জেনে রাখ। আমার শরীরের অবস্থায় বুঝতে পা'রছি, আমি আর অধিক দিন বাঁচ্‌ব না। এ কার্য্য তোমাকেই ক'রতে হ'বে। কাবুল যাক্, গোলকুণ্ডা যাক্, আমেদনগর যাক্— দিল্লী বাদে ভারতের অধিকৃত সাম্রাজ্য সব যাক্, একদিন না একদিন ফিরে পা'ব। কিন্তু বাঙ্গালা বারাণসীর পারে যদি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্থানও অগ্রসর হয়, তা হ'লে মোগল সাম্রাজ্য আর ফিরে পা'বে না। পাঁচ জন মোগল নিয়ে ভারত-শাসন। মানসিংহ, বীরবল, ভগবান দাস, টোডরমল্ল প্রভৃতি মলিন দর্পণে প্রতিফলিত হ'য়ে এই পাঁচ জন মোগল পাঁচ কোটীর অবচ্ছায়া ধারণ ক'রে আছে।

এ দর্পণ না ভাঙ্তে ভাঙ্তে শীঘ্র যাও। যত শীঘ্র পার, প্রতাপের গতিরোধ কর।

সেলিম। জাঁহাপনা কি গতিরোধের চেষ্টা করেন-নি?

আক। ক'রেছি। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত কিছু ক'র্তে পারিনি। সেরখাঁ গেছে, ইব্রাহিম পরাস্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছে। শেষে আজিম-খাঁকে বাইশ আমীর সঙ্গে দিয়ে লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক ক'রে পাঠিয়েছি। কিন্তু আজও ত জয়ের সংবাদ কেউ আন্‌লে না। (নেপথ্যে—করাঘাত)—কে ও?

(সেলিম কর্তৃক দ্বার উন্মোচন ও দূতের প্রবেশ)

আক। খবর?

দূত। জাঁহাপনা! ব'ল্‌তে গোলামের মুখে কথা আস্‌ছে না।

আক। বুঝ্‌তে পেরেছি—আজিমও হেরেছে।

দূত। শুধু হা'র নয় জাঁহাপনা! —সব গেছে!

সেলিম। সব গেছে!

দূত। আজিমখাঁ মারা গেছেন, বাইশ আমীরের একজনও নেই। পঞ্চাশ হাজার ফৌজ ধ্বংস। বিশ হাজার বন্দী। বাকী আছে কি গেছে, তার খবর নেই।

আক। সেলিম! এরূপ যুদ্ধের খবর আর কখনও কি শুনেছ? এক লক্ষ সৈন্য সব শেষ! সেলিম! শীঘ্র যাও—এই পাঞ্জাযুক্ত হুকুম নাও। মানসিংহ কাবুল যাচ্ছে, পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে আন। সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারে যশোরের ওপর চেপে পড়। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব ক'রো না। সেলিম! এ পরাজয় নয়—আমার মৃত্যু। কিন্তু আমার পানে চেও না, আমার মৃত্যুর অপেক্ষা ক'রো না। জলদি যাও—জলদি

যাও। এ পরাজয়-সংবাদ হিন্দুস্থানে রাষ্ট্র হ'বার পূর্ব্বে মানসিংহের সঙ্গে বাঙ্গালায় সৈন্য প্রেরণ কর। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যশোহর—কাছারীবাটী।

বসন্ত।

বসন্ত। কি যে অদৃষ্টে আছে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। দাদা পুণ্যবান্—অম্লানবদনে একদিনে সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। গিয়ে কাশীপ্রাপ্ত হ'লেন। কিন্তু আমার পরিণাম কি! আমি গোবিন্দ-দাসকে ছাড়্‌লুম, দাদাকে ছাড়্‌লুম। কি সুখে যে ঘরে রইলুম, তাত ব'ল্‌তে পারি না। প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল বুঝি আমার ওপর দিয়েই ফলে যায়! গতিক ভাল বুঝ্‌ছি না। প্রতাপ বারম্বার মোগল-জয়ে অহঙ্কারে এত আত্মহারা হ'য়েছে যে, সে বাঙ্গালী—একথা একেবারে ভুলে গেছে। পুত্রকলত্রপূর্ণ ছোট ছোট ঘরই যে বাঙ্গালীর রাজ্য, তা আর প্রতাপের মনে নেই। বাঙ্গালা বাঙ্গালা ক'রে প্রতাপ এমন সোণার রাজ্য ধ্বংসে প্রবৃত্ত। কি করি! কেমন ক'রে প্রতাপের ক্রোধ থেকে ছেলেপুলেগুলোকে রক্ষা করি!

(ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোটরাণী। হাঁ মহারাজ! এ সব কি শুনি?

বসন্ত। কি শুনেছ ছোটরাণী?

ছোটরাণী। প্রতাপ নাকি গোবিন্দকে কয়েদ ক'র্‌তে হুকুম দিয়েছে?

বসন্ত। কই না—একথা কে ব'ল্লে ?

ছোটরাণী। যশোরময় একথা রাষ্ট্র। আপনি না ব'ল্লে শুন্‌ব কেন!

বসন্ত। কয়েদ কর্‌তে হুকুম দেয় নি। তবে তোমার ছেলের সম্বন্ধে সুবিচার ক'র্‌তে প্রতাপ আমাকে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছে।

ছোটরাণী। কেন ? আমার ছেলের অপরাধ ?

বসন্ত। অপরাধ খুবই। যদি রাজার যোগ্য কার্য্য ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে প্রাণদণ্ডই হ'চ্ছে তার অপরাধের শাস্তি। তোমার ছেলে সেনাপতির বিনানুমতিতে যুদ্ধস্থল ত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছে। যুদ্ধের আইনে সেটা গুরু অপরাধ

ছোটরাণী। কেন, আমার ছেলে ত তার অধীন নয় ?

বসন্ত। প্রতাপ বাঙ্গালার সার্ব্বভৌম। আমি যশোরের অধীশ্বর—তার একজন সামন্ত রাজা। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমিই তার অধীন, তা তোমার ছেলে! তবে প্রতাপ আমাকে মান্য ক'রে, শ্রদ্ধায় উচ্চ আসন দেয় এই আমার ভাগ্য।

ছোটরাণী। তা হ'লে গোবিন্দকে আপনি শাস্তি দেবেন নাকি ?

বসন্ত। এই ত ব'ল্লুম—রাজার যোগ্য কার্য্য ক'র্‌তে হ'লে, নিরপেক্ষ বিচার ক'র্‌লে, শাস্তি দিতে হয়।

ছোটরাণী। বেশ, তবে শাস্তিই দিন। কিন্তু জামাই রামচন্দ্রও ত চ'লে এসেছে, কই তার বেলায় ত নিরপেক্ষ বিচার হ'ল না! সে ত প্রতাপের নিজ বাড়ীতে মহা-আদরে বাস ক'র্‌ছে! যত বিচার বুঝি দেইজীর বেলা!

(উদয়াদিত্য ও বিন্দুমতীর প্রবেশ)

উদয়। দাদা! রক্ষা করুন।

বিন্দু। দাদা! আমাকে রক্ষা করুন। (উভয়ের পদধারণ)—ঠাকুর-মা! রক্ষা কর।

ছোটরাণী। ব্যাপার কি?

বসন্ত। ব্যাপার কি?

উদয়। পিতা রামচন্দ্রকে বন্দী ক'র্‌তে আদেশ দিয়েছেন।

বিন্দু। বন্দী নয় দাদামশায়!—হত্যা! আমি বেশ বুঝেছি হত্যা! বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে, আমার অসাক্ষাতে তাঁকে হত্যা ক'র্‌বে। দোহাই দাদামশায়! অভাগিনীকে বৈধব্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন।

বসন্ত। দেখ্‌লে ছোটরাণী!

ছোটরাণী। না—প্রতাপ যথার্থ রাজা বটে! মেয়েকে—তাইকি যে সে মেয়ে—উদয়াদিত্য হ'তেও প্রিয় যে বিন্দুমতী—তাকে বিধবা কর্‌তে সে অগ্রসর হ'য়েছে! মহারাজ! যে কোন উপায়ে মেয়েটাকে যে রক্ষা ক'র্‌তে হচ্ছে!

বসন্ত। রামচন্দ্র কোথা?

উদয়। তাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

বসন্ত। কেমন ক'রে তাকে বাড়ী থেকে বা'র ক'র্‌বে?

উদয়। আমি এক উপায় ঠাওরেছি। আজ সন্ধ্যায় আপনার গৃহে নিমন্ত্রণ! সেই সুযোগে তাকে বেয়ারাদের সঙ্গে মশালচীর বেশে আমার পাল্‌কীর সঙ্গে সঙ্গে আপনার এখানে নিয়ে আস্‌ব।

বসন্ত। উত্তম পরামর্শ। ভয় নেই দিদি! আমি তোকে রক্ষা ক'রব।

ছোটরাণী। যেমন ক'রে হোক্, রক্ষা ক'রতেই হ'বে। রাজ্য-শাসনের অছিলায় এরূপ নিষ্ঠুরতা—বিধর্ম্মী রাজারই শোভা পায়। হিন্দুর—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর—রক্ষা কর মহারাজ—রক্ষা কর। বিন্দুকে রক্ষা কর। মোহান্ধ প্রতাপকে রক্ষা কর।

বসন্ত। যাও ভাই! তুমি নাতজামাইকে যে কোনও উপায়ে পার সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। ভয় নেই দিদি কিছু ভয় নেই।—যাও, আর বিলম্ব ক'রো না।

[উদয় ও বিন্দুর প্রস্থান।

ছোটরাণী। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার হৃদয়বল!

বসন্ত। ছোটরাণী! এখন তুমি প্রতাপকে কি ব'লতে চাও?

ছোটরাণী। আমি দুর্ব্বল-হৃদয়া রমণী—রাজচরিত্র বোঝা আমার সাধ্য নেই।

বসন্ত। তোমার ছেলের সম্বন্ধে এখন কি বল?

ছোটরাণী। দোহাই মহারাজ! আমি মা, আমাকে পুত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ক'রবেন না। ধার্ম্মিকচূড়ামণি মহারাজ বসন্ত রায়ের যা অভিরুচি।

[প্রস্থান।

(রাঘবের প্রবেশ।)

বসন্ত। রাঘব! তোমার দাদা কোথা?

রাঘব। চাকসিরিতে বাঘ মারতে গেছে।

বসন্ত। হুঁ! বাঘ মারতে গেছে—না পালিয়েছে? এখানে থাক্‌লে যদিও হতভাগা বাঁচত, তা এখন আর কিছুতেই তার নিস্তার নেই।—কে আছ? দেউড়ীতে কে আছ?

[প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া গোবিন্দের প্রবেশ)

রাঘব। দাদা—দাদা! (পলাইতে ইঙ্গিত)

গোবিন্দ। কেন—ব্যাপার কি?

রাঘব। চুপ—চুপ! বাবা, তোমাকে—(ইঙ্গিত)—একেবারে পালাও—পালাও। লম্বা চৌচা—চাকসিরি—চাকসিরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির

শঙ্কর ও কল্যাণী।

শঙ্কর। এ স্থানে কি মনে ক'রে কল্যাণী?

কল্যাণী। স্বামীর কাছে স্ত্রী ত অন্যমনস্কেই আসে। মনে ক'রে আসে—এমন ত কখনও শুনিনি!

শঙ্কর। গৃহস্থের বউ, অন্তঃপুর ছেড়ে অন্যমনস্কে চ'লে আসা, আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কল্যাণী। যখন গৃহস্থের বউ ছিলুম, তখন ত কই আসিনি। এখন স্বামী আমার সন্ন্যাসী। শাস্ত্রমতে আমি সন্ন্যাসিনী। সংসার আমার ঘর। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছি—দোষ কি?

শঙ্কর। আমাকে যেন কোনও অনুরোধ ক'রো না।

কল্যাণী। কেন—রাখ্‌তে পার্‌বে না?

শঙ্কর। অযোগ্য হ'লে পার্‌ব না।

কল্যাণী। তুমি এ কথা যে ব'ল্‌তে পেরেছ—এই আশ্চর্য্য। আমি জানি—তুমি আমার অনুরোধ এড়াতে পার্‌বে না।

শঙ্কর। রহস্য নয় কল্যাণী! আমাকে কোনও অনুরোধ ক'রো না। আমি রাখ্‌তে পার্‌ব না।

কল্যাণী। ভিখিরী বামুনের ছেলে মন্ত্রী হ'য়ে, দেখ্‌ছি একেবারে চাণক্যের ভায়রাভাই হ'য়ে প'ড়েছ।

শঙ্কর। মহারাজার আদেশ কি তা জান? তাঁর জামাতার সম্বন্ধে যে কেউ আমার কাছে অন্যায় উপরোধ নিয়ে আস্‌বে, সে তৎক্ষণাৎ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হ'বে। তা সে পুরুষই হোক্‌—কি স্ত্রীলোকই হোক্‌। তা তিনি রাজমহিষীই হ'ন—কি মন্ত্রীপত্নীই হ'ন।

কল্যাণী। সে ভয় আমাকে দেখিয়ে নিরস্ত ক'র্‌তে পার্‌ছ না। আমি ত নির্ব্বাসিত হ'য়েই আছি। প্রসাদপুরের সেই ক্ষুদ্র কুটীর—আমার শ্বশুরের ঘর—আর সেই ঘরের ঐশ্বর্য্য—পঁচিশ বৎসরের স্বামী-সঙ্গ যে দিন ছেড়ে এসেছি, সেই দিন থেকে ত আমি ফকিরণী। আমাকে তুমি নির্ব্বাসনের ভয় দেখাও কি!

শঙ্কর। তুমি বড়ই অত্যাচার আরম্ভ ক'র্‌লে কল্যাণী!

কল্যাণী। এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হ'বেই ত! আজকাল তুমি এক জন বড়লোক—বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচিব। কত রাজারই ওপর আধিপত্য কর। এক জন শক্তিমান্ রাজাকে আয়ত্তে পেয়ে তাকে হত্যাই ক'র্‌তে চলেছ। আমার সঙ্গ এখন অত্যাচার ব'লে বোধ হ'বেই ত!

শঙ্কর। আ! এ ত ভাল জালাতেই প'ড়লুম!

কল্যাণী। কিন্তু এই কল্যাণী বামনীর অত্যাচার সইতে শিখেছিলে তাই তুমি এতটা বড় হ'য়েছ।

শঙ্কর। কল্যাণী! এখনও ব'ল্‌ছি—স্থান ত্যাগ কর। নইলে মর্য্যাদা থা'ক্‌বে না।

কল্যাণী। কখন কিছু চাইনি—আজ তোমার কাছে রামচন্দ্রের জীবন ভিক্ষা চাই।

শঙ্কর। তা হ'তেই পারে না।

কল্যাণী। তা হ'লে কি এই ঘোর অধর্ম্ম ক'র্‌তেই হ'বে?

শঙ্কর। অধর্ম্ম নয়—তবে নিষ্ঠুর ধর্ম্ম।

কল্যাণী। জামাতৃ-হত্যা—ধর্ম্ম?

শঙ্কর। রাজদ্রোহী জামাতৃ-হত্যা—ধর্ম্ম। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্জ্জুনকে বার বৎসর বনে পাঠিয়েছিলেন।

কল্যাণী। তার ফলে কুরুক্ষেত্র! আর যাঁর পরামর্শে এই ধর্ম্মের সৃষ্টি হ'য়েছিল, তাঁর গুণে প্রভাস—একদিনে যদুবংশ ধ্বংস! আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, এ পোড়া বাঙ্গালীর রাজত্বের আর বেশী দিন অস্তিত্ব নেই।

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতাপ। আশীর্ব্বাদ কর মা—আশীর্ব্বাদ কর। শীঘ্র এ রাজ্যের ধ্বংস হোক্।

কল্যাণী। মহারাজ!—মহারাজ! বুঝ্‌তে পারিনি—আমি জ্ঞানহীনা নারী।

প্রতাপ। মিথ্যা কথা—তুমি জ্ঞানময়ী। তুমিই তোমার স্বামীকে উপদেশ দিয়ে এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়েছ। তুমি তোমার স্বামীকে জোর ক'রে প্রসাদপুর থেকে না নির্ব্বাসিত ক'র্‌লে, কেউ যশোরের নাম শুন্‌তে পেতনা। আমি কিন্তু রাজদণ্ড-ধারণে অনুপযুক্ত।

কঠোর কর্ত্তব্যপালনে এখনও ইতস্ততঃ কর্‌ছি—অপরাধীর শাস্তি দিতে পাচ্ছি না।

কল্যাণী। হতভাগ্য রামচন্দ্র!

প্রতাপ। হতভাগ্য আমি। আমার নিজের শক্তি না বুঝ্‌তে পেরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে গেছি। আজ বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে কাঞ্চনাভরণা একাকিনী রমণী নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত মনে বঙ্গের অপর প্রান্তে চ'লে যাচ্ছে। নরঘাতী দস্যু-ঠগ এখন তার পানে লোলুপ দৃষ্টিতে চাইতেও সাহস করে না। কিন্তু আর থাকে না —এদিন আর থাকে না। আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—বাঙ্গালীর চিরন্তন দুর্দ্দশা আবার তাকে গ্রাস ক'র্‌বার জন্যে ধীরে ধীরে তার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটী ক'র্‌ছি। (নেপথ্যে কামানের শব্দ) কি এ?

(কমলের প্রবেশ)

কমল। মহারাজ! জামাই রাজা পালালেন।

প্রতাপ। একি সেই নরাধমই কামান ছুঁড়লে?

কমল। আজ্ঞে হাঁ। কামান ছুঁড়ে জানিয়ে গেলেন।

প্রতাপ। কমল! যার সাহায্যে এ নরাধম পালিয়ে গেছে, তার মাথা যদি এখনি আমার কাছে এনে উপস্থিত ক'র্‌তে পার, তা হ'লে তোমাকে মহামূল্য পুরস্কার দিই। সে হতভাগ্য যদি আমার পুত্রও হয় তথাপি তাকে হত্যা ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হ'য়োনা।

কমল। যো হুকুম। তা হ'লে সেলাম। জাঁহাপনা! গোলামের শত অপরাধ ক্ষমা করুন।

প্রতাপ। তোমার অপরাধ কি!

কমল। আজ্ঞে জনাব, এই বেইমানই অপরাধী। আমাকে অন্দর-

রক্ষার ভার দিয়েছিলেন। সুতরাং আমিই অপরাধী। জামাই রাজা গোলাম সেজে মশালচীর বেশ ধ'রে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি চিনতে পেরেছিলুম—তাঁকে ধ'রেও ছিলুম! কিন্তু ধ'রে রাখতে পারলুম না।

প্রতাপ। কেন?

কমল। শুধু একজনের জন্যে পারলুম না। তাঁর কাতরোক্তিতে কমলের কঠোর প্রাণ গ'লে গেল হাতের বাঁধন খসে গেল।

প্রতাপ। কে সে?

কমল। বলুন তাঁকে হত্যা ক'রবেন না।

প্রতাপ। তুমি না ব'ললেও জানতে পারব।

কমল। কিছুতেই না - বিশ বৎসর চেষ্টা ক'রলেও না। আপনি কমলকে শাস্তি দিন।

প্রতাপ। তোমাকে ক্ষমা ক'রলুম।

কমল। কমল মাফ্ চায় না—অপরাধের শাস্তি চায়। সেলাম জাঁহাপনা, সেলাম উজীর সাহেব. সেলাম মা জননি! (কমলের আত্মহত্যা

কল্যাণী। হায় হায় কি হ'ল! কমল আত্মহত্যা ক'রলে!

শঙ্কর। যাও কল্যাণী! ঘরে যাও।

[কল্যাণীর প্রস্থান।

প্রতাপ। বুঝতে পেরেছ শঙ্কর—কার সাহায্যে রামচন্দ্র পলায়নে সক্ষম হ'য়েছে?

শঙ্কর। বুঝেছি, কিন্তু—মহারাজ! তিনি অবধ্য।

(সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

শঙ্কর। এমন অসময়ে কেন সূর্য্যকান্ত?

সূর্য্য। মহারাজ! বিষম সংবাদ!—রাজা মানসিংহ একেবারে দু'লক্ষ সৈন্য নিয়ে যশোরের দ্বারে উপস্থিত।

প্রতাপ। বেশ হ'য়েছে। যশোরের ধ্বংসচিন্তাও মুহূর্ত্তমধ্যে আমার মনে উদিত হ'য়েছে। যশোরের অস্তিত্বের কিছুমাত্রও মূল্য নেই। দাসত্ব কর্‌বার জন্যে বাঙ্গালীর জন্ম,—রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার বিড়ম্বনা। শঙ্কর! মরণের জন্যে প্রস্তুত হও।

শঙ্কর। সর্ব্বদাই ত প্রস্তুত আছি মহারাজ! কিন্তু আমি ত বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছি না। এই জলবেষ্টিত দেশ -চারিদিকে সজাগ প্রহরী—এ সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে কেমন ক'রে শত্রু যশোরে প্রবেশ ক'র্‌লে!

সূর্য্য। প্রহেলিকা! আমি কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ছি না মহারাজ! ধূমঘাট থেকে একদিনের মাত্র তফাৎ। দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ · যমুনা পার হ'তে তার একটীমাত্র সৈন্যও অবশিষ্ট নেই। ঈশ্বরীপুরে এসে রাজা দূত পাঠিয়েছে।

প্রতাপ। দূত কই? (সূর্য্যকান্তের প্রস্থান) ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌লে কি শঙ্কর?

শঙ্কর। কে এমন বিশ্বাসঘাতক মহারাজ?

প্রতাপ। এখনি বুঝ্‌তে পার্‌বে –মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্তই জান্‌তে পার্‌বে। যে জাতি সামান্য দু' এক পয়সার লোভে, চাকরীর খাতিরে, জীর্ণ অভিমানের বশে সহোদরের ওপর অত্যাচার করে, সে জাতির কাকে তুমি বিশ্বাস কর!

(দূতসহ সূর্য্যকান্তের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! মহারাজ মানসিংহ এই দুই উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এ দু'য়ের মধ্যে যেটা মহারাজের অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন। (শৃঙ্খল ও অস্ত্র প্রদান)

প্রতাপ। (অস্ত্র লইয়া) তোমার প্রভুকে বল—প্রতাপ-আদিত্য যতই কেন বিপন্ন হোক না, তথাপি সে যবনশৃগালকের কাছে মস্তক অবনত করে না।

দূত। যথা আজ্ঞা। (শৃঙ্খল লইয়া প্রস্থান)

প্রতাপ। এখন কর্ত্তব্য! (পরিক্রমণ)

সূর্য্য। (জনান্তিকে) এই রাত্রের মধ্যে তার সম্মুখে উপস্থিত না হ'লে কাল প্রভাতেই ধূমঘাট দুই লক্ষ সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হ'বে।

শঙ্কর। সমস্ত সৈন্য ত দেশের চারধারে ছড়িয়ে আছে।

সূর্য্য। রাত্রের মধ্যে বিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ক'র্‌তে পারি। তার পর এক দিন বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে. আরও বিশ হাজারের যোগাড় হয়।

(রডার প্রবেশ)

শঙ্কর। বড়ই বিপদ সূর্য্যকান্ত!

প্রতাপ। কি সাহেব! খবর কি?

রডা। আমি কি ক'র্‌ব। তোমার বাঙ্গালী আপনার পায়ে কুড়ুল মার্‌বে. তা আমি কি ক'র্‌ব!—আমরা চব্বিশ ঘণ্টাই জলে জলে ঘুর্‌ছি।—তোমার বোবানন্দ চাকসিরি দিয়ে শত্রু আন্‌বে, তা আমি কি ক'র্‌ব!

প্রতাপ। শঙ্কর! শুন্‌লে?

রডা। সোজা পথ দিয়ে আন্‌লে কি আন্‌তে পার্‌ত!—বন কেটে নতুন রাস্তা তৈরী ক'রে মানসিংহকে যশোরে এনেছে।

প্রতাপ। এখন কি ক'র্‌বে?

রডা। হুকুম কর।

প্রতাপ। তুমি সহর রক্ষা কর।

রড়া। বেশ।

প্রতাপ। আর, পুরবাসিনীদের জাহাজে তুলে রাখ।—ফিরি, আবার তাদের কূলে নিয়ে এস। আর যদি মোগলসৈন্যকে সহরে ঢুক্‌তে দেখ, ত তখনি তাদের ইছামতীর জলে বিসর্জ্জন দিও।

রড়া। বেশ। (চক্ষে রুমাল প্রদান)

প্রতাপ। দেখো যেন তারা মোগলের বাঁদী হ'য়ে আগ্রায় না যায়।

রড়া। আচ্ছা।

প্রতাপ। যাও, আর বিলম্ব ক'রো না। (রড়ার প্রস্থান)—হাঁ শঙ্কর! ধূর্ত্ত মানসিংহ এত দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত যশোরটা ঠকিয়ে নেবে!—ঠকিয়ে নেবে!—শত অপরাধে অপরাধী হ'লেও বাঙ্গালী আমার প্রাণ। সেই বাঙ্গালীর কণ্ঠহারের মধ্যমণি আমার সোণার যশোর, মানসিংহ এসে ঠকিয়ে নেবে। সূর্য্যকান্ত! কত সৈন্য তোমার কাছে আছে?

সূর্য্য! বিশ হাজার। আর বিশ হাজার কাল সন্ধ্যার মধ্যে আপনাকে দিতে পারি। কিন্তু কাল সমস্ত দিন যদি কোনও রকমে মানসিংহের গতিরোধ ক'রতে পারি, স্থির ব'লছি মহারাজ, পরশ্ব প্রভাতে আমি তার সৈন্যস্রোত ফিরিয়ে দেব।

প্রতাপ। বিশ হাজার! যথেষ্ট—যথেষ্ট।—সূর্য্যকান্ত! তুমি আর তোমার গুরু—হু'জনে দশ হাজার নাও। আমায় দশ হাজার দাও। যাও শঙ্কর! তুমি এই রাত্রে দশ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত গ্রামে আগুন দাও। গ্রামবাসীদের ধূমঘাটে পাঠাও। আমি পেছন থেকে মোগলের রসদ মার্‌তে চ'ল্লুম। দেখো, সাবধান! সমস্ত দেশের মধ্যে মান-

সিংহ যেন তণ্ডুলকণা না পায়। ক্ষুধার যাতনায় মোগলসৈন্য কেমন লড়াই করে একবার দেখ্‌বে এস।

শঙ্কর। ঈশ্বর প্রতাপ-আদিত্যকে চিরজীবী করুন! সমস্ত ভারত যেন তাঁর পদানত হয়।

সূর্য্য। ছ'লক্ষ বীরের ক্ষুধানলে আজ দাবানল প্রজ্বলিত ক'র্‌বে

সকলে। জয় যশোরেশ্বরীর জয়!

চতুর্থ দৃশ্য।

বসন্ত রায়ের গৃহ।

বসন্ত রায়, ছোটরাণী ও সূর্য্যকান্ত।

ছোটরাণী। হ্যাঁ! এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে কর্‌লে! আমারই চাকর্‌রি দিয়ে আমার ঘরে শত্রু প্রবেশ করালে! এমন কুলাঙ্গার কে?

বসন্ত। কে—আর জেনে কাজ নেই ছোটরাণী! মা যশোরেশ্বরীকে ধন্যবাদ দাও যে, এবারেও তাঁর কৃপায় বিপদ থেকে মুক্তি লাভ ক'রেছি।

সূর্য্য। পা'র ধূলো দিন রাণী-মা! আপনার আশীর্ব্বাদে বড় বিপদ থেকে মুক্তিলাভ ক'রেছি। আমাদের কলঙ্ক রাখ্‌বার আর স্থান ছিল না। চোখে ধূলো দিয়ে জুয়াচোর মানসিংহ আর একটু হ'লে আমাদের প্রাণের যশোর কেড়ে নিয়েছিল! মানসিংহ এখন টের পেয়েছে। যখন সমস্ত সৈন্য পেটের জ্বালায় খাই খাই ক'রে তাকে ঘেরে ধ'রেছে, তখন বু'ঝেছে—যশোরজয় চোরের কর্ম্ম নয়। অধর্ম্ম না ঢুক্‌লে স্বয়ং বিধাতাও অনিষ্ট ক'র্‌তে যশোরে প্রবেশ ক'র্‌তে পার্‌বে না।—সমস্ত সৈন্যই তার ধ্বংস হ'ত, কি ক'র্‌ব আমাদের সৈন্য ছিল না।—এ দাস

আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌বে না। অনুমতি করুন—বিদায় হই। যে সমস্ত গ্রামবাসীদের গৃহ দগ্ধ ক'রেছি তাদের বাসস্থান প্রস্তুত ক'রে দেবার ভার আমার ওপর।

ছোটরাণী। তা হ'লে এখনি যাও। স্থানাভাবে গরীবদের বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। [সূর্য্যকান্তের প্রস্থান] তা এ পোড়া চাকসিরি নিয়েই যখন এত গোল, তখন মহারাজ! এ চাকসিরি প্রতাপকে সমর্পণ করুন না।

বসন্ত। ঠিক ব'লেছ ছোটরাণী। চাকসিরি আর রাখ্‌বনা।—

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। মহারাজ! ব্রাহ্মণসন্তান আজ ঠাকুর বসন্ত রায়ের কাছে চাকসিরি ভিক্ষা করে।

বসন্ত। বেশ। প্রতাপকে এখনি পাঠিয়ে দাও।

শঙ্কর। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

বসন্ত। চাকসিরিও রাখ্‌ব না, বিষয়ও রাখ্‌বনা। ছোটরাণী! তুমি গঙ্গাজল নিয়ে এস। স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আজ প্রতাপকে দান ক'র্‌ব। গঙ্গাজল নিয়ে এস—ফুল চন্দন নিয়ে এস।

ছোটরাণী। সেই ভাল, কিছু রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই। যখন প্রতাপ আছে, তখন সব আছে। [উভয়ের প্রস্থান।

(গোবিন্দরায়ের প্রবেশ)

গোবিন্দ। হায় হায়! এত চেষ্টা—সব পণ্ড হ'ল! সাগর প্রমাণ মোগলসৈন্য যশোরের দ্বারে এসে ফিরে পালিয়ে গেল! চাক-সিরি দিয়ে শত্রু এনে শুধু কলঙ্ক কিন্‌লুম! কি কর্‌লুম! হয়ত প্রতাপ

মনে ক'রেছে—পিতাও এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন। আমার দেবতা পিতার স্কন্ধে কলঙ্ক অর্পণ ক'র্‌লুম! ওই প্রতাপ আস্‌ছে! বিজয়ী হ'য়ে পিতাকে আমার লজ্জা দিতে আস্‌ছে। অসহ্য—অসহ্য! মর্ম্মভেদী টিট্‌কারি—অসহ্য—অসহ্য!

(প্রতাপের প্রবেশ)

নেপথ্যে। গঙ্গাজল—শীঘ্র গঙ্গাজল। প্রতাপ এসেছে—শীঘ্র গঙ্গাজল।

প্রতাপ। য়্যাঁ! গঙ্গাজল!—হত্যার ষড়যন্ত্র! ব্যাঘ্রের বিবরে প্রবেশ করিয়ে শঙ্কর চ'লে গেল! রুদ্ধ গঙ্গাজল অস্ত্র হাতে ক'র্‌লে ত আর কিছুতেই আত্মরক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না।

গোবিন্দ। য়্যাঁ! গঙ্গাজল! পিতা গঙ্গাজল অস্ত্র খুঁজছেন! তা হ'লে হত্যা—পিতৃহত্যা! (প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক আওয়াজ)

প্রতাপ। তবে রে নরপিশাচ—(গোবিন্দকে অস্ত্রাঘাত)

বসন্ত। গঙ্গাজল দে! কে কোথায় আছিস্, আমায় গঙ্গাজল দে। গঙ্গাজল!—গঙ্গাজল!

প্রতাপ। আর গঙ্গাজল কেন? মা গঙ্গার স্মরণ কর। ভক্ত-বিটেল!—স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গার!— বসন্ত রায়কে হত্যা)

(বেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। হাঁ হাঁ হাঁ মহারাজ! নিরস্ত হও—ক্ষান্ত হও—যাঃ! সর্ব্বনাশ হ'ল!

(পুষ্প ও গঙ্গাজল পাত্র হস্তে ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোটরাণী। একি! একি! কি ক'র্‌লে প্রতাপ!

শঙ্কর। কি ক'র্‌লে মহারাজ!

ছোটরাণী। তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করবেন ব'লে রাজা যে আমাকে গঙ্গাজল আন্‌তে ব'লেছেন! আমি যে তোমার জন্য গঙ্গা-জল এনেছি!

প্রতাপ।—যঁ্যা—তবে কি ক'র্‌লুম!

ছোটরাণী। মহারাজ! গঙ্গাজল চেয়ে চুপ ক'র্‌লে কেন? প্রতাপ, এসেছে—গঙ্গাজল নাও—আচমন কর। সর্ব্বস্ব তাকে দান কর। ঋষিরাজ!—ঋষিরাজ! (মূর্চ্ছা)

(কল্যাণীর প্রবেশ)

কল্যাণী। ওগো! কি হ'ল!—মা যশোরেশ্বরী হঠাৎ মুখ ফেরালেন কেন?—যঁ্যা! একি!—তাই!—তাই বুঝি মা চ'লে গেলে!

শঙ্কর। কি ক'র্‌লে মহারাজ!—কারে হত্যা ক'র্‌লে? বসন্ত রায় যে প্রতাপ ভিন্ন আর কাউকেও জান্‌ত না।

প্রতাপ। তা হ'লে কি ক'র্‌লুম।

কল্যাণী। আত্মহত্যা ক'র্‌লে। যাঁর কৃপায় আজও তুমি প্রাণ ধারণ ক'রে র'য়েছ প্রতাপ!—তোমার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী রাজঋষিকে হত্যা ক'র্‌লে! তুমি গেলে, তোমার যশোর গেল, ইহকাল পরকাল—সব গেল।

প্রতাপ। যাক্—তবে সব যাক্। ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল,—বিজয়! তুইও আর থাকিস্ কেন? তুইও যা। (অস্ত্রনিক্ষেপ) শঙ্কর! মানসিংহকে ফিরিয়ে আন। সে যশোর গ্রহণ করুক। এ গুরুশোণিত-সিক্ত হস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড ধারণ আর আমার শোভা পায় না!

পঞ্চম দৃশ্য।

যশোহর-উপকণ্ঠ—মানসিংহের শিবির।

মানসিংহ।

মান। না, আর নয়। এ প্রাণ রাখা আর কর্ত্তব্য নয়। হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বিজয় লাভ ক'রে, শেষে বাঙ্গালায় এসে পরাজিত হ'লুম! সমস্ত সৈন্য নষ্ট ক'র্‌লুম! অন্নাভাবে আমার অর্দ্ধেক সৈন্য উন্মত্ত হ'য়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে!—কি পরিতাপ। কি লজ্জা! না, আর না। কোন্ মুখে আগ্রায় ফির্‌ব! কেমন ক'রে বাদ্‌শাকে মুখ দেখাব! না—জীবনধারণের আর কিছুমাত্রও প্রয়োজন নেই। এইখানেই জীবনের শেষ করি। (আত্মহত্যার উদ্যোগ।

(বেগে রাঘব ও ভবানন্দের প্রবেশ)

ভবা। মহারাজ!—মহারাজ!

মান। কে ও—ভবানন্দ?

ভবা। শিগ্‌গির আসুন—শিগ্‌গির আসুন।

মান। কোথায়?—কেন?

ভবা। যশোরেশ্বরী আপনার মুখ চেয়েছেন। নরাধম প্রতাপকে পরিত্যাগ ক'রেছেন। নরাধম গুরুহত্যা ক'রেছে। হাত থেকে তার বিজয়া অস্ত্র খ'সে প'ড়েছে। নরাধম শক্তিহীন। এই অবসর। শীঘ্র আসুন।

মান। এ তুমি কি ব'ল্‌ছ!

ভবা। এই দেখুন—রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র। বল বল—মহারাজের কাছে বল। এই বেলা বল।

রাঘব। মহারাজ! আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে—আমার ভাই গেছে—মা গেছে। -আমি কচু—কচু—কচুবনে বেঁচেছি।

মান। কি ক'রব ভবানন্দ! আমার যে রসদ নেই।

ভবা। রাশ রাশ রসদ আছে। আমি দেব। গোবিন্দ দেবের সেবার জন্যে সে পামর আমারই হাতে গচ্ছিত রেখেছে। রাশ রাশ রসদ। এক বৎসরে ফুরুবে না। বেশী লোক নয়—সামান্য, সামান্য। গুপ্ত পথ- একেবারে প্রতাপ-আদিত্যের অন্দর। চ'লে আসুন—চ'লে আসুন। এই রাত্রির অন্ধকার বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভেতর দিয়ে পথ—মহা সুবিধা। আর পাবেন না—চ'লে আসুন। কিন্তু—গরীব ব্রাহ্মণ বক্‌সিস্।

মান। ভবানন্দ! বাঙ্গালার অর্দ্ধেক তোমাকে দান ক'র্ব।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রতাপের ছাউনি

শঙ্কর ও কল্যাণী।

(নেপথ্যে বন্দুক-শব্দ)

কল্যাণী। আর কেন প্রভু! সব শেষ। রাণী, রাজকুমারী, সমস্ত পুরবাসিনী -ইছামতীতে ঝাঁপ খেয়েছে।

শঙ্কর। এ দিকেও সব গেছে। সূর্য্যকান্ত, সুখময়, মদন, মামুদ—সব গেছে। শুধু আমি অবশিষ্ট। কল্যাণী! আমারই কেবল মৃত্যু হ'ল না। রাজা আমার চক্ষের ওপর পিঞ্জরাবদ্ধ। ব্রাহ্মণ ব'লে মানসিংহ আমাকে হত্যা করে নি। অস্ত্র ধ'র্ব না'—প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে

কল্যাণী। আর কি জন্মে অস্ত্র ধ'র্‌বে শঙ্কর।

শঙ্কর। ব্রাহ্মণসন্তান—অস্ত্র ধ'রেছিলুম। তার ভীষণ পরিণাম দেখ্‌লুম!

কল্যাণী। চল—কাশী যাই।

শঙ্কর। এখনি, আর বিলম্ব নয়।

কল্যাণী। মা যশোরেশ্বরী! চ'লুলুম। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) যশোর! প্রাণের যশোর! আর তোমাকে দেখ্‌তে পা'ব না। পবিত্র যশোর!—আমার স্বামীর বীরত্বের লীলাভূমি—সোণার যশোর!—চ'ল্‌লুম—

শঙ্কর। অন্ধকার—অন্ধকার!—যাক্—এ জন্মজন্ম সাধনার বিষয় এ জন্মে হ'ল না, আবার জন্মাব, আবার ফিরে আস্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ভবানন্দ ও রাঘবের প্রবেশ)

ভবা। বস্ কাম ফতে ভবানন্দ! গোবিন্দ বল গোবিন্দ বল। যশোর ধ্বংস—যশোর ধ্বংস।

রাঘব। এ কি হ'ল দেওয়ান মশায়!

ভবা। কি হ'বে!—তুমি রাজা হ'বে আর কি হ'বে। রাঘব—রাঘব—আজ তুমি যশোরজিৎ।

রাঘব। যঁ্যা—তা কেন!—একি হ'ল!—দাদা গেল!—সে আলো কোথা গেল!

[প্রস্থান।

ভবা। আর আলো! টিম্-টিম্—টিম্-টিম্। বস্—বস্—বস্ এইবারে আমার বক্‌সিস্। বস্—বস্। গোবিন্দ বল!—গোবিন্দ বল!—

(রডার প্রবেশ)

রডা। আর একবার বল— ভবানন্দের স্কন্ধে হস্ত দিয়া) সব গেছে তোমাকে রেখে যাচ্ছি না।

ভবা। য়ঁ্যা—য়ঁ্যা! দোহাই দোহাই, মেরো না—মেরো না।

রডা। মার্‌ব না তোমায় মার্‌ব না।—শয়তান! সময় দিলুম—দয়া ক'র্‌লুম গোবিন্দ বল। (গলদেশ পীড়ন)

ভবা। অ! অ! আল্‌-লা—দোহাই—আল্‌-লা

(মানসিংহের প্রবেশ)

[বন্দুকের আওয়াজ ও রডার পতন]

মান। ওঠ ভবানন্দ।

ভবা। য়ঁ্যা- আমি বেঁচেছি! উঃ! বড় পিপাসা।

মান। বেঁচেছ।

ভবা। তা হ'লে আমার বক্‌সিস্‌?

মান। আগে জল খাও—প্রাণ বাঁচাও।

ভবা। অবশ্য প্রাণ বাঁচাতেই হ'বে। তা হ'লে মহারাজ! বক্‌সিস্‌?

মান। যাও ভবানন্দ! যা তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছি, তাই নাও।—(পাঞ্জাপ্রদান) বাঙ্গালার অর্দ্ধেক তোমাকে প্রদান ক'র্‌লুম। নিয়ে চ'লে যাও। আর এসো না। আমিও হিন্দুকুলাঙ্গার, কিন্তু তুমি আরও নীচ নেমকহারাম। যাও—দূর হও, এ মুখ আর দেখিয়ো না।

ভবা। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

রণস্থল।

পিঞ্জরাবদ্ধ প্রতাপ।

(বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। প্রতাপ।

প্রতাপ। কে ও, মা! কি ক'রলি মা! একবার বিদ্যুদ্দীপ্তির মতন লীলা দেখিয়ে, সমস্ত জীবনের মত মাতৃভূমির কোলে একি অন্ধকার ঢেলে দিলি মা! গুরুহত্যা ক'রলুম তবু যশোর হারালুম! বল্ মা— আমার যশোর বেঁচে আছে। নরকে গিয়েও তা হ'লে আমি যশোর জীবনে উজ্জীবিত হই।

বিজয়া। অদৃষ্ট—প্রতাপ, অদৃষ্ট! বাঙ্গালী মায়ের মর্য্যাদা রাখ্‌তে জান্‌লে না।

প্রতাপ। হা বঙ্গ! শত অপরাধেও আমি তোমায় ভালবাসি।

বিজয়া। বাঙ্গালী শত বৎসর আপনার পাপের ফলভোগ ক'রবে। দেশ অত্যাচারে ছেয়ে যাবে। তার পর, ওই দেখ প্রতাপ! চেয়ে দেখ—(বৃটানিয়ার আবির্ভাব)—ওই শক্তি-বৃটানিয়া—সভ্যতাময়ী— দয়াময়ী—অনন্ত শক্তিময়ী বৃটানিয়া পাপের অত্যাচার থেকে তোমার প্রতিষ্ঠিত যশোরের পুনরুদ্ধার ক'র্‌বেন। প্রতাপ, তুমি নিশ্চিন্ত হও। বারাণসীর পবিত্র ক্ষেত্রে মা আনন্দময়ী তোমাকে কোলে স্থান দেবেন।

যবনিকা পতন।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

নাটক।

(ঐতিহাসিক)

(১) প্রতাপাদিত্য—বেঙ্গলী দুই স্তম্ভব্যাপী সমালোচনায় বলিয়াছেন, "ইহা যথার্থতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় নাটক। 'বিজয়া' বাঙ্গালার মর্ম্মনিহিতা শক্তি; প্রতাপ তাহার সাধক, সূর্য্যকান্ত গুহ উত্তর সাধক; শঙ্কর চক্রবর্ত্তী পুরোহিত।" মূল্য, এক টাকা।

(২) পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—নবাব মীরকাসিমের প্রাণকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই যেন শক্তিময়ী 'বিজয়া' এবারে নর্ত্তকীরূপে বীর মোহনলালের কন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন। পিতা ও পুত্রী মুরশিদাবাদের উদ্যানে বসিয়া পলাশীর রণক্ষেত্র সম্বন্ধে যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, নাটকের সেই অংশটুকু পাঠ করিলেই যুগের চিত্র আসিয়া পাঠককে এক স্বপ্নরাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইবে। মূল্য, এক টাকা।

(৩) নন্দকুমার—ইহা মহারাজা নন্দকুমারের জীবন্ত চিত্র। আজ দেড়শত বৎসর পরে, সপ্ততি-বর্ষীয় স্থবির নিজের সমস্ত দুঃখকাহিনী লইয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। মূল্য, এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল নিউ ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন—'প্রতাপাদিত্য' অপূর্ব্বগ্রন্থ হইলেও, 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নাটকত্বে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট; কিন্তু 'নন্দকুমার' তাঁহার নাটকীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা।

(৪) পদ্মিনী—বাংলা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, মাতৃভূমির অপরাংশে শ্রেষ্ঠ বীরগণের লীলাভূমি চিতোরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, মহীয়সী রমণী পদ্মিনী ; আর সেই মাতৃভূমির পূজক গোরা ও দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বাদল !

"শ্রাবণের বারিধারা প্রায়,, পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।" শুধু শুনিয়াছেন ; দেখেন নাই। ভীষ্মের শরশয্যার ন্যায় বীর গোরার রণাঙ্গনে নরশয্যা—দেখিলে প্রাণে নব শক্তির সঞ্চার হইবে।

স্বনাম-ধন্য মহানুভব সর্ব্বপরিচিত ব্যারিষ্টার সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস পদ্মিনীর অভিনয়ে সম্রাট আলাউদ্দীনের চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"এরূপ অদ্ভুত চরিত্র পাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত নাট্য সাহিত্যে নূতন।" মূল্য, এক টাকা।

(৫) চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের রাণী, আমেদনগরের রাজনন্দিনী—রমণীকুলের ভূষণ স্বরূপা চাঁদসুলতানার চরিত্র পাঠে শুধু আনন্দ নয়, পুণ্য আছে। এই পবিত্রা মুসলমান মহিলা কি অপূর্ব্ব প্রীতিসূত্রে হিন্দু মুসলমানকে আবদ্ধ করিয়া আপনার দুইটী সন্তান মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন, পাঠক! পুস্তক পাঠে বুঝিতে পারিবেন। মূল্য, এক টাকা।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত শারদাচরণ মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—"বালেশ্বরের সমীপে সমুদ্রতীরে এক নির্জ্জন কুঞ্জে বসিয়া তোমার চাঁদবিবি পাঠ করিলাম। সমুদ্রোর্ম্মী ও তোমার ভাবার তরঙ্গ, মধ্যে বসিয়া আনন্দানুভবের এই উপযুক্ত স্থান।"

বন্দেমাতরং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় অভিনয় দেখিয়া এই কয়খানি নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই অপূর্ব্ব পুস্তকগুলি স্বদেশের উন্নতি কল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।" বাংলার শত

শত স্থানে অভিনীত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক (millions) ইহা দ্বারা বাঙ্গালীর মহিমা অবগত হইয়াছে। এই কয়খানি নাটক ক্রমান্বয়ে না পড়িলে, প্রতাপাদিত্য পাঠ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাঙ্গালীর জাতীয়ত্বে যাঁর অভিমান আছে, তিনি এই পুস্তকগুলি গৃহে না রাখিয়া থাকিতে পারিবেন না।

(কিংবদন্তী)

৬ রঙ্গাবতী—ধর্ম্মমঙ্গল অবলম্বনে বিষ্ণুপুর ও অম্বিকানগরের পুরাকাহিনী লইয়া লিখিত। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের স্বাধীন বাঙ্গালার অভ্যন্তরীণ অবস্থা, এবং তৎকালীন ডোম বাগ্‌দী প্রভৃতি নীচ জাতীয় বাঙ্গালীর স্বদেশ নিষ্ঠা, প্রভুভক্তি ও অমানুষিক বীরত্বের যদি আভাষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পুস্তক পাঠ করুন। তাহ'লেই বুঝিবেন, নিদারুণ ধর্ম্ম-বিপ্লবে, শত দুর্ভিক্ষে, সহস্র ঝঞ্ঝাবাতে আজিও পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সমস্ত হারাইয়াও কেমন করিয়া বাঙ্গালত্ব বজায় রাখিয়াছে। মূল্য, এক টাকা।

(পৌরাণিক)

(৭) সাবিত্রী—ক্ষীরোদ বাবুর 'সাবিত্রীর' নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। নাটকে এরূপ মধুর চরিত্র অতি অল্পই আছে। হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"আপনার পবিত্র লেখনীর উপযুক্ত—অপূর্ব্ব—গম্ভীর।"

(৮) উলূপী বা বভ্রুবাহন—এক উলূপী চরিত্র দেখিলেই বুঝিবেন ভারতীয় যুগে বাঙ্গালী জননী কিরূপ ছিলেন, আর এখন তিনি দেশের দুর্ভাগ্যে কিরূপ হইয়াছেন। স্বদেশ-প্রেমিকা বীরাঙ্গনার কাছে,

তাঁহার সপত্নী পুত্র আপনার হইয়াছে, আর আপনার মাতৃভক্ত পুত্রও পর হইয়াছে। পৌরাণিক কথা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। পাঠ করিবেন। বঙ্গবাসী বলিয়াছেন—"ইহার চরিত্র সেক্‌সপিয়রের চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়।"

(ঔপন্যাসিক।

৯) জুলিয়া—মধুর সংযোগান্ত নাটক—পড়িলে ভাব-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হয়। ইহার রস-মাধুর্য্য ক্ষীরোদ বাবুর সমস্ত নাটককে পরাস্ত করিয়াছে। মূল্য, বারো আনা।

(১০) দৌলতে দুনিয়া—অলৌকিক ব্যাপার লইয়া লিখিত ভাষাও ভাবের লালিত্যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মধুরতায় প্রাণ পূরিয়া যাইবে। মূল্য, আট আনা।

রঙ্গনাট্য।

(১১) আলিবাবা—লক্ষ লক্ষ লোকে ইহার অভিনয় দেখিয়াছেন; কিন্তু বাঁদী মরজিনার হাবভাব নৃত্যের মধ্যে তাহার গাম্ভীর্য্য, তেজস্বিতা ও ধর্ম্ম কয়জন লক্ষ্য করিয়াছেন? মূল্য, আট আনা।

(১২) বেদৌরা—সত্য কথা বলিতে হইলে, এরূপ হাস্যরসোদ্দীপক নাটক অতি অল্পই আছে। ইহার গান বড়ই মধুর। মূল্য, আট আনা।

রূপক নাট্য।

(১৩) প্রমোদ রঞ্জন—রূপক নাট্য বলিলে, একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার বুঝিবেন না। এমন সুকৌশলে গ্রন্থকার "শান্তি" ও "মুক্তি" দুইটী সখীকে প্রাণময়ী প্রতিমারূপে গড়িয়া "মানুষ" খুঁজিয়া উপহার

দিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র দর্শক তাহাদের মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার এক একটী গান এক একটী কোহিনুর। গ্রামোফোনে হাজার হাজার রেকর্ড হইয়া দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য, আট আনা।

গীতিনাট্য।

(১৪) বৃন্দাবন-বিলাস—বৈষ্ণব কবিগণের রত্ন সংগ্রহ করিয়া একটী মালিকা রচনা করা হইয়াছে। গানগুলি সাজাইবার কৌশলে ইহা একখানি সুখপাঠ্য নাটক। মূল্য, ছয় আনা।

(১৫) বরুণা—ইদানীং এরূপ সরস নাটক দেখিতে পাওয়া দুর্ল্লভ। সহস্র সহস্র লোক ইহার অভিনয় দেখিয়া, ইহার অলৌকিক গল্প-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ইহাকে গীতিনাট্যের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মূল্য, আট আনা।

প্রহসন।

(১৬) দাদা ও দিদি—প্রহসন শুনিলেই লোক বিশেষের কুৎসা মনে করিবেন না। তবে যিনি চারি আনা অপব্যয় করিতে সাহস করেন, তিনি 'চন্দ্রদ্বীপ' হইতে 'হট্টমালা'র দেশে সুস্বাগত এই 'দাদা' ও 'দিদিকে' দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। মূল্য, চারি আনা।

নক্সা।

(১৭) বাসন্তী—হাস্যরসের আধার, বাসন্তী লোভার মেলা, দুঃখে শান্তি—বাসন্তী। মূল্য, চারি আনা।

(১৮) ভূতের বেগার—এতকাল চাকরী করিয়া আমরা কেবল ভূতের বেগার দিতেছি ; এবং বংশধরদিগের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মৃত্যুকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছি। তবে কি আমাদিগকে এ বিষম চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিতে কেহ নাই? মোক্ষদায়িনী আমাদিগের অপেক্ষা করিতেছেন। শুধু ভক্তিসহকারে, আমাদিগের তাঁর শরণ লইবার প্রয়োজন। গ্রন্থকার নিজে যাইয়া আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। মূল্য, চারি আনা।

কাব্যনাট্য।

(১৯) রণবীর—প্রবল অত্যাচারীর উৎপীড়নে, ধীর-প্রকৃতি সাধু পরিণামে কিরূপে দস্যু হইয়াছিল, তাহার একটী উজ্জ্বল প্রাণময় চিত্র। ভাবুক যুবকের সর্ব্বতোভাবে দ্রষ্টব্য। শুধু তাই নয়, অভিনীত করিয়া অপরকে দেখানও কর্ত্তব্য। শ্রবণ-বিমোহন ছন্দ, স্বর্গীয় ভাবস্রোত, চরিত্রাঙ্কণে অসাধারণ কৌশল। মূল্য, বারো আনা।

(২০) অশোক—জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আমাদেরই ঘরের রাজর্ষি মহারাজ অশোকের চরিত্রাবলম্বনে। আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ন, অল্প শিক্ষিতের কাছেও পরিচিত ; অথচ মহারাজ অশোক আমাদের হারাইয়া শোকার্ত্ত। এ সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। যাঁহার অভিরুচি হইবে পাঠ করিয়া দেখুন। মূল্য, এক টাকা।

উপন্যাস।

(২১) নারায়ণী সিপাহী বিদ্রোহকালীন ছোটনাগপুরের একটী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহাই যথার্থ গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এরূপ লোমহর্ষণ উপন্যাস পাঠ করিতে ইতস্ততঃ করিলে, হে

উপন্যাস পাঠক! আপনার পাঠ করা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। ইংরাজী, বাঙ্গালা সহস্র পুস্তক সত্বেও আপনার পাঠাগারের অভাব মোচন হইবে না। [illegible]দের সুপুত্র স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল. এক প্র[illegible] সভায় কোন এক বক্তৃতা উপলক্ষে কথায় কথায় এই নারায়ণী সম্বন্ধে [illegible]লিয়াছিলেন—"আমি এক বিলাতী শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের এক নূতন উপন্যাস পাঠ করিয়াছি, আর ক্ষীরোদ বাবুর নারায়ণীও পড়িয়াছি। নারায়ণী অগ্রে বাহির না হইলে, ক্ষীরোদ বাবু তাঁহার পুস্তক দেখিয়া নিজের পুস্তক লিখিয়াছেন এই কথা সমালোচক[illegible]দীর মধ্যে সাব্যস্ত হইত। ক্ষীরোদ বাবুর সৌভাগ্য তিনি অগ্রেই তাঁহার নারায়ণী লিখিয়াছেন। উভয় উপন্যাসে এরূপ অপূর্ব্ব মিল আর কখন দেখা যায় নাই।" অথচ ইংরাজ লেখকের উপন্যাস এতদিনে লক্ষাধিক বিক্রীত হইয়া থাকিবে; কিন্তু বাঙ্গালার প্রতিভাবান লেখকের ভাগ্যে আজিও পর্য্যন্ত নারায়ণীর প্রথম সংস্করণ শেষ হয় নাই !! অথচ উৎকৃষ্ট বাঁধাই, প্রায় চারিশত পৃষ্ঠা—কিন্তু মূল্য, দেড় টাকা।

নারায়ণী সম্বন্ধে আমরা আর একটা আশ্চর্য্য বিষয় বলিব। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসীতে সাঁওতাল পরগণার জনৈক রাজার সম্বন্ধে কয়েকটী ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গবাসী তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"নারায়ণীর কাহিনীর সঙ্গে এই ঘটনার বিস্ময়কর সামঞ্জস্য! নারায়ণী আগে লেখা না হইলে, আমরা মনে করিতাম, ক্ষীরোদ বাবু এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই উপন্যাস লিখিয়াছেন।"

এ অপূর্ব্ব উপন্যাস দেখিবার ও প্রিয়জনকে দেখাইবার জন্য আপনার সাধ হয়না কি?